উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৮,০১৭.১৯ (+৩২.৮১)

নিফটি : ২৩,৬৬৮.৬৫ (+১০.৩০)

কলকাতায় ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল

মমতার লন্ডন সফরে 'ম্যাঞ্চেস্টার-যোগ'। কলকাতায় ফুটবল স্কুল খুলছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মউ হল টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে। » ১০

সরগরম সংসদ

১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে নিশানা করল ডিএমকে এবং কংগ্রেস। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৬°	২১°	৩৭°	১৯°	৩৭°	১৯°	৩৭°	২০°

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ » ১১

১২ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 26 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 305

'২৬-এর জুনের মধ্যে ভোট, ইঙ্গিত ইউনূসের

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৫ মার্চ : সেনার সক্রিয়তা বাড়ার পর নির্বাচনের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। নির্দিষ্টভাবে তিনি জানালেন, 'চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছর জুন মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে বাংলাদেশে।' তাঁর দাবি, 'আমরা চাই, আগামী নির্বাচন যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবথেকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়। এজন্য নির্বাচন কমিশন সমস্তরকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।'

দেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণে মঙ্গলবার দুর্নীতি থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছিল কড়া বার্তা। মুজিবুর রহমানের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান কেড়ে নিলেও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে পিছিয়ে নেই অন্তর্বর্তী সরকার। অন্যদিকে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে একইদিনে জুলাই অভ্যুত্থানের সমর্থনে বার্তা দেওয়া হয়েছে খোদ সেনাপ্রধানের তরফে।

সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুলাই যোদ্ধাদের স্বপ্নপূরণে সবসময় পাশে থেকেছে।' এরপর দশের পাতায়

প-এ পাহাড়, প-এ পর্যটন

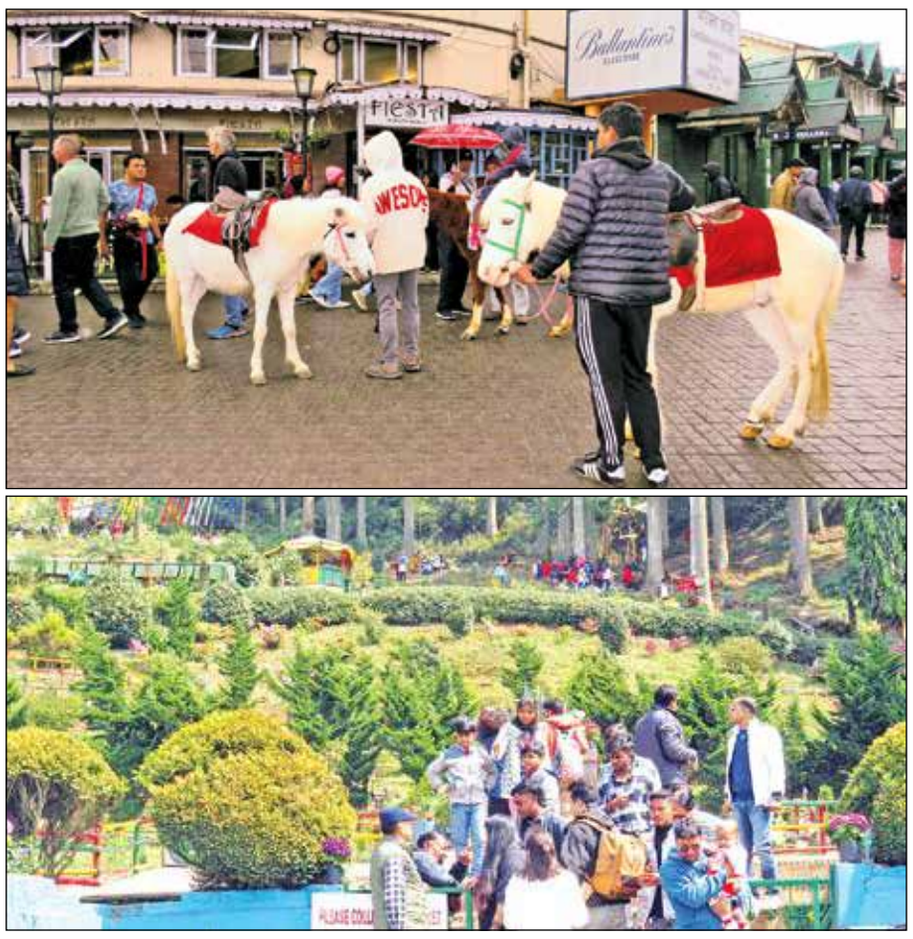

পরীক্ষা শেষে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজতেই একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে পর্যটকের। দার্জিলিংয়ের ম্যালে তাই ঘোড়া নিয়ে পর্যটকের অপেক্ষা। লামাহাটা ইকো পার্কেও ঠাসা ভিড় ভ্রমণপিপাসুদের। মঙ্গলবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

এডিশন স্পেশাল

মমতা ফিরলেই রদবদল

» পাঁচের পাতায়

যুদ্ধের ছক ফাঁস, অস্বস্তিতে ট্রাম্প

» সাতের পাতায়

ভিসা বাতিল করে দেশে ফেরত

ভারত নিয়ে কুমন্তব্যে শাস্তি

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ মার্চ : পড়শি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এমনিতেই পরিস্থিতি বর্তমানে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে সেখানকার এক বাসিন্দা ভারতের নামে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে সেই পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করলেন। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ঘটনা। ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে। পরে মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই বাসিন্দার ভিসা বাতিল করে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা জানিয়েছেন।

আজাদুর বাংলাদেশের মাগুরার বাসিন্দা। এদিন দুপুরে তিনি চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন। তাঁর ছেলে কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করে। পরীক্ষা শেষে ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরবেন বলে আজাদুরের পরিকল্পনা ছিল। ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে গাড়িচালকের সঙ্গে বচসায় জড়ালে সমস্যার সূত্রপাত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজাদুর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহূর্তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। চালকদের কেউই ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে নিতে চাননি। এই সময় অনেকে ওই ঘটনা ফেসবুকে লাইভ করা শুরু করেন। আজাদুর হেঁটে চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড়ে উপস্থিত হলে বাসিন্দারা তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁরা ততক্ষণে ঘটনার বিষয়ে অবগত হয়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকলে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। বাইরে তখনও উত্তেজিত বাসিন্দাদের বিক্ষোভ চলছিল। আজাদুর উত্তেজিত জনতার সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে নেন। এরপর দশের পাতায়

চ্যাংরাবান্ধায় চাঞ্চল্য

- চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে এক বাংলাদেশি মঙ্গলবার ভারতে ঢোকেন
- তাঁর ছেলে কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করে, গাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে ভারত সম্পর্কে কুমন্তব্য
- এরপরই তাঁকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু, পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চেকপোস্টে নিয়ে যায়

৪ ঘণ্টা স্তব্ধ জাতীয় সড়ক

তিস্তা সেতুতে মেরামতি, যানজট

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : সকাল সাড়ে ১১টা থেকে যানজটে আটক শতাধিক গাড়ি। যার জেরে বাসের নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে দূরপাল্লার লরিচালকদেরও ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়েতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের ওসি বসন্ত পাখরিন লামাকে অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে ময়দানে নামতে হয়। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে চৌপথি থেকে ভেমটিয়া পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার এবং ধূপগুড়ি থেকে বীরপাড়ার দিকে চৌপথি থেকে হরি মন্দির পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার যানজটে গাড়িগুলি আটকে ছিল। এছাড়া মঙ্গলবার হাটের দিন হওয়ায় শহরে টোটো সহ অন্যান্য গাড়ির ভিড় থাকায় সব মিলিয়ে নাজেহাল হতে হয় ট্রাফিক পুলিশকে।

কিন্তু কেন হঠাৎ এমন পরিস্থিতি তৈরি হল তা স্পষ্ট করে বলতে পারছে না ট্রাফিক পুলিশ।

সকালে কিছুটা যানজট কাটতেই গাড়িগুলি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় ধূপগুড়ি শহর ও এশিয়ান হাইওয়ে যানজটমুক্ত হয়। ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'তিস্তা সেতুর মেরামতের জন্যে একদিকে বন্ধ রয়েছে। সকালে তিস্তা সেতু যানজটমুক্ত হতেই সেই চাপ গিয়ে পড়েছিল ধূপগুড়িতে। আলুর মরশুমে কিছু বাড়তি বাহিনী ধূপগুড়িতে রাখা হয়েছে। যানজটমুক্ত করতে বাড়তি বাহিনী ওসির সঙ্গে ময়দানে নেমে কাজ করেছে।'

এশিয়ান হাইওয়েতে ব্যারিয়ার দিয়ে যানজট মোকাবিলার চেষ্টা।

নাকাল ট্রাফিক পুলিশ

- সকাল সাড়ে ১১টা থেকে যানজট শুরু এশিয়ান হাইওয়েতে
- জলপাইগুড়ির দিকে ৫ কিলোমিটার এবং বীরপাড়ার দিকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার যানজট
- মঙ্গলবার হাট হওয়ায় ধূপগুড়ি শহর কার্যত অবরুদ্ধ

ধূপগুড়ির বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বলেন, 'ধূপগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এক-একটি বাস ১৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে অল্প অল্প করে এগোচ্ছিল। কাজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় এদিন যাওয়া বাতিল করেছি। যানজট কাটতে চার ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে বলে শুনেছি। বাইরে থেকে আসা এবং বাসের যাত্রীদের এদিন নাকাল হতে হয়েছে।' আরেক যাত্রী তানিয়া বক্সী বলেন, 'জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলাম। ধূপগুড়ি শহরে ঢোকার আগেই যানজটে আটকে যাই। একটু একটু করে ওভারব্রিজ থেকে ধূপগুড়ি চৌপথি আসতেই দেড় ঘণ্টার মতো সময় লেগে যায়। তবে গন্তব্যে পৌঁছানো জরুরি ছিল। তাই অনেক অপেক্ষা করেছি। ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী সড়কে বাস ওঠার পর সমস্যা মেটে।'

জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ সবসময় কাজ করছে। ট্রাফিক গার্ডও নিজেদের কাজ করেছে। এখানে আলাদা করে কিছুই বলার নেই।

স্বাস্থ্যসাথীর কারচুপি ধরতে এআই

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : স্বাস্থ্যসাথীতে পরিষেবা সংক্রান্ত কারচুপিতে নজর রাখছে এআই। রোগীকে চিকিৎসা করার পর বিলে মিথ্যার আশ্রয় নিলেই ধরে ফেলবে এআই। তাই স্বাস্থ্যসাথীর বিলের তথ্য কোনওভাবেই বিকৃত করা যাবে না। এমনকি কেউ যদি ভুল তথ্য একবার দেওয়ার পর তা পরিবর্তন করতে চান সেক্ষেত্রেও কোনও সুযোগ মিলবে না।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে জেলার নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ে স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত বৈঠকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব তুষার পাঠক। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার কিছু নার্সিংহোমের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথীর বিল সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি এআই মারফত সরকারের নজরে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেননি তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিলে। আবার একই সময় দুটি পৃথক নার্সিংহোমে একই চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করছেন, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এদিন বৈঠক শেষে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'নার্সিংহোমগুলোকে নিয়ে স্বাস্থ্যসাথী বিষয়ক একটি রুটিন মিটিং হয়েছে। সকলেই ভালো কাজ করছে। তাদের বলা হয়েছে নিয়ম মেনে সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারের কাছে বিল পাঠাতে। নার্সিংহোমগুলোতে যে স্বাস্থ্যসাথীর পরিষেবা মিলছে তা সাধারণ মানুষকে জানাতে বড় করে ডিসপ্লে বোর্ড লাগাতে বলা হয়েছে।'

স্বাস্থ্যসাথীর সরকারি বিমা পরিষেবার নিয়মে রয়েছে রোগী যখন সুস্থ হয়ে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরবেন তার আগে একটি ভিডিও ফিডব্যাক রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যকে দিতে হবে। এরপর দশের পাতায়

হাইস্কুলে একই মাধ্যমে পড়ার সুযোগ নেই

ইংরেজিতে পড়ায় অনীহা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : জলপাইগুড়িতে ইংরেজিমাধ্যম সরকারি হাইস্কুল বলতে গেলে নেই। ফলে যে পাঁচটি ইংরেজিমাধ্যম প্রাইমারি স্কুল চালু করা হয়েছিল সেগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা হুহু করে কমছে। কয়েক বছর আগেও এই স্কুলগুলিতে ২০০-২৫০ জন করে পড়ুয়া ভর্তি হলেও এখন মাত্র ৫-১৫ জন করে ভর্তি হচ্ছে। ইংরেজিমাধ্যমে প্রাইমারিতে পড়াশোনা করে পরে পড়ুয়াদের সমস্যা হচ্ছে। একারণেই এই স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের ভর্তি কমছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'প্রাইমারিতে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করে যাতে পড়ুয়াদের কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য শহরের দুটি হাইস্কুল চিহ্নিত করা হয়েছিল।' সেইমতো জলপাইগুড়ি শহরে ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন ও সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০১৯ সাল থেকে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা চালু করা হয়। কিন্তু যা বর্তমানে বন্ধ। এবিষয়ে সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস ও ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ কুণ্ডু জানান, পরিকাঠামো ও শিক্ষকদের অভাবে স্কুলগুলিতে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি তাঁরা ওপরমহলে জানিয়েছেন। বর্তমানের সমস্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) আশ্বাস দিয়েছেন।

হাতেগোনা পড়ুয়া নিয়ে ক্লাস চলছে ইংরেজিমাধ্যম প্রাইমারি স্কুলে।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে মোহন্তপাড়া বিবেকানন্দ ইংলিশ অ্যাকাডেমি, সতীশ লাহিড়ি জুনিয়ার বেসিক (ইংলিশ অ্যাকাডেমি), সওদাগরপট্টি আরআর প্রাইমারি (ইংলিশ মিডিয়াম), সেবাগ্রাম আরআর প্রাইমারি (ইংলিশ মিডিয়াম) ও মেহেরুন্নেসা হাইস্কুল প্রাইমারি সেকশনে (ইংলিশ মিডিয়াম), এই পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠন হয়। কিন্তু দিনকে দিন এই স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে চলায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বক্তব্য, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের অভাব। প্রাইমারিতে ইংরেজিমাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর পড়ুয়াদের বাংলামাধ্যম স্কুলে ভর্তি করাতে হচ্ছে। ইংরেজিতে প্রাথমিক স্তরে পড়াশোনার পর বাংলায় পড়াশোনা করতে পড়ুয়াদের সমস্যা হচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

পদ্মশ্রী কমলিকে অপমান মালদা মেডিকেলে

কল্লোল মজুমদার ও সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২৫ মার্চ : মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছানি অপারেশন করতে এসে চরম অপমানিত হলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া সমাজসেবী কমলি সোরেন। অভিযোগ, পরিচয় দেওয়ার পরেও তাঁর ঠাঁই হয় এক বিছানায় তিন রোগীর সঙ্গে। আরও অভিযোগ, এই নিয়ে তাঁর অনুগামীরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে কর্তব্যরত নার্স কমলি সোরেনের উদ্দেশে 'রাষ্ট্রপতি, ফাস্টোপতি...' মন্তব্য করে কটাক্ষ করেন।

মালদা মেডিকেলে চিকিৎসারত কমলির ছবি সহ নার্সের ওই মন্তব্যের একটি অডিও-ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায়। যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও ওই অডিও-ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মালদা মেডিকেলে অন্যদের সঙ্গে একই বেডে কমলি সোরেন।

অনুগামীদের কাছে কমলি সোরেন গুরুমা নামে পরিচিত। তারাশংকরের অভিযোগ, 'গুরুমার ছানি অপারেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর একটি বেডে তিনজনকে রাখা হয়। এই নিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হাসপাতালের ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের নার্সরা গুরুমাকে প্রচণ্ড অপমান করেন। উনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন, এটা জানানোর পরেও ওঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কটাক্ষ করেন, রাষ্ট্রপতি, ফাস্টোপতি... বলে।' তারাশংকর এদিন দাবি করেন, 'আমি কর্তব্যরত নার্সদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব।'

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য পদ্মশ্রী পান মালদার গাজোলের প্রত্যন্ত কোটালহাটি গ্রামের কমলি সোরেন। কমলিদেবীর বাপের বাড়ি পুরাতন মালদার বাগমারা গ্রামে। কম বয়সে বিয়ে হয়। কন্যাসন্তান হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি চলে আসেন গাজোলের কোটালহাটি গ্রামে। সেখানে রাজেন বাবাজির আশ্রমই এখন কমলি সোরেনের ঠিকানা। এখানে থেকেই গত ৩০ বছর ধরে আদিবাসীদের ঐতিহ্য, তাদের উন্নয়ন ও চিকিৎসায় সাহায্য করার কাজ করে চলেছেন তিনি। এরপর দশের পাতায়

পরকীয়ায় পগারপার, স্ত্রীর কুশপুতুল বানিয়ে দাহ

আইনের চোখে পরকীয়া এখন আর অপরাধ নয়। কিন্তু সমাজের চোখে? না, ভারতের গ্রামীণ সমাজ পরকীয়াকে এখনও ঘৃণ্য অপরাধ বলেই গ্রাহ্য করে। তাই তো স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে পগারপার হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো মাথা ন্যাড়া করে শ্রাদ্ধ করলেন স্বামী। এ ঘটনা নজিরবিহীন।

পিরিতি কাঁঠালের আঠা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ মার্চ : প্রবাদপ্রতিম অমর পাল গেয়েছিলেন, 'সাকিনা তোর বিয়ার খবর পাইছি বাড়ি গিয়া রে...।' তারপরেই তাঁর স্বগতোক্তি, 'তুই মরলি আমি নিজে শান্তি পাইতাম মইরা...।' শিল্পীর এই অনুভূতির ধারেকাছে হাঁটেননি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পরাশটোলা গ্রামে অচিন্ত্য রায়। বরং, ১৯ বছরের দাম্পত্যে ইতি টেনে পরকীয়ার টানে ঘরছাড়া স্ত্রীকে তিনি 'শাস্তি' দিয়েছেন নিজের মতো করে। রাগে, ক্ষোভে স্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেছেন গ্রামের শ্মশানে। মাথা মুড়িয়ে শ্রাদ্ধ করে গ্রামের মানুষকে পাত পেড়ে খাইয়েছেন মঙ্গলবার।

প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই দম্পতি নিঃসন্তান। অচিন্ত্য বলেন, 'পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না। তবে সন্তান না হওয়ার একটা দুঃখ ছিল। রাজমিস্ত্রির কাজে যা আয় করতাম সবটাই স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে জমা রাখতাম। ও অনেক রাত পর্যন্ত ফোনে কথা বলত। আমি শাসন করেছিলাম। শ্বশুরবাড়িতেও জানিয়েছিলাম।'

পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, অচিন্ত্য কাজ করতে বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখেন, স্ত্রী বাড়িতে নেই। সঙ্গে সমস্ত নতুন কাপড়চোপড়, বিয়ের অলংকার ও ব্যাংকের চল্লিশ হাজার টাকা সহ অচিন্ত্যর সমস্ত রোজগার উধাও। এরপর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এদিকে, স্ত্রী তাঁর নতুন প্রেমিকের সঙ্গে ফেসবুকে রিল বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার পরই সবটা বুঝে যান অচিন্ত্য।

সুখস্মৃতি হাতে পরাশটোলা গ্রামের অচিন্ত্য রায়।

প্রতিবেশীরা অচিন্ত্যর পাশেই দাঁড়িয়েছেন। এলাকার এক গৃহবধূ লতা সিংহ বলেন, 'এর আগেও ওই মেয়েটি একাধিকবার বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ওর স্বামী ভালো। তাই ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর আর সম্ভব নয়। তাই শ্রাদ্ধ করে আজকে লোক খাওয়াচ্ছেন।' তাঁর আরও দাবি, 'যেটুকু শুনলাম, ওই মহিলা এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে ঋণ নিয়েছিলেন মোটা অঙ্কের। সেই টাকা নিয়েও চম্পট দিয়েছেন।'

স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী বিপ্লব রায়ের বক্তব্য, 'আমরা আবার অচিন্ত্যর বিয়ে দেব। তাই আমরা আগাম ওর প্রাক্তন বৌয়ের শ্রাদ্ধ করে রাখলাম।' অচিন্ত্যর পরিবারের এক সদস্য আশালতা রায়ের কড়া বার্তা, 'আমরা অচিন্ত্যের স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। গ্রামে যাতে আর কেউ এমন না করে, তারই বার্তা দিয়েছি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। পুরো বিষয়টিকে সামাজিক মাধ্যমের কুফল বলে মনে করছেন স্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক রফিকুল আলম। তাঁর মন্তব্য, 'এই ঘটনা আমি সামাজিক মাধ্যমে মেলামেশার কুফল বলেই মনে করি।'

চিঠি লেখায় তৃতীয় কোচবিহারের মঞ্জুশ্রী

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : চিঠি লেখার অভ্যেস জিইয়ে রাখতে গত কয়েক বছর থেকে 'ঢাই অক্ষর' নামে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। সেই প্রতিযোগিতায় এবছর পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় হয়েছেন কোচবিহার গান্ধিনগরের মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি। কোচবিহার বড় পোস্ট অফিসে মঙ্গলবার তাঁর হাতে প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট, নগদ পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন কোচবিহারের পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অজয় শেরপা।

২০১৯ সাল থেকে ভারতীয় ডাক বিভাগ এই চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে। এবছর ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ইনল্যান্ড লেটার কার্ড বিভাগের থিম ছিল 'দ্য জয় অফ রাইটিং : ইম্পরর্ট্যান্স অফ লেটার ইন আ ডিজিটাল এইজ'। কোচবিহার ডিভিশন থেকে মঞ্জুশ্রী সেই বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছেন। এই প্রতিযোগিতায় চারবার অংশ নিয়ে তিনবারই পুরস্কার জিতেছেন মঞ্জুশ্রী।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডেপুটি সিএমএম/ডি/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারের অধীনে এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছে

ক্র.নং.	মাস	তারিখ
১	এপ্রিল/২০২৫	১১-০৪-২০২৫ এবং ৩০-০৪-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

পর্দা বিরিয়ানি তৈরি শেখাবেন গোপা মণ্ডল। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অগ্নিপরীক্ষা, ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ ক্রিমিনাল, বিকেল ৪.০০ অপরাধী, সন্ধে ৭.৩০ নাটের গুরু, রাত ১০.৩০ শিবাজি, ১.০০ বৌদি ডট কম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৪৫ রংবাজ, রাত ১০.৩০ ম্যাজিক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অভাগিনী, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.৩০ স্বপ্ন, রাত ১০.০০ মায়া মমতা, ১২.৪৫ রি ইউনিয়ন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানুষ মানুষের জন্য

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছায়ামূর্তি

জি সিনেমা : দুপুর ১.৫৮ বিবাহ, বিকেল ৫.২৬ সিটিমার, রাত ৮.০০ সূর্যা : দ্য সোলজার ১১.০৫ তিস মার খান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২০ ক্রু, দুপুর ১.৪০ পরদেশ, বিকেল ৫.৩৬ শিবা : দ্য সুপার হিরো থ্রি, রাত ৮.০০ ধমাল, ১০.৪২ খিলাড়ি ৪২০

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.০২ কেদারনাথ, বিকেল ৪.০০ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.৩৯ বব বিশ্বাস, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ বদলাপুর

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ২.৩০ ধনক, বিকেল ৪.৩০ আ জেন্টলম্যান : সুন্দর, সুশীল, রিস্কি, সন্ধে ৬.৪৫ কাবিল, রাত ৯.০০ কুক মাথুর কি ঝন্ড হো গয়ি, ১০.৪৫ লমহা

রমেডি নাউ : দুপুর ২.২০ লিটল ম্যানহাটন, বিকেল ৩.৫০ দ্য ইন্টার্নশিপ, সন্ধে ৭.২০ লভ ইজ ইন দ্য এয়ার, রাত ১০.৩৫ দ্য রিরাইট

পরিণীতা রাত ৮.০০ জি বাংলা

সিটিমার বিকেল ৫.২৬ জি সিনেমা

বব বিশ্বাস সন্ধে ৬.৩৯ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

পর্যটক টানতে ডুয়ার্স এবং পাহাড়ে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন রসিকবিলে নানা পরিবর্তন আনা হচ্ছে, অন্যদিকে হট এয়ার বেলুন রাইড চালু হতে চলেছে পাহাড়ে।

দেড় কোটিতে সাজবে রসিকবিল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ঢেলে সাজানো হচ্ছে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

রসিকবিলে ময়ূরের খাঁচা, পাখিদের জন্য অ্যাভিয়ারি, অজগরের জন্য আলাদা কনস্ট্রিক্টর হাউস, একটি ছোট ব্রিজ তৈরি এবং পশু-পাখিদের পুরোনো আবাসস্থলগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর। আগামী মাস থেকেই এই কাজ শুরু করা হবে। এতে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিভাগীয় বনাধিকারিক অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'ভবিষ্যতের জন্য যে প্রকল্পগুলি আমরা নিয়েছি, তাতে রসিকবিলের আকর্ষণ আরও বাড়বে। অধিক সংখ্যক প্রজাতির পশুপাখি দেখা এবং তাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।'

কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিলের মিনি জু অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। বাম আমলে ২,১০০ হেক্টরেরও বেশি জমি নিয়ে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি তৈরি হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ঘড়িয়াল, ময়ূর রয়েছে। নিরিবিলি ও শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই মিনি জু-তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে জেলা তো বটেই আশপাশের জেলা এমনকি রাজ্য থেকেও পর্যটকরা আসেন। শীতের মরশুমে নানা পরিযায়ী পাখির দল রসিকবিলের ঝিলে অতিথি হয়ে আসে।

পর্যটক টানতে/১

পরিযায়ী পাখিদের জন্য সেখানে তৈরি করা হবে অ্যাভিয়ারি বা আবাসস্থল। এছাড়াও সেখানে ময়ূরের থাকার জন্য নতুন করে খাঁচা তৈরি করা হবে। সেখানে এখন ছয়টি ময়ূর রয়েছে। বর্তমানে যে খাঁচায় ময়ূরগুলি রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির লেজার ক্যাট রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। ছোট, বড় মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেজার ক্যাট সেখানে রাখা হবে।

বর্তমানে সেখানে চারটি অজগর রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, অজগরের খাঁচার জায়গায় প্যাঙ্গোলিন রাখার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। অজগরগুলি রাখার জন্য আলাদা করে কনস্ট্রিক্টর হাউস তৈরি হবে। সেখানে আরও দেশি এবং বিদেশি প্রজাতির পাইথন আনার পরিকল্পনাও রয়েছে দপ্তরের। বর্তমানে যে জায়গায় পাখির খাঁচাগুলি রয়েছে, সেগুলির রূপান্তর করে এই খাঁচা তৈরি করা হবে।

সেলফি জোন থেকে ঘড়িয়ালের খাঁচার দিকে যাওয়ার পথে ব্রিজটি নীচু হওয়ার কারণে বর্ষাকালে জল ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এতে পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সেখানে ছোট ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়েছে দপ্তর।

দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দা তন্ময় দত্ত। তিনি বলেন, 'নতুনভাবে রসিকবিলকে উপভোগ করার অপেক্ষায় রয়েছি।'

পুজোর আগেই পাহাড়ে বেলুন রাইড

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বর্ষা হোক বা শীত অথবা বসন্ত, পাহাড় সারাবছরই ভ্রমণপ্রেমীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই অমোঘ টান উপেক্ষা করা বড্ড মুশকিল। সেজন্য বছরভর দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে পর্যটকের আনাগোনা লেগেই থাকে। তবে দিন বদলেছে,

পর্যটক টানতে/২

বদলাচ্ছে ভ্রমণের সংজ্ঞা। অনেকেই এখন বেড়াতে এসে চান কিছু রোমাঞ্চকর মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে। যে কারণে পাহাড়ে সূচনা হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের। আপাতত রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং চালু থাকলেও আগামীতে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে হট এয়ার বেলুন রাইডের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জিটিএ'র তরফে। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে পুজোর আগেই কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে এই রাইড চালু হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে এর সফল ট্রায়াল হয়েছে।

জয়পুর, লোনাভালা, আগ্রা সহ দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন পর্যটনস্থলে হট এয়ার বেলুনের বন্দোবস্ত রয়েছে। এবার ডেলো ও দুধিয়াতেও এই রাইডের আনন্দ নিতে পারবেন পর্যটকরা। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আগ্রহ দেখে জিটিএ'র তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাসখানেক আগে মিরিকেও হট এয়ার বেলুন রাইডের সফল ট্রায়াল হয়েছে।

> দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং-এ হট এয়ার বেলুন রাইড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল সফল হয়েছে। রাইড চালু হলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী বহু পর্যটক এখানে আসবেন বলে আমাদের আশা।
>
> **এসপি শর্মা** *জনসংযোগ আধিকারিক, জিটিএ*

জিটিএ'র জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলেছেন, 'দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে হট এয়ার বেলুন রাইড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল সফল হয়েছে। রাইড চালু হলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী বহু পর্যটক এখানে আসবেন বলে আমাদের আশা।'

জিটিএ কর্তারা মনে করছেন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সূত্র ধরে অনেকটা চাঙ্গা হবে স্থানীয় অর্থনীতি। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে স্থানীয় তরুণদের। এতে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। রোহিণী প্যারাগ্লাইডিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য নীরজ কুমার বলেছেন, 'অ্যাডভেঞ্চার রাইডে অনেকের আগ্রহ রয়েছে। বহু পর্যটক পাহাড়ে এসে সেসব উপভোগ করেন। নানা ধরনের রাইড বা স্পোর্টস পাহাড়ে চালু করা হলে স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' পুজোয় যাতে দেশ ও বিদেশের পর্যটকেরা বেড়াতে এসে হট এয়ার বেলুন রাইডের আনন্দ নিতে পারেন সেজন্য পুজোর আগে তা চালুর চেষ্টা চালাচ্ছে জিটিএ। তবে টিকিটের দাম কত হবে, সে ব্যাপারে এখন কিছু ঠিক হয়নি।

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত অর্ণব মণ্ডল জিটিএ'র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এতে পাহাড়ের পর্যটন আরও বিকশিত হবে।'

ভারতীয় পাট কর্পোরেশন লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, হিলকার্ট রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয় বিল্ডিং-এর চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

(টেন্ডারিং প্রকার)

ভারতীয় পাট কর্পোরেশন লিমিটেড (জেসিআই), ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ যেটি ভারত সরকারের সংযোগকারী সংস্থা। যার দ্বারা ক্রয়কেন্দ্র দপ্তরের (ডিপিসি) যৌথ সম্প্রচারের মাধ্যমে সমস্ত প্রধান পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন সহায়তাকারী অর্থমূল্য (এমএসপি) ক্রিয়াশীলতার পরিচালনা করা হচ্ছে। এই ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে, পাট উৎপাদকদের সহায়তার জন্য প্রতিবছর ভারত সরকার কাঁচা পাটের উপর এমএসপি ঘোষণা করছে। এর ফলস্বরূপ জেসিআই গুণগত মানে উন্নত উৎপাদিত এবং পরিমাণগত দিক থেকে অপরিসীম কাঁচা পাট সংগ্রহ করতে পারছে। জেসিআই কাঁচা পাট উৎপাদক বিভাগগুলিতে একটি মূল্য স্থিতিশীলতাকারী সংস্থা রূপে পরিষেবা প্রদান করছে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই 'আগ্রহ প্রকাশনার' দ্বারা জেসিআই-এর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা তালিকাভুক্তিকরণের মাধ্যমে, শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ইসলামপুর ডিপিসি-তে ওয়েব্রিজ কার্যক্ষমতার মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করতে পারবে। ইচ্ছুক সংস্থাগুলি যারা এই কর্পোরেশনের সঙ্গে ব্যবসা করতে সম্মত তারা যথাবিহিত ইওআই-এ তাদের সম্পূর্ণ বিবরণের দ্বারা আবেদন করতে পারবেন, আবেদনপত্রটি www.jutecorp.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

টেন্ডার জমা দেওয়ার সেষ তারিখ:- ২২.০৪.২০২৫-এ ১৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। আবেদনপত্রগুলি খোলার তারিখ :- ২২.০৪.২০২৫-এ ১৫.৩০ ঘটিকায়।

স্বাক্ষরিত
(এস কে বর্মন)
আঞ্চলিক কার্যাধিক্ষ আই/সি
শিলিগুড়ি অঞ্চল

cbc 41122/12/0051/2425

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও শহর সংলগ্ন একটি কাঠের মিলে একজন দক্ষ মিস্ত্রি ও সহকারী শ্রমিক প্রয়োজন। মিস্ত্রির বেতন : 24000টা., শ্রমিকের বেতন : 18000টা.। M: 8116172489. (C/114781)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Niharika Sarkar-এর জন্ম শংসাপত্র নং 4595 আমার নাম এবং কন্যার নাম ভুল থাকায় গত 25-3-25, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার- অ্যাফিডেভিট বলে আমি Pratima Roy Sarkar এবং Pratima Sarkar, কন্যা Niharika Sarkar এবং Nikita Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সুকান্ত সরণি, গান্ধিনগর, ওয়ার্ড নং 11, কোতোয়ালি, কোচবিহার. (C/114661)

•

গত 17-03-2025 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mazazad Hossain, পিতা - Soleman Ali থেকে Majejad Ali, পিতা - Choleman Miah হলাম। Majejad Ali, পিতা - Choleman Miah ও Mazazad Hossain, পিতা - Soleman Ali একই ব্যক্তি। টাপুরহাট, কোচবিহার।

অ্যাফিডেভিট

আমি Younush Mohammad পিতা মৃত Md. Kholilur Rahaman ঠিকানা - গিরান গছ,গাড়বা-রাজগঞ্জ- জলপাইগুড়ি। নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি কোর্ট, জলপাইগুড়ি-এর Affidavit দ্বারা (New name) Md. Younush নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. AK 589418 Dated 19.03. 2025 Younush Mohammad (Old Name) Md. Younush (New Name) একই ব্যক্তি। (C/115692)

•

আমি Tenzing Chokyi (Old Name) D/O. Late Topla P.S. Bhaktinagar Dist. Jalpaiguri, Salugara, Sevoke Road, Pin-734008 (W.B) নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্টে দার্জিলিং Dist.-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Tenzin Chokyi (New Name) নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট No. 79AB 999279 Dated 25/03/2025 Tenzing Chokyi (Old Name) ও Tenzin Chokyi (New Name) একই ব্যক্তি। (C/115695)

VACANCY

IQRA English School (CBSE) Samsi, Malda, W.B. Requires- Mother Teacher (Pre-Primary), PRT English (Primary). Send C.V or call on 7797537041/ 8101281416. Quit : Graduate with Montessori/D.El.E (M-115321)

কর্মখালি

FMCG ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন এবং ব্যাক অফিস মহিলা কর্মী ও Tata Ace গাড়ি চালানোর ড্রাইভার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M : 9641075640, 8945874911. (C/115696)

•

শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে ১টি দেশি গোরু দুধ ছ্যাঁকা ও মালির কাজ জানা ১ জন লোক চাই। M : 9002590042. (C/115275)

বিক্রয়

শিলিগুড়ি ভক্তিনগর NJP পাইপলাইনের পাশে 1 1/2 কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। M : 7679833688. (C/115691)

সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন উৎসব

সুধী, আপনি জেনে ভীষণ খুশি হবেন, আপনার প্রিয় বিদ্যালয় সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলটি বর্তমান বৎসরে গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস বয়ে নিয়ে পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করছে। এই ইতিহাসকে সম্মানিত করতে আমরা বর্তমান বছরটিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল করে রাখতে চাইছি। বর্ষব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আপনার সার্বিক পরামর্শ ও অংশগ্রহণে বর্ষটি আরও আনন্দমুখর ও সুন্দর হয়ে উঠুক। প্রয়োজনে যোগাযোগ : 9832487419, 9735026100,9474414784, 9733382795. (C/114415)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
Notice Inviting Quotation
No. 27/DE/SMP of 2024-25

Sealed quotations are invited from reputed and bonafied agencies for Annual Maintenance Contract (AMC) of the CCTV Cameras installed in the Siliguri Mahakuma Parishad office premises. Start date of submission of bid-26.03.2025. Last date of submission of bid-08.4.2025. All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely-**www.smp.org.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নীচে উল্লিখিত সেকশনে অবস্থিত রেলওয়ে লাইন এবং প্রাঙ্গণের সকল ব্যবহারকারীদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ২৫০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ, এসি ওভারহেড ট্র্যাকশন তারগুলি সেকশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে বা তারপরে বিদ্যুতায়ন করা হবে। সেই তারিখে এবং তারপর থেকে, ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনটি সর্বদা সক্রিয় হিসাবে গণ্য করা হবে এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছাকাছি আসতে বা কাজ করতে পারবেন না।

সেকশন	থেকে		অবধি		চার্জ করার তারিখ
	চেইনেজ	এলওসি. নং.	চেইনেজ	এলওসি. নং.	
সেকশন : বাথনাহা (ব্যতীত)-ভারতীয় কাস্টম ইয়ার্ড-ভারত - নেপাল সীমান্তের কাছে (সহ)	কিমি ০১/৭০১.৮০	০১/২২	কিমি ০৫/১২০.৮০	০৫/০৩	৩০-০৩-২০২৫

ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জল জমা হওয়া ট্র্যাক খণ্ডে এমএসডিএসির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. আরএন-এসটি- ২৬-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২১-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-২৬-২০২৪-২৫ । কাজের নামঃ রঙিয়া মণ্ডলের নিউ বঙ্গাইগাওঁ য়ার্ডের জল জমা হওয়া ট্র্যাক খণ্ডে এমএসডিএসির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৮,৭৮,৪০৯.৩৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৯,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই/রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ক্যাশলেস/অনলাইন পেমেন্ট ফেসিলিটি সহ স্মার্ট এনার্জি মিটারিং সিস্টেমের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/০৫_২০২৫/কে/১৩৮৬, তারিখঃ ১৮-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ০৫_২০২৫, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশন (ফেজ IV)-এ ক্যাশলেস পেমেন্ট/অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা সহ স্মার্ট এনার্জি মিটারিংয়ের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৩৩,০৫,০৭৪ টাকা; বায়না ধনঃ ৩,৬৬,৬০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রাস্তা ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা

এসি ২৫ কেভি ট্র্যাকশনের সূচনা

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **সেকশনে : বাথনাহা (ব্যতীত)-ভারতীয় কাস্টম ইয়ার্ড - ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে (সহ)** ২৫ কেভি এসি বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন চালু করার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত উচ্চতার লোড যাতে সক্রিয় ট্র্যাকশন তারের (কন্টাক্ট ওয়্যার) সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক সান্নিধ্যে না আসে, তার জন্য রাস্তার স্তর থেকে **সর্বোচ্চ ৪.৭৮ মিটার উচ্চতা** সহ সমস্ত লেভেল ক্রসিংয়ে হাইট গেজ স্থাপন করা হয়েছে, যা লেভেল ক্রসিংগুলিতে রেল স্তর থেকে কমপক্ষে ৫.৫ মিটার উচ্চতায় থাকবে। জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে যানবাহন লোড করার সময় উপরে উল্লিখিত উচ্চতা মনে রাখতে এবং রাস্তার যানবাহনে বহন করা মালগুলি যেন কোনও অবস্থাতেই হাইট গেজ লঙ্ঘন না করে তা নিশ্চিত করতে।

অতিরিক্ত উচ্চতার মাল বহন করার বিপদগুলি নিম্নরূপ:

(I) হাইট গেজের বিপদ এবং এর ফলে রাস্তার পাশাপাশি রেললাইনেও বাধা।

(II) বহন করা উপকরণ বা সরঞ্জাম বা যানবাহনের জন্য বিপদ।

(III) কন্ডাক্টরের সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক সান্নিধ্যের কারণে আগুনের এবং জীবনের ঝুঁকি।

ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ইলেকট্রিফিকেশন কাজ ও সিগন্যালিং কাজের জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/মার্চ/ ০১, তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/বি-এই চ/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর বালুরঘাট-হিলি নতুন বিজি রেলওয়ে লাইনের সঙ্গে যুক্ত বালুরঘাট ও কামারগ্রা সেকশনের নতুন সিঙ্গল ব্রড গেজ লাইন (দৈর্ঘ্য ঃ ১৩.৭৮৭ কিমি)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, ইলেকট্রিফিকেশন কাজ ও সিগন্যালিং কাজের জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান। আনুমানিক মূল্যঃ ৩,৬৪,৩৮,৮২৩.৯২ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তায় জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। **বৃষ :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মিথুন :** সংগীত এবং অভিনয়ের শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারে। চাকরিতে পদোন্নতির খবর। **কর্কট :** ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। **সিংহ :** মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। **তুলা :** যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। কোনও সৎ মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। ছেলের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে তর্কাতর্কি। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু :** ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **মকর :** নতুন কোনও কাজে যোগ দিতে হতে পারে। পেটের রোগে ভোগান্তি। **কুম্ভ :** আপনার সরল স্বভাবের কেউ সুযোগ নিতে পারে। নতুন জমি, বাড়ি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। **মীন :** বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কোনও কাজ নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ চৈত্র ১৪৩১, ৫ চৈত্র, ২৬ মার্চ, ২০২৫, ১২ চ'ত, সংবৎ ১২ চৈত্র বদি, ২৫ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪৬। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ১০।৩৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৭। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ১১।১০ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১১। ৪৭ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে রাত্রি ১০।৩৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।৪২ গতে ১০।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪২ গতে ৪।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৪ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৫৭ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।৩৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ১১। ৪৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১।১৪ গতে নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪০ মধ্যে।

সারের কালোবাজারির নিয়ে বিক্ষোভ

বেলাকোবা, ২৫ মার্চ : 'ভেজাল' রাসায়নিক সারের কালোবাজারির অভিযোগে মঙ্গলবার বেলাকোবার শিকারপুরের কৃষক বাজারে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। ওই বাজারে ঢোকার মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দুপুর দেড়টা থেকে বিজেপির রাজগঞ্জ উত্তর মণ্ডলের সভাপতি অর্জুন মণ্ডলের নেতৃত্বে এক ঘণ্টা ধরে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান।

এ ব্যাপারে অর্জুন বলেন, 'কৃষকদের মূল জীবিকাই কৃষি। সে কাজে সারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে। কৃষকদের প্রতারণা করে ভাতে মারার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা চাই, কালোবাজারিতে যুক্ত সার ডিলারদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কৃষি দপ্তর ভেজাল সারের যে নমুনা সংগ্রহ করেছে তা সঠিকভাবে পরীক্ষা করে দ্রুত রিপোর্ট প্রকাশ করা সহ ভেজাল সারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।'

বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : সদর মহকুমা স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মঙ্গলবার সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী পর্যালোচনা বৈঠক করলেন। মূলত ব্লক এবং পুরসভা এলাকাগুলির সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কোনওরকম সমস্যা রয়েছে কি না সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বর্ষা এলেই এলাকায় সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেইসব রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রতিটি ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাপে কাটার পরে প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্ত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সঠিক পরিকাঠামো রয়েছে কি না সেই বিষয়ে মহকুমা শাসক এদিন খোঁজখবর নিয়েছেন। সেই সঙ্গে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে কি না তিনি জানতে চান। মহকুমা শাসক বলেন, 'দুটি পুরসভা এবং তিনটি ব্লক নিয়ে এদিন রিভিউ মিটিং করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মান যাতে আরও ভালো হয়, সেই বিষয়েই নানা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

প্রচারে কলতান

ওদলাবাড়ি, ২৫ মার্চ : ২৮ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযান করবে ডিওয়াইএফআই। এখন তার প্রচার চলছে। মঙ্গলবার সংগঠনের ওদলাবাড়ি ইউনিট কমিটি ওদলাবাড়ি বাজারে একটি পথসভা করে। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের মুখপত্র 'যুব শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক কলতান দাশগুপ্ত।

এদিন তিনি উত্তরকন্যাকে 'ভূতের বাসা' বলে সম্বোধন করে বলেন, '২০১১-তে পালাবদলের পর উত্তরবঙ্গবাসীকে উত্তরকন্যা নিয়ে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা আজ ধূলিসাৎ হয়েছে। এখানে কোনও প্রশাসনিক কাজ হয় না। রাজ্য সরকারের এদিকে নয়, কাটমানির দিকে নজর। উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ধুঁকছে। অবাধে বালি-পাথর পাচার চলছে। এই সরকার যোগ্যদের চাকরি কেড়েছে। বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে আন্দোলনের নাটক হচ্ছে।' এর প্রতিবাদে আগামী ২৮ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযানে অংশ নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এদিনের পথসভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভায়ু পাল, পলাশ ইসলাম প্রমুখ।

গরম পড়ার আগেই ভোগান্তি বাড়ছে ব্লকজুড়ে

পানীয় জলের আকাল

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ২৫ মার্চ : গরমের মরশুম আসন্ন। তার আগে মেটেলি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা পানীয় জলের সংকটে জেরবার। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ হলেও এখনও সব জায়গায় ট্যাপকলের জল পৌঁছায় না বলে অভিযোগ। এছাড়া বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের লাইনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সব মিলিয়ে তাই জলের সমস্যায় মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগান ও গ্রাম্য এলাকার মানুষের মধ্যে তুমুল ক্ষোভ রয়েছে। ব্লকের ইনগু চা বাগান, কিলকোট, মঙ্গলবাড়ি টিক লাইন, লামাপাড়া, ছাওয়াফেলি ডিপু লাইন, খরিয়ার বন্দর, বিধাননগরের মাকড়াপাড়া, দক্ষিণ ও উত্তর ধূপঝোরার বেশ কিছু এলাকায় তীব্র জলসংকট রয়েছে। মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ অবশ্য বলেন, 'বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে মেটেলি ব্লকের জলসমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।'

বাসিন্দারা অবশ্য প্রশাসনিক আশ্বাসে সেভাবে ভরসা করতে পারছেন না। কিলকোট চা বাগানের এক শ্রমিক নেতা প্রকাশ নায়েক বলেন, 'পিএইচই-র দুটি জলপ্রকল্প চালু হলেও কিলকোট চা বাগানের ৮, ৯ এবং ১১ নম্বর লাইন, প্রজা লাইন, বাসা লাইন এলাকায় ঠিকমতো জল পৌঁছায় না। ফলে জনগণের সমস্যা এখানে প্রকট। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।' বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাকড়াপাড়া এলাকার মইরণ বেওয়া নামে এক মহিলার কথায়, 'আমাদের এলাকায় জলের জন্য এখনও কোনও পাইপ বসেনি। সারাদিনের নানা কাজের জন্য পাশের কূর্তি নদীই ভরসা।' দক্ষিণ ধূপঝোরা হলদিয়াপাড়া এলাকার ঝর্ণা বেগমেরও একই সমস্যা। তাঁর বাড়িতে ট্যাপকল নেই। এমনকি রাস্তার পাশের কলগুলিতেও গত ২০ দিন ধরে জল না আসায় তাঁকে বর্তমানে জল কিনে খেতে হচ্ছে। মঙ্গলবাড়ি লামাপাড়ার মিনা লামার মতো অনেকে আবার শুখা মরশুমে ট্যাংকারে করে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের মেটেলির ব্লক সভানেত্রী তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্যা স্নোমিতা কালান্দি বলেন, 'ব্লকের বিভিন্ন চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। এছাড়া জেলা পরিষদের তরফে সমস্যা মেটাতে বিভিন্ন এলাকায় ওয়াটার এটিএম বসানোর প্রস্তাবও করা হয়েছে। সমস্যা মেটাতে পিএইচই'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।' গরমের মরশুমে কোথাও পানীয় জলের অভাব দেখা দিলে দ্রুত যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই বিষয়েও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান বললেন, 'পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এমন বহু এলাকা আমি পরিদর্শন করেছি। পিএইচই সমস্যা মেটাতে কাজ করছে। প্রশাসনিক স্তর থেকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

ভাটিয়াপাড়ায় প্রায় ২০ দিন ট্যাপকলে জল না আসায় সমস্যায় বাসিন্দারা।

তৃষ্ণার্ত মেটেলি

- দক্ষিণ ধূপঝোরা হলদিয়াপাড়া এলাকার রাস্তার পাশের কলগুলিতেও গত ২০ দিন ধরে জল আসছে না
- অনেকেই বর্তমানে জল কিনে পান করছেন
- মাকড়াপাড়ায় পাইপ বসেনি, তাই সারাদিনের নানা কাজে কূর্তি নদীই ভরসা
- কিলকোট চা বাগানের ৮, ৯ এবং ১১ নম্বর লাইন, প্রজা লাইন, বাসা লাইনে ঠিকঠাক জল পৌঁছায় না

শববাহী টোটো মেরামতের দাবি

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৫ মার্চ : রাজগঞ্জ ব্লকে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে একটি শববাহী টোটো। প্রায় দু'বছর ধরে সেটি বিকল হয়ে গোডাউনে পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় কোনও শববাহী গাড়ি না থাকায় এলাকার মানুষ শব বহনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দিয়েছে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

উপপ্রধান রজনীকান্ত রায় বলেন, 'এলাকার মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি পরিষেবা পান তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' একই সুর শিকারপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণচন্দ্র বসাকের গলায়।

২০২০ সালে রাজগঞ্জ সার্কেলের তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে ওই শববাহী টোটোটি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এতে উপকৃত হয়েছিলেন বেলাকোবা, পানিকৌরি, শিকারপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা। রাতবিরেতে, ঝড়-বৃষ্টিতে পরিষেবা পেতেন তাঁরা। কিন্তু দু'বছর ধরে ওই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসীরা।

স্টেশন কলোনি বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দত্ত অভিযোগ করে বললেন, 'শববাহী গাড়িটি প্রায় দু'বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সেটি ঠিক করে দ্রুত পরিষেবা চালু করা উচিত।' একই দাবি কালোয়ারবাড়ির বাসিন্দা সুজিত রায়ের।

শববাহী গাড়িটির প্রথম চালক ছিলেন বুড়া চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে টোটোর ব্যাটারিগুলি খারাপ হয়ে গিয়েছে। নতুন ব্যাটারির জন্য ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। আরও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।' এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য নিমাই পালের বক্তব্য, 'মৃতদেহ সৎকারের কাজে নিয়ে যাওয়ার সুবিধার কথা ভেবে সমিতির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক সহযোগিতায় এক লক্ষ ৫২ হাজার টাকায় শববাহী টোটোটি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, তাঁরা দ্রুত ব্যাটারিগুলির ব্যবস্থা করে পরিষেবা চালু করুক।' এখন দেখার এলাকার মানুষ ফের কবে ওই পরিষেবা পান।

খাবারের মান নিয়ে সচেতনতা

বানারহাট, ২৫ মার্চ : খাবারের দোকান চালানোর বিভিন্ন নিয়ম ও সরকারি নির্দেশিকার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বানারহাটে সচেতন করা হল। জিমধুরা ইনোভেশন নামে এক সংগঠনের উদ্যোগে এবং বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় তাদেরই নিজস্ব ভবনে মঙ্গলবার দুপুরে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের সদস্যরা এদিন বানারহাটের বিভিন্ন খাবার দোকানের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খাবারের মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা করেন। নির্দেশিকা না মানার ফলস্বরূপ তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কেও ব্যবসায়ীদের জানানো হয়। পাশাপাশি এদিন ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি লটারি খেলারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে খেলায় জয়ীদের পুরস্কৃতও করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভাগের দাবি

বেলাকোবা, ২৫ মার্চ : মান্তাদারি অঞ্চলের দুই নম্বর টাকিমারি চরে মঙ্গলবার বঙ্গভূমি স্বাধীনতা দিবস পালিত করল বঙ্গসেনা। নাগাল্যান্ড, অসম, দক্ষিণবঙ্গ থেকে আগত ৬০০ জন এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। বঙ্গসেনার মুখপাত্র বিমল মাঝির কথায়, 'নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ভেঙে যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও পটুয়াখালি- এই ছ'টি জেলা নিয়ে হিন্দুদের জন্য পৃথক স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠন করার ডাক দেওয়া হয়েছে।'

বানারহাটে জাতীয় সড়কের ধারে জমি দখল করে গড়ে উঠছে অবৈধ নির্মাণ।

অবৈধ নির্মাণের তদন্তে আধিকারিকরা

বানারহাট, ২৫ মার্চ : বানারহাট এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই পাশে একাধিক পাকাবাড়ি, দোকান, শোরুম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের বাগানের জমি দখল করে অধিকাংশ নির্মাণ গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে তারা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার এলাকা পরিদর্শনে আসেন বানারহাটের দায়িত্বে থাকা ধূপগুড়ি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল বানারহাট থানার পুলিশ ও গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ।

এদিন আধিকারিকরা বানারহাট এলআরপি মোড় থেকে নাগরাকাটাগামী জাতীয় সড়কের ধারে গজিয়ে ওঠা বাড়ি ও দোকানপাট পরিদর্শন করেন। সেসবের তথ্য নথিভুক্ত করেন। চা বাগান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বাগানের সামনে দিয়ে জল যাওয়ার নর্দমা মাটি ফেলে ভরে তার ওপর কংক্রিটের বাড়ি ও দোকান তৈরি করা হচ্ছে। তার ফলে বর্ষাকালে জলনিকাশি নিয়ে সমস্যা হবে। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জল জমে যাবে। সেইসঙ্গে দখল করা জমিতে কী করে স্থানীয় প্রশাসন ট্রেড লাইসেন্স দিল, বিদ্যুৎ দপ্তর কী করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিল, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

এই নিয়ে বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবিকা বিশ্বকর্মার মন্তব্য, 'আগে কীভাবে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হত, তা আমার জানা নেই। তবে বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার সময় যাতে সব নথি খতিয়ে দেখা হয়, সেদিকে নজর দেব।'

বানারহাট ব্লক ঘোষণার পর থেকে এখানকার জমি মাফিয়ারা রমরমিয়ে জমি দখলের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, রাতারাতি খুঁটি গেড়ে দখল হয়ে যাচ্ছে জমি। সেই জমি কিনে বড় দোকান, হোটেল, শোরুম, বাড়ি তৈরি করছেন অনেকে। এদিন পরিদর্শনে আসা সরকারি আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় দে বলেন, 'আমরা অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন করেছি। এরপর রিপোর্ট বানিয়ে জমা দেব।'

চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তির ১১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : তিস্তার করাল গ্রাসে বিপন্ন রাজগঞ্জের চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তির ১১৫টি পরিবারকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাল জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা প্রশাসন। দুই গ্রামের প্রায় ৪০০ জন মানুষকে রাজগঞ্জ ব্লকের সৎপাল আশ্রমের কাছে ফাঁকা জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। আগে ফাঁকা খাসজমিতে বসানো হবে। তারপর জমির পাট্টা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সদর মহকুমার জমি সংক্রান্ত রিভিউ বৈঠক শেষে এই খবর দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিস্তার গ্রাস থেকে চমকডাঙ্গিকে বাঁচাতে টোপোগ্রাফিক এবং তিস্তার হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষা করেছে সেচ দপ্তর।

রাজগঞ্জ ব্লকের লালটংবস্তির পাশাপাশি চমকডাঙ্গিবস্তির অবস্থা বিপজ্জনক। তিস্তা লালটংবস্তিতে যত না নদীভাঙন ও ভূমিক্ষয়ে ক্ষতি করেছে। তার চেয়েও বেশি চমকডাঙ্গি গ্রামের অবস্থা খারাপ। চমকডাঙ্গিতে তিস্তা ক্রমশ আবাদি, বসতি জমি ছাড়াও বনভূমিও গ্রাস করেছে। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ দপ্তরের খুঁটিও

উপড়ে ফেলেছে তিস্তা। নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা অস্থায়ীভাবে বাড়িঘর সরিয়ে নিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা প্রশাসন ও রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তির তিস্তার গ্রাস থেকে ভিটেমাটি বা আবাদি জমি রক্ষা কষ্টকর। তাই সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফে বছর খানেক আগে গ্রামবাসীকে অন্যত্র পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তিতে তিস্তার করাল গ্রাস ও বালিস্তূপ জমা বড় আকার নিতে শুরু করেছিল সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর থেকে। তিস্তা লালটং ও চমকডাঙ্গিতে ঢোকার আগে গতিপথ বদলে ডানদিকে সরে আসাতেই এই বিপত্তির শুরু। প্রশাসন ও সেচ দপ্তর এই দুই গ্রামের বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। তাই আসন্ন বর্ষার আগে তৎপরতা শুরু করেছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'লালটংবস্তিতে তিস্তার বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডিপিআর ৩ কোটি টাকায় বানানো হয়েছে। চমকডাঙ্গির ওপর টোপোগ্রাফিক ও হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষা করা হয়েছে। তারপর বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডিপিআর তৈরি করা হবে।'

সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জানান, আসন্ন বর্ষার আগে চমকডাঙ্গির ৮৫টি ঘর এবং লালটংবস্তির ৩০ ঘরকে সৎপাল আশ্রমের কাছে সরকারি ফাঁকা জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। ঘরবাড়ি স্থানান্তরের পর পাট্টা দেওয়া হবে। এদিনের বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজে জমি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। বৈঠকে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক সহ ময়নাগুড়ি, সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিএলএলআরও উপস্থিত ছিলেন।

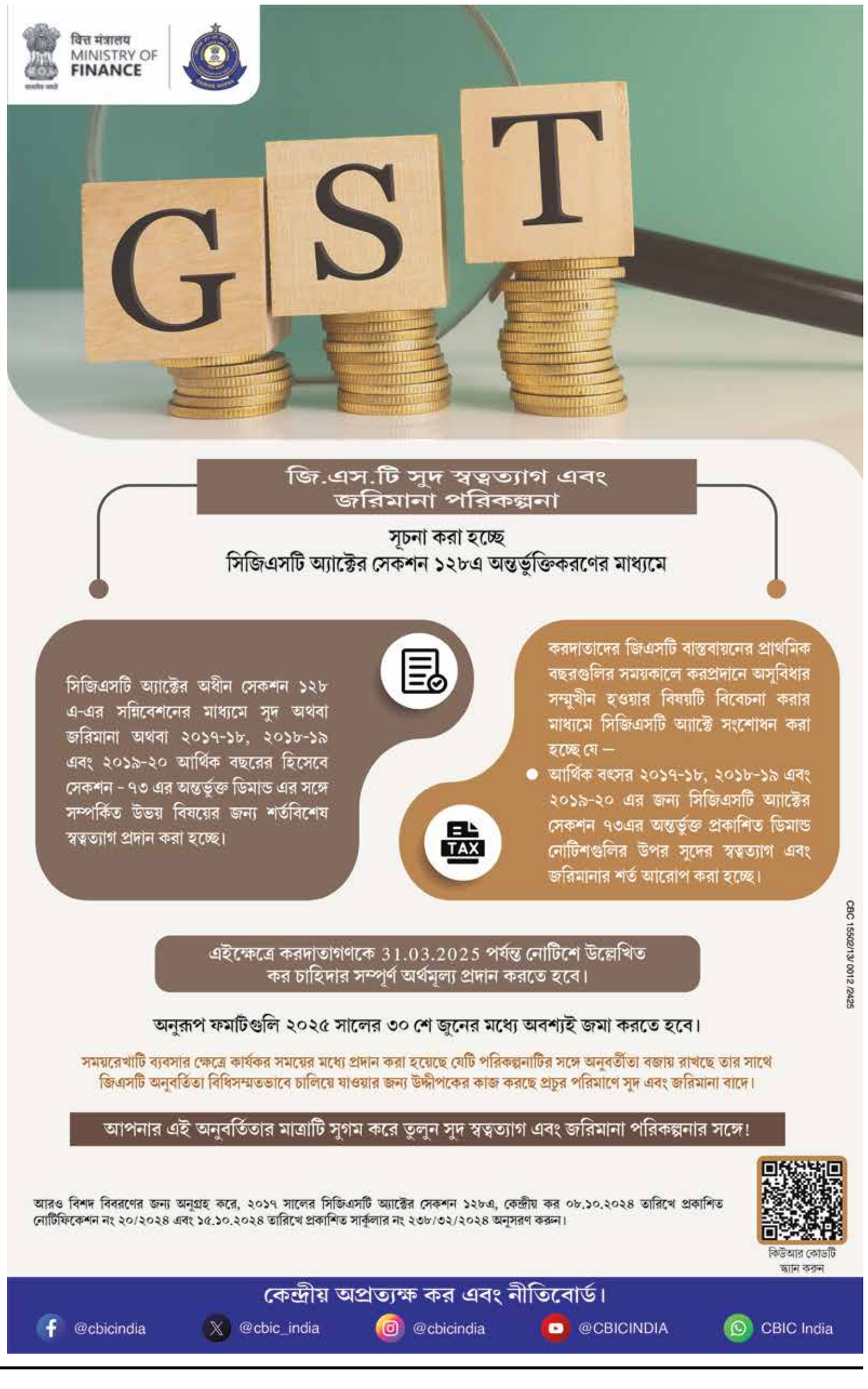

ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

চালসা, ২৫ মার্চ : বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ফের বন্দি হল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। মেটেলি ব্লকের চালসা পিডব্লিউডি এলাকায় মঙ্গলবার ভোরে চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে খাঁচা সহ চিতাবাঘ উদ্ধার করে নিয়ে যান। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'চিতাবাঘটিকে লাটাগুড়ি প্রকৃতিবীক্ষণকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় ফের খাঁচা বসানো হবে।'

জখম মহিলা

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : পারিবারিক বিবাদকে ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের মোহন্তপাড়ায়। গণ্ডগোলের জেরে জখম হন এক মহিলা। তাঁর কপালে দুটি সেলাই পড়ে।

জখম ওই মহিলার অভিযোগ, সোমবার রাতে অভিযুক্ত তরুণ তাঁর বাড়ির সামনে অশ্লীল গালিগালাজ করছিল। মঙ্গলবার সকালে তাঁর স্বামী অভিযুক্তের বাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে গেলে তাঁকে মারধর করা হয়। বাধা দিতে গেলে তাঁর পরনের কাপড় ছিঁড়ে দেয় এবং ভাঙা ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে অভিযুক্তরা। যদিও ওই তরুণ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি পালটা বলেন, তাঁর স্ত্রীকে ওই মহিলা মারধর করেন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে।'

যাবজ্জীবন

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করেছিল ধূপগুড়ির গাদং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতভেণ্ডি এলাকার গোবিন্দ সরকার। জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত দায়রা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক সাথি মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। ২০১৬ সালের জুন মাসে একদিন স্ত্রী জ্যোৎস্না সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় ঝগড়া চলাকালীন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে গোবিন্দ কোপ মেরেছিল। শাশুড়িকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে পুত্রবধূ ঝুমা সরকারও রেহাই পাননি। এই মামলার অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী প্রতীকলাল ঝা চক্রবর্তী বলেন, 'মামলায় পুত্রবধূ সহ ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে।'

আগুন

রাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ : ফের আগুন লাগল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। মঙ্গলবার বিকেলে মান্তাদাড়ি গেটবাজার সংলগ্ন তিস্তা ক্যানালের পাশে জঙ্গলের একটি অংশ থেকে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা রেঞ্জ ও গজলডোবার ফাঁড়ির পুলিশকে। তাঁদের ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়।

পড়া বাদ, আলুখেতে শ্রমিক কৈশোর

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : সকালে ওঠো-পিকআপ ভ্যানে বাদুড়ঝোলা হয়ে আলুখেতে পৌঁছাও, মা-কাকিমার সঙ্গে আলু তোলো, সন্ধ্যায় ২০০ টাকা হাতে বাড়ি ফেরো। গত মাসখানেক ধরে এটাই রোজকার রুটিন চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার নাবালক-নাবালিকাদের। শিশুশ্রম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধূপগুড়ির আলুখেতে চলে কাজ।

পেটের ভাত জোটাতেই যে রোজকার এই কাজে যাওয়া, মেনে নিল বানারহাট আদর্শ বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্র। দেবপাড়া বাগানের ওই নাবালকের কথায়, 'বাবা অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছেন। আমি মায়ের সঙ্গে আলু তুলতে আসি। সকাল সাতটায় গাড়ি চড়ে আসি। খাবার দুপুরে খেয়ে আবার কাজ করি। রাতে বাড়ি ফিরি। দুশো টাকা হাজিরা পাই।'

ঠাসাঠাসি করে ধূপগুড়ির পথে চা শ্রমিকরা।

আলু তোলার ভরা মরশুমে গ্রামগঞ্জে পর্যাপ্ত খেতমজুরের মারাত্মক আকাল। তার ওপর এখন চলছে রমজান মাস। মুসলমান শ্রমিকদের একাংশ তাই রোদে আলুখেতের পরিশ্রমের কাজ থেকে দূরে থাকছেন। এইসময় কাজ করতে ভরসা সুরেন্দ্রনগর, কাঁঠালগুড়ির পাশাপাশি দেবপাড়া, রেডব্যাংক, সাইলি বাগানের বিভিন্ন বয়সের সস্তার মজুররা।

এই খেতমজুর জোগানের কাজে নেমেছে দালালরা। এজন্য মাথাপিছু ভালো কমিশনও কাটছে তারা। চা শ্রমিকরা খেতে কাজ করলেও মজুরি হাতে পায় দালালরাই। নিজেদের অংশ কেটে ফেরার পথে মজুরি বুঝিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকদের। দৈনিক মাথাপিছু ৫০ টাকা বা তারও বেশি রোজগার করে দালালরা।

মহিলারা মূলত আলু তোলার কাজ করেন। জমির কেল ফাটানো থেকে বস্তায় ভরা, সেলাই, গাড়িতে লোড করার মতো বেশি পরিশ্রমের কাজ করেন পুরুষরাই। এজন্য স্থানীয় পুরুষরা ৩৫০-৫০০ টাকা এবং মহিলারা ২৫০-৩৫০ টাকা দৈনিক হাজিরা পান। চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পুরুষ হোক বা মহিলা, হাজিরা মেলে ২৫০ টাকা। স্কুল পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে সেটা ২০০ টাকা। তাহলে পড়াশোনা? নিউ ডুয়ার্স জুনিয়ার হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর কথায়, 'কয়েকদিন কাজ করে আবার স্কুলে যাব।'

ভরা দিনের আলোয় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে আসা এবং সামান্য মজুরিতে তাদের খাটানো হচ্ছে। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, '১৪ বছরের বেশি বয়সের নাবালক পারিবারিক কাজ করতেই পারে, কিন্তু স্কুলের সময়ে নয়। তাছাড়া শিশুদের এভাবে বাইরে অন্য কাজে যুক্ত করাটা আইনবিরুদ্ধ।'

ইংরেজদের পাল্লায় পড়ে একসময় ছোটনাগপুর মালভূমির বাসিন্দাদের ঠাঁই হয়েছিল তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানে। তাঁদের উত্তরসূরিরা আজ একশ্রেণির দালালের পাল্লায় পড়ে আজ আলুখেতে খেতমজুর।

সহায়।। শিলিগুড়িতে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন ইসলামপুরের অমিত আচার্য।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দুই ব্লকের অর্ধেক পঞ্চায়েতে চালু হয়নি প্রক্রিয়াকরণ

নদীতে, রাস্তায় আবর্জনা

পরিষেবা শিকেয়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা ও মেটেলি, ২৫ মার্চ : দুই যমজ ব্লক নাগরাকাটা এবং মেটেলি মিলে রয়েছে দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত। তার মধ্যে অর্ধেকেই এখনও চালু হয়নি কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প। ফলে এলাকাগুলির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কীভাবে চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কোথাও নদীতে, কোথাও রাস্তার ধারে, বাজারের মধ্যে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। দুই ব্লকেরই প্রশাসনিক কর্তারা অবশ্য দ্রুত বাকি থাকা পঞ্চায়েতগুলিতে প্রকল্প চালুর আশ্বাস দিয়েছেন।

মেটেলি ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ইনডং-মাটিয়ালি এবং মাটিয়ালি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম) প্রকল্প চালু আছে। মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্পের জন্য তৈরি ঘর চালুর অপেক্ষায়। অন্যদিকে, বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্পের জন্য ঘর তৈরি হলেও রাস্তার সমস্যার জন্য সেটি চালু হয়নি। মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান ব্লকের সব গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্পের কাজ চলছে বলে জানালেন।

ইনডং-মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পটি চালু রয়েছে আইভিল মোড়ে। তারপরও মেটেলি বাজারের বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান শিবশংকর দাস এলাকাবাসীর অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বাজারের বাড়িগুলোতে আবর্জনা ফেলার জন্য বালতি দেওয়া হয়েছে। বাজারে ডাস্টবিন বসানো হলেও বাসিন্দারা নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলছেন না। মানুষ সচেতন না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হবে না।' চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকারও একই কথা বলেন। অবিলম্বে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে এসডব্লিউএম প্রকল্প গড়ে তোলার দাবি জানালেন তিনি।

তুলনায় পাশের নাগরাকাটা ব্লকের পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। সেখানে পাঁচটি পঞ্চায়েতের মধ্যে চারটিতে প্রকল্প চালু আছে, বাদ শুধু চম্পাগুড়ি। সবার আগে চালু হয় সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। গাঠিয়া নদীর পাড়ে অবস্থিত ওই প্রকল্পটিতে সম্প্রতি প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টও চালু করা হয়েছে। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের কথায়, 'সুলকাপাড়ার প্রকল্পটি যে খুবই সফল, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। প্লাস্টিকজাত বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা চালু হয়ে যাওয়ায় আরও সুবিধা হল।'

অন্যদিকে, লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকল্পটি চলছে চ্যাংমারি চা বাগানের মানা লাইনে। আপাতত ছয়টি সংসদের বর্জ্য সেখানে সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির দায়িত্বে রয়েছে ১১ জন মহিলার একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তিনটি ই-কার্টে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনালি বিশ্বাস বলেন, 'ইতিমধ্যে ৫০ কিলোগ্রাম জৈব সার তৈরি হয়েছে। প্লাস্টিকজাত বর্জ্য সুলকাপাড়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চলছে দু'বছর ধরে। ধূমপাড়ায় চালু করা ওই প্রকল্পেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। ১৪টি গ্রাম সংসদের সবক'টিকে এখনও প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মনসুর আলি বলেন, 'জেলা পরিষদের কাছে আরেকটি ই-কার্ট দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে।'

ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে গতি নেই বলে অভিযোগ। আপার কলাবাড়ির একটি বুথকে নিয়েই প্রকল্পটি চলছে। তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল কমিটির সভাপতি পৃথীরাজ ছেত্রী বলেন, 'এখনও এখানকার মানুষের মধ্যে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রকল্পটির সুবিধা যাতে অন্য সংসদগুলিতেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেইমতো পরিকল্পনা করা উচিত।' চম্পাগুড়িতেও এসডব্লিউএম প্রকল্প গড়ে তোলা হবে, জানালেন প্রশাসনের কর্তারা।

অপেক্ষা

- মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ ও ২ পঞ্চায়েতে প্রকল্পের ঘর চালুর অপেক্ষায়
- বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তার সমস্যার জন্য প্রকল্প চালু হচ্ছে না
- নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে গতি নেই
- চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়েই ওঠেনি এসডব্লিউএম প্রকল্প

চালু হওয়ার অপেক্ষায় ইনডং-মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প।

কুপ্রস্তাব, ধৃত প্রৌঢ়

রাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ : প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে দুই নাবালিকাকে খাবার এবং টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল। রাজগঞ্জ ব্লক এলাকার একটি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, ১১ এবং ১৩ বছর বয়সি দুই নাবালিকাকে খাবার ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ওই প্রৌঢ় রাস্তা থেকে একটি ঘরে নিয়ে যায়। নাবালিকারা সেখান থেকে পালাতে চাইলে অভিযুক্ত তাদের আটকে ধাক্কাধাক্কি করে। পরে নাবালিকারা চিৎকার করে বাইরে এলে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা পরে রাজগঞ্জ থানায় যান। দুই নাবালিকার বাবা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আহত ১

রাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ : কৃষিফার্মের গেট খোলাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা। ফের পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। এতে আহত হয়েছেন দুজন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার রাতে বলাইগছের বাসিন্দা ইলিয়াস আলি একটি কৃষিফার্মের ভেতর দিয়ে যেতে চাইলে মজিবর মহম্মদ গেট খুলতে অস্বীকার করেন। তখন ইলিয়াস গেটের তালা ভেঙে বেরিয়ে যান। ইলিয়াসের বাবা শুকুরু মহম্মদ ছেলের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। মঙ্গলবার মজিবর তার ছেলে মোস্তফা ও আরও কয়েকজন শুকুরুর দোকানে চড়াও হয়ে ইলিয়াসকে মারধর করেন। শুকুরু ছুটে এলে তাকেও মারধর করা হয়।

দুর্ঘটনা

রাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ৩১ ডি জাতীয় সড়কের সারিয়াম মোড়ে দুটি লরির মধ্যে সংঘর্ষ হল। দুর্ঘটনায় একটি লরির চালক আহত হয়েছেন। আহত ওই চালকের নাম রতন রায়।

বেসরকারি স্কুলে বিক্রি সরকারি বই

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ ২৫ মার্চ : সিবিএসই বোর্ডের বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে বিক্রি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে প্রাপ্ত বাংলা বই। এমনই অভিযোগ পাওয়া গেল রাজগঞ্জের বেসরকারি স্কুলে। দেখা গেল ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে বাংলা বিষয়ের জন্য বই সাহিত্য সঞ্চয়ন বাংলা প্রথম ভাষা বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে ৯০ টাকা মূল্যে। বইয়ের পিছনে লেখা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে কেবলমাত্র সরকারি, সরকারপোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন তাহলে কীভাবে সরকারি টাকায় মুদ্রিত বই বেসরকারি স্কুলে গেল? কেমন করে কোথা থেকে ওই বই তারা পেল?

ওই বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষের বক্তব্য, 'বই সরবরাহের জন্য বই বিক্রেতাদের কাছে আমরা বইয়ের তালিকা তুলে দিয়েছিলাম। তারা কীভাবে কোথা থেকে বইগুলো পেয়েছে এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে বই বিক্রেতাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বই ফেরত নিয়ে আমরা মূল্য ফেরত দিয়ে দেব অভিভাবকদের।'

এই প্রসঙ্গে বই বিক্রেতা সংস্থা কথা ও কাহিনীর পক্ষে দেবাশিস দাস বলেন, 'রাজগঞ্জের শুধু ওই স্কুল নয় অনেক এরকম স্কুল আছে যারা সরকারি বাংলা বই পছন্দ করে। খোলাবাজারে সরকারি বাংলা বই বিক্রি হচ্ছে। আমরা খোলাবাজার থেকে বই কিনে বই সরবরাহ করেছি। সরকারি নিয়ম মেনে বইয়ের জন্য আবেদন করে বই পেতে গেলে সময় লাগে। অন্যদিকে, স্কুলগুলি তাড়াতাড়ি বই সরবরাহ করতে বলে। তাই খোলাবাজার থেকেই কিনে নেওয়া হয়।'

এই ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের অধীনে ইংরেজিমাধ্যমের বেসরকারি স্কুলগুলি আবেদন করলে বই পেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের আবেদন করতে হয় এবং আমরা এখান থেকে অনুমোদন দিয়ে পাঠালে সামান্য কিছু মূল্যে তারা ওই বইগুলি পাবে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত এই ট্যাগ থাকার কথা নয়।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, কোনও বুক সেলারের মাধ্যমে নয়, স্কুলকেই আবেদন করতে হবে এবং ডিআই অনুমোদন দিলে তবেই বই পাবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'সিবিএসই বোর্ডের অধীনে যেসব স্কুল আছে তারা সরকারি বই পাবে কি না সেটা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই। এই ব্যাপারে কেউ লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত করে দেখা হবে।'

এই সরকারি বইটিই বেসরকারি স্কুলে বিক্রি হচ্ছে।

জোড়া 'কাঞ্চন'কে নিয়ে হুলুস্থুল নিশিগঞ্জে

মায়ের বকুনিতে ঘরছাড়া দুই ভাই

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৫ মার্চ : সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় অসাধারণ এক ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। ছবিটা মূলত এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে। সিনেমায় যার নাম কাঞ্চন। সে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে চায়। মঙ্গলবার সকালে এক জোড়া 'কাঞ্চন'কে নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় নিশিগঞ্জ সিটকিবাড়ি গ্রামে। মা তাঁর দুই খুদে শিশুকে বকাঝকা করে টিউশনে যেতে বলেছেন। এতেই অভিমানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া দুই ভাই বাড়ি ছেড়ে পায়ে হাঁটা দেয় কোচবিহার শহরের দিকে।

সিনেমায় কাঞ্চনের বাবা রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। কাঞ্চন তার বাবাকে যমের মতো ভয় পায়। একটু ভুল হলেই যে বাবা শাস্তি দেন। তবে মাকে সে খুব ভালোবাসে। বাবার শাসনে অতিষ্ঠ হয়েই একদিন পালিয়ে কলকাতা চলে আসে কাঞ্চন। প্রথমে উঁচু দালানকোঠা, ব্রিজ, পাকা সড়ক, অনেক মানুষের ভিড় দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যায় কাঞ্চন।

পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই ভাই অবশ্য ভয় পায় মাকে। মায়ের ইচ্ছা, ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। সংসারের অভাব দূর করবে। তাই এদিনও তিনি দুই ছেলেকে ঘুম থেকে ওঠার পর পড়তে বসতে বলেন। যেতে বলেন টিউশনে। 'অমনোযোগী' বলে দুই ছেলেকে বকাঝকাও করেন। আর তারপরেই মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন গ্রাম থেকে বাড়ি ছেড়ে হাঁটা দেয় দুই ভাই। প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে নিশিগঞ্জে পৌঁছে খিদেয় কাঁদতে থাকে দুই শিশু। এদিকে, বাড়ির কাজে ব্যস্ত মা মনে করেছিলেন ছেলেরা হয়তো টিউশন পড়তে গিয়েছে।

সিনেমার কাঞ্চন দেখে কলকাতা শহরের একদিকে গগনচুম্বী দালানকোঠা, অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের মিছিল। একদিকে অনিয়ন্ত্রিত পানভোজন, অন্যদিকে খাবার নিয়ে কুকুর-মানুষের লড়াই। এসব রূঢ় বাস্তবতা কিশোর কাঞ্চনের মনে দাগ কাটে। আস্তে আস্তে ভেতরে বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করতে থাকে কাঞ্চন। মা-বাবার জন্য মন কাঁদতে থাকে কাঞ্চনের।

এদিন সকালে পথচারীদের নজরে আসে দুই শিশু কাঁদতে কাঁদতে রাজ্য সড়ক ধরে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছে। পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাবির আলি বলেন, 'আমি নিশিগঞ্জে হিমঘরে আলুর বন্ডের জন্য এসেছিলাম। তখনই শিশু দুটির কথা জানতে পেরে খাটেরবাড়ি এলাকায় খবর পাঠাই। নিশিগঞ্জের ট্রাফিক ওসি সুনীল থাপাও ঘটনাস্থলে চলে আসেন।'

ওই দুই শিশু বাড়ি থেকে পালানোর ভুল বুঝতে পারে। পুলিশের উদ্যোগে তাদের জল, কেক কিনে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন শিশু দুটির মা সেলিনা বিবি। সেলিনা বলেন, 'বুঝতে পারিনি না বলে ওরা এত দূর চলে আসবে।' টোটোতে চাপিয়ে দুই শিশুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে বলতে শোনা যায়, 'ছেলেদের বকাবকি করবেন না।'

দুই সন্তানকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মা। মঙ্গলবার নিশিগঞ্জে।

শিশুদের মোবাইল নয়, বার্তা পুলিশের

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : চাইল্ড প্রোটেকশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হল মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির পুলিশলাইনের কনফারেন্স হলে। জেলা পুলিশের তরফে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

তিনি বলেন, 'শিশুরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তাই বর্তমানে মেসেজ, ই-মেল কিংবা যে কোনও মাধ্যমে কোনও অভিযোগ এলে তাদের উদ্ধার করাটাই মূল লক্ষ্য।' বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চেন্নাই, রাজস্থান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে নাবালিকাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপারের সংযোজন, 'তবে সন্তানদের সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। এর জন্য জেলা পুলিশের তরফে লাগাতার সচেতনতা চালানো হচ্ছে।'

এদিনের কর্মশালা আয়োজনে জেলা পুলিশের সঙ্গে ছিল জেলা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি, চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউটও।

ছোট্ট তারা

লোপা রায় ফাটাপুকুর নিবেদিতা শিশুতীর্থের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে নজর কেড়েছে এই খুদে।

অভয়াকে নিয়ে নাটক, বকাবকি পড়ুয়াদের

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে নাটক পরিবেশন করে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকদের রোষের মুখে পড়ল খোল্টা হাইস্কুলের ছাত্রীরা। সোমবার দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের উদ্যোগে জয়ন্তীতে একটি প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে ক্যাম্প ফায়ারের সময় ওই ছাত্রীরা রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে একটি নাটক পেশ করে। সেইসঙ্গে আরজি করের নিগৃহীতার পাশে থাকা নিয়ে একটা গানও পরিবেশন করে। আর তাতেই সরকারি আধিকারিকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের।

অভিযোগ, ওই সরকারি কর্তারা স্কুল ছাত্রী ও স্কুলের শিক্ষিকাকে রীতিমতো ক্ষমা চাইতে বলেন এবং ছাত্রীদের এই গর্হিত অপরাধের জন্য মুচলেকাও জমা দিতে বলেন। প্রকৃতিবীক্ষণ শিবিরে আসা ওই ছাত্রীদের বকাঝকাও করা হয় বলেও অভিযোগ। সূত্রের খবর, সরকারি কর্তাদের ধমকে শিবিরে আতঙ্কে রাত কাটিয়েছে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের সঙ্গে অভিভাবক ও এক শিক্ষিকা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন, 'একটা ছোট ইস্যুকে বড় করে দেখার কিছু নেই।'

সোমবার রাতের ওই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে খোল্টা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজদীপ দে রায়কে জয়ন্তীতে তলব করা হয়। রাজদীপ বলেন, 'রাতেই এমন ঘটনার কথা শুনতে পাই। মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে একটা গান করেছিল ছাত্রীরা। এর মধ্যে কাউকে ছোট করার কিছু নেই। তবে রাতেই আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটমাট হয়ে যায়।'

আলিপুরদুয়ার জেলার আটটি এবং কোচবিহার জেলার দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ওই শিবিরে যোগ দিয়েছিল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) তথা প্রাক্তন আইএএস কর্তা সুব্রত ঘোষ সহ পর্ষদের আরও কয়েকজন কর্তা। শিবিরে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মতো করে অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে বলা হয়। সেই মোতাবেক খোল্টা হাইস্কুলের ছাত্রীরা ধর্ষণের বিরোধিতায় একটি নাটক এবং আরজি কর কাণ্ডে অভয়ার সমর্থনে সংগীত পরিবেশন করে। এতেই খেপে ওঠেন উপস্থিত আধিকারিকরা। কলকাতা থেকে আসা পর্ষদের এক কর্তা ছাত্রীদের বকাঝকা করেন এবং অনুষ্ঠান বন্ধ করে এই ঘটনায় ক্ষমা চাইতে বলেন বলে অভিযোগ। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে অবশ্য সেই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ওএসডি।

আলিপুরদুয়ার তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ভাস্কর মজুমদার এই ঘটনাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, 'অভয়ার ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সার্বিক নয়। এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। এই ধরনের ঘটনায় যদি হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে তবে ঠিকই হয়েছে।' এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছে বিরোধী দল বিজেপি। দলের আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সভাপতি জয়ন্ত রায় বলেন, 'অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

জয়ন্তীতে প্রকৃতি পাঠ শিবির।

মমতা ফিরলেই রদবদল

বক্সীকে নিজের সুপারিশ জানালেন অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ মার্চ : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশে আংশিক মান্যতা দিয়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক পর্যায়ে রদবদল হচ্ছেই। ঢালাও রদবদলে সায় নেই মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে দলের অন্দরমহলে অস্থিরতা মোটেই চান না তিনি। রদবদল নিয়ে রফাসূত্র চূড়ান্ত করতে আগেই দলে তাঁর চরম আস্থাভাজন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। লন্ডন থেকে ফিরে সবটা খতিয়ে দেখে আংশিক রদবদলে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন দলনেত্রীই। মঙ্গলবার তৃণমূল সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য মন্ত্রীসভাতেও ছোটখাটো রদবদল করতে সচেষ্ট নেত্রী। এমনিতেই মন্ত্রীসভায় দু-তিনটি দপ্তরে মন্ত্রী বলতে কেউ নেই। পূর্ণ মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে মন্ত্রীশূন্য দপ্তরকে জুড়ে দিয়ে কাজ চলছে। চাপ কমাতে এবার ওইসব দপ্তরে এককভাবে কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে নেত্রীর। বিধানসভা ভোটের মুখে নতুন মন্ত্রী করা বা মন্ত্রী বদলানো সম্ভব নয়। তাই এই কাজও দ্রুত সেরে ফেলতে চান তিনি। নেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক প্রবীণ মন্ত্রী মঙ্গলবার জানান। তাঁর ধারণা, বিদেশ থেকে ফিরেই দল ও মন্ত্রীসভায় রদবদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রবীণ ওই মন্ত্রীর ধারণা, মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গের কোটা বাড়তে পারে। এবারও উত্তরবঙ্গে গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই উত্তরবঙ্গে আরও কাউকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সবটাই পরিষ্কার হবে মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর থেকে ফেরার পর।

দলের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানাচ্ছে, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সুব্রত বক্সীর কথা হয়েছে। দু'জনেই একান্তে আলোচনায় বসে রফাসূত্র প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

দলের সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে অভিষেকের সুপারিশ কী এবং কেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দলের সাংগঠনিক রদবদল না করা হলে আগামী বিধানসভার ভোটে দল ভালো ফল করবে না বলেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।

নতুন কাউকে সভাপতি করতে দ্বিধা পদ্মে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দিলীপ ঘোষের পাল্লা ভারী হচ্ছে। নতুন কাউকে ওই পদে নিয়ে আসার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ। এব্যাপারে আরএসএস ও সংঘ পরিবারের লাগাতার পরোক্ষ একটি চাপ রয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে তাঁকে রাজ্য সভাপতি করতে চান না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সবাই। বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রায় সফল তাঁর ভূমিকা নজরে রয়েছে তাঁদের।

বর্তমান রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আবার ওই পদে রাখতে হলে দলের কিছু সাংবিধানিক বাধা রয়েছে। আবার নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে হলে দলে তিনি কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন বা দলের নেতৃস্থানীয়রা তাঁকে কতটা মানিয়ে নেবেন, এই প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হওয়ার আগে শাসকদল তৃণমূলের মোকাবিলায় নতুন কেউ দলকে নেতৃত্ব দিতে কতটা সফল হবেন, সেই ঝুঁকি থেকেই যায়। এই অবস্থায় রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে 'পরীক্ষিত সফল' প্রবীণ দিলীপকে

> এসব কথা উঠছে কেন? আগে রাজ্য দলের নেতা (রাজ্য সভাপতি) ঠিক হোক। তারপর এসব প্রসঙ্গ।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

আবার ওই পদে ফিরিয়ে আনা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেউ কেউ জোর সওয়াল শুরু করেছেন বলে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পদ্ম শিবিরের খবর।

এক শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতা এদিন টেলিফোনে জানান, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ভবিষ্যতের ওপর দাঁড়িয়ে দিলীপের কথা বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে তাঁদের। প্রবীণ সংগঠক দিলীপের গুরুত্ব রাজ্য পার্টিতে বাড়ানো দরকার এটা বুঝেছেন সকলেই। তবে তাঁর পদ কী হবে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যে দলের তিন শীর্ষনেতা সুকান্ত, শুভেন্দু ও দিলীপের সাংগঠনিক শক্তির ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ বিজেপি।

গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগে এই 'ত্রিশক্তি'র মধ্যে কোনও শক্তিকেই ছোট করে দেখা দলের পক্ষে ভালো হবে না। আর 'ত্রিশক্তি'র ঐক্য ছাড়া দলের ভালো ফলের আশা করাও উচিত নয়। নতুন কেউ সভাপতি হলে বিধানসভা ভোটের আগে দলের শক্তিশালী নির্বাচন কমিটিও হবে। সেখানে ওই তিন শীর্ষ নেতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কমিটিতে রাখার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে তাতে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে সমঝোতা শেষপর্যন্ত টিকবে কি, এই প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও চাকরি মেলেনি ২০ হাজার নার্সের। তাই চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ কয়েকশো নার্সের। ছবি : রাজীব মণ্ডল

উদ্যোগী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তর

তালিকায় বিভ্রান্তি নিয়ে সর্বদল বৈঠক

কলকাতা, ২৫ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে রাজ্য স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কমিশন। ২৮ মার্চ কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে বিকাল ৩টেয় ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে জ্ঞানেশ কুমার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২২ মার্চ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দেশের প্রতিটি রাজ্যে কমিশনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে ত্রিস্তরীয় বৈঠক করতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রথমে ব্লক ও পরে জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইআরও এবং ডিইও-রা। সেই সূত্রেই এবার রাজ্য পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

রাজ্যে প্রথমে ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট ভোটার ও পরে ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। মার্চের গোড়ায় নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে ভোটার তালিকা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই অভিযোগের কয়েকদিনের মধ্যেই ডুপ্লিকেট এপিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়ে সংশোধনের কথা জানিয়ে দেয় কমিশন। এরপরই ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরব হয় বিজেপি। শাসক ও বিরোধী এই চাপানউতোরে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত। এর সঙ্গে প্রতিদিনই প্রায় নিয়ম করে ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া ও সংখ্যালঘুদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সরব হয়েছে বিজেপি। সোমবারও ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত চলছে বলে কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বাগদার বিডিও'র বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দার নাম রয়েছে বাগদার ভোটার তালিকায়। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে দরবার করার পাশাপাশি খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সুকান্ত। এই আবহে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল স্তরে কমিশনের কর্মীরা। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো ৩১ মার্চের মধ্যে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত রাজনৈতিক দলগুলির বকেয়া দাবির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করে তা জানাতে হবে দিল্লিকে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসে তাদের আস্থা অর্জন করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য।

কল্যাণের মামার বয়ানে আপত্তি

কলকাতা, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবারও আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানালেন তাঁর মামা কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী। একটি সংস্থার প্রাথমিক কাজের জন্য যে ১০ লক্ষ টাকা খরচা হয়, তার অর্ধেক মামার নামে দেখিয়ে নিজেই দিয়েছিলেন কল্যাণময়। তাছাড়া সমস্ত সংস্থার অ্যাকাউন্ট পার্থর জামাই নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর মামা। এদিন আদালতে কল্যাণময়ের মামার দাবি, ভাগ্নে তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন, পার্থর স্ত্রীর নামে একটি স্কুল তৈরি করতে চান। তবে স্কুল তৈরির জন্য কল্যাণময়কে পার্থই টাকা দেন বলে তিনি জানান। পার্থর আইনজীবীর অভিযোগ, ইডির শিখিয়ে দেওয়া বক্তব্য বলছেন কল্যাণময়ের মামা। কিন্তু সেই অভিযোগ অস্বীকার করে কল্যাণময়ের মামা বলেন, ইডি আমায় কোনও নির্দেশ দেয়নি।

হুমায়ুনের মুখে দিলীপের প্রশংসা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে 'ষড়যন্ত্রী' আখ্যা আর বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের প্রশংসা। এখানেই শেষ নয়, শুভেন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁকে যাত্রাপালার শান্তিগোপালের সঙ্গে তুলনা করা। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের এইসব মন্তব্যই মঙ্গলবার ছিল রাজ্য রাজনীতির তর্জার বিষয়। এদিন বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারীর সম্পর্কে হুমায়ুন বলেন, 'উনি একজন চক্রান্তকারী।' একইসঙ্গে সম্প্রতি খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষের ভূমিকাকে সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন হুমায়ুন। তবে হুমায়ুনের মন্তব্যে তৃণমূলের চক্রান্তই দেখছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বিতর্কে পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ করেছিল। শেষপর্যন্ত কার্যত মুচলেকা দিয়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য করা ছাড়তে পারছেন না হুমায়ুন। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'উনি বরাবরই চক্রান্তকারী। যে দিলীপ ঘোষ একজন বিধায়ক থেকে এত অল্প সময়ে সাংসদ হলেন, যিনি রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন এরাজ্যে বিজেপি সবচেয়ে বেশি আসন জিতল, তাঁকেই তিনি ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর নিজের কেন্দ্র থেকে চক্রান্ত করে দাঁড়াতেই দিলেন না।'

সম্প্রতি খড়্গপুরে তাঁরই দলের মহিলাকর্মীদের উদ্দেশে দিলীপের কু-কথা বলার মধ্যে তেমন ভুল কিছু দেখছেন না হুমায়ুন। কার্যত দিলীপকে সমর্থন করেই হুমায়ুন বলেন, 'এটা তো খুবই স্বাভাবিক। আমাকে উত্যক্ত করলে আমিও এমনটাই করতাম।' তবে হুমায়ুনের এই মন্তব্য থেকে এদিন সচেতনভাবেই দূরত্ব বজায় রাখলেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'ওঁর সার্টিফিকেট আমার লাগবে না।'

পুলিশি ঘেরাটোপে রবীন্দ্রভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য। মঙ্গলবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। ছবি : আবির চৌধুরী

৪ শতাংশ ডিএ'র বিজ্ঞপ্তি নবান্নের

কলকাতা, ২৫ মার্চ : পয়লা এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল নবান্ন। বাজেট বক্তৃতার সময় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সরকারি কর্মীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এদিন সেই বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল নবান্ন। এর ফলে রাজ্যের মহার্ঘভাতার পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য মহার্ঘভাতা দেয় ৫৩ শতাংশ। ফলে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বর্তমান ফারাক দাঁড়াল ৩৫ শতাংশে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, ভাতা বৃদ্ধির ফলে কয়েক লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। এদিনই সুপ্রিম কোর্টে 'ডিএ মামলা'র শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিনও শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। এপ্রিল মাসে শুনানি হতে পারে।

রাজ্য সরকারের ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী সংগঠনগুলি। তাকে স্বাগত জানিয়েছে সরকারপন্থী পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী ফেডারেশন। মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত যৌথ সংগ্রামী মঞ্চও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও পার্থক্য প্রচুর। সামান্য এই ভাতা বৃদ্ধিতে কোনও উৎসাহ নেই সরকারি কর্মীদের।

এবার তালা উপাচার্যের ঘরে

কলকাতা, ২৫ মার্চ : সোমবারের মতো মঙ্গলবারও ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। অস্থায়ী উপাচার্যের ঘরের দরজায় তালাও ঝুলিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা। সোমবারই বিক্ষোভের জেরে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। এজন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার নিয়োগের দাবিতে সোমবার থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পড়ুয়ারা। বিক্ষোভের জেরে অস্থায়ী উপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মঙ্গলবার বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা উপাচার্যের ঘরে তালাও লাগিয়ে দেন। এরপর ঘরের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পড়ুয়াদের বক্তব্য, এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে নিজের মতো কাজ করছেন অস্থায়ী উপাচার্য। সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। এদিকে, ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পেরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভ্রকমল। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু গিরিশ পার্ক থানার ওসিকে নির্দেশ দেন, উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে হবে। এজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করতে হবে। যদিও পড়ুয়ারা তাঁদের অপসারণের দাবিতে অনড়।

বান্ধবীকে ধর্ষণ

কলকাতা, ২৫ মার্চ : দিঘায় নিয়ে গিয়ে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বান্ধবীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অথচ এফআইআর দায়ের হওয়ার দু'মাস পরও তাঁকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা বিহারের বেগুসরাইয়ে তল্লাশিতে গিয়ে জানতে পেরেছেন, অভিযুক্ত দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এই মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পূর্ব মেদিনীপুরের ডেপুটি সুপারের (শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ) নজরদারিতে তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

মেধার সন্ধান, মেধার সম্মান

সেরা উত্তরকে

উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্যমেধার অন্বেষণ। খুঁজে আনা সাহিত্যের সেইসব অত্যুজ্জ্বল মণিকণা, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনে হীরকখণ্ড হয়ে ওঠার দ্যুতি। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে, উত্তরের কৃতীদের সেরার স্বীকৃতি। আত্মার আত্মীয়কে, প্রতিভার কুর্নিশ জানাতে সাহিত্যপ্রেমী হিসাবে আপনাকে স্বাগত।

সেরা গল্পকার
প্রথম হিমাংশু রায়
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় শুভঙ্কর দাস (সুভান)
শিলিগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পিনাকী সেনগুপ্ত
দলসিংপাড়া টি গার্ডেন, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা প্রাবন্ধিক
প্রথম মৌমিতা আলম
মুন্সিপাড়া, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সব্যসাচী ঘোষ
মালবাজার, জলপাইগুড়ি
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার
রতুয়া, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা কবি
প্রথম অনিন্দ্য সরকার
বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর
পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় সোমা দে
দমনপুর, আলিপুরদুয়ার
পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় বিটু দাস
মালতীপুর, মালদা
পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

নবীন প্রতিভার সন্ধানে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সাহিত্য সম্মান
২০২৪-২৫
মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২৮ মার্চ (দুপুর ১টা থেকে), রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ (দীনবন্ধু মঞ্চ), শিলিগুড়ি

স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মাননা।
এই উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আত্মার আত্মীয়দের প্রাণের আমন্ত্রণ।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৫ সংখ্যা, বুধবার, ১২ চৈত্র ১৪৩১

কাঠগড়ায় অধিকার

বিচারপতিই যদি অভিযুক্ত হন...। আগে কখনও হয়নি, এমন নয়। আইনে কিছু বিধান আছে বটে। কিন্তু এরকম হলে গোটা বিচার ব্যবস্থাটা সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। আদালতের কাঠগড়ায় দোষীর বিচারের বদলে সমাজের কাঠগড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে কাটাছেঁড়া করা চলে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তামাশা ইত্যাদি চলে আসে। যাতে ব্যবস্থাটা সম্পর্কে জনমানসের আস্থা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

এতে কোনও সন্দেহ নেই, যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর এখনও মানুষের বিশ্বাস অটুট, সেগুলির অন্যতম বিচার ব্যবস্থা। রায় পছন্দ না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করার বিধান এই ব্যবস্থাতে আছে। ব্যবস্থাটা সম্পর্কে পক্ষপাতের অভিযোগ একেবারে কখনও ওঠে না, তা নয়। গত কয়েক বছরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচার নিয়ে ঠারেঠোরে সেরকম অভিযোগে কয়েকবার সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। নিজেদের শাসনকালে বিচারপতি লালা, বাংলা থেকে পালা স্লোগান তুলেছিল বাম দলগুলিও।

তা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে মানুষের শেষ আশ্রয় এখনও বিচার ব্যবস্থা। কারও সঙ্গে অবিচার, দুর্নীতি-জালিয়াতি, বৈষম্য ইত্যাদি নানা কিছুতে বিচারের আশা থাকে এই ব্যবস্থার ওপর। বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের আউটহাউসে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর সেই প্রত্যাশাতে ধাক্কা লাগা অমূলক নয়। প্রশ্ন জাগতে পারে, বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব যাঁদের ঘাড়ে, তাঁদের ভেতরে ঘুণ ধরলে মানুষ কোথায় যাবে, কোথায় ন্যায় প্রার্থনা করবে?

এই প্রশ্নের লেজ ধরেই চলে আসে পরবর্তী প্রসঙ্গ- বিচারপতি বাছাইয়ে, নিয়োগেও কি গোলমাল থেকে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে তো গোড়ায় গলদ। সেই গলদ শুরুতে নির্মূল না করলে অনৈতিকতার আগাছায় ভরে যেতে পারে বিচার ব্যবস্থাটাই। তা দেশ ও সমাজ, কারও জন্য অভিপ্রেত নয়। তাতে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলতা, নৈরাজ্যের আশঙ্কা থেকে যায়। ভারতে বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়োগের ভার নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য মরিয়া। সংসদে এজন্য আইন পাশ করানোও হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সেই আইন বাতিল করে দিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন শাসক শিবিরকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। যদিও ওই চেষ্টা যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ভার্মার ঘটনাটি সামনে আসার পর তা বোঝা যাচ্ছে।

সর্বভারতীয় স্তরে এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যে আলোচনার প্রধান সূত্রধর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। যিনি আগেও কেন্দ্রের হাতে বিচারপতি নিয়োগের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন বারবার। এবার সেই আইন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিরোধীদের সম্মতি নেওয়ার মরিয়া প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পাশাপাশি উপরাষ্ট্রপতি আলোচনা করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ইতিমধ্যে এই চেষ্টার দিকে আঙুল তুলেছেন লোকসভায় তাঁর ভাষণে।

বিতর্কটা বিচারপতি নিয়োগের ভার বিচারপতিদের হাতে থাকা নিয়ে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কলেজিয়াম এই দায়িত্বের অধিকারী। শুধু হাইকোর্ট নয়, সুপ্রিম কোর্টেও বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি ঠিক করার একমাত্র দায়িত্ব ওই কলেজিয়ামের ঘাড়ে। নিজেদের সম্পর্কে বিচারপতিদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই ব্যবস্থাটা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

সেই প্রশ্নের মূল কারণ ছিল, এতে অস্বচ্ছতা, অসংগতি থেকে যেতে পারে। যদিও কলেজিয়াম বাছাই করলেও শেষপর্যন্ত নিয়োগপত্র দেওয়ার অধিকারী কেন্দ্রই। সেই নিয়োগপত্র দিতে দেরি করলে আবার রুষ্ট হয় কলেজিয়াম। কিন্তু কেন্দ্রের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করলে আবার বিচারপতি বাছাইয়ে পক্ষপাত, প্রতিহিংসার প্রতিফলন পড়তে পারে বলে শুধু বিরোধী নয়, আইনজ্ঞ মহলেও আশঙ্কা ছিল। বিচারপতি ভার্মার ঘটনা বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার পরিসর তৈরি করে দিল।

অমৃতধারা

তোমরা জান, অন্ধকারের পর আলো আসে। রাত্রির অন্ধকার যতই ভয়াবহ হোক, ভয় করার কোনও কারণ নেই। অনেকক্ষণ একই অবস্থা মানুষের ভালো লাগে না। রোজ রোজ রসগোল্লা কি কারো ভালো লাগে? গতানুগতিকতা রোধ করার জন্যে তাই শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার পর অমাবস্যার অন্ধকার আসে। ঊষার মাধুর্যকে অন্ধকার আরও মহিমান্বিত করে। বাধা বিপত্তিতে ঘাবড়াবার কোনও সংগত কারণ নেই। বুঝতে হবে, এর পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে সুন্দর! সবাইকার মূল উৎস যখন পরমপুরুষ, শেষ পর্যন্ত যখন সকলকে সেখানে যেতেই হবে, তখন জীবের ভয় করার কিছু নেই। মনে রেখো জীবনে Optimism is natural, pessimism is unnatural. মানুষ পরমপুরুষের সন্তান। সে চেষ্টার দ্বারা তার শক্তিকে বাড়াতে পারে। এর উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

- শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

আলোচিত

একাত্তরে পাকিস্তানের সহযোগীরা আজকাল গলা ফুলিয়ে কথা বলার চেষ্টায়। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না। আর যারা ১০০ গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পেনে যায়, তারা কী করবে আমরা বুঝি।

- **মির্জা ফখরুল ইসলাম** *(বিএনপির মহাসচিব)*

ভাইরাল

দুই কলেজ ছাত্রীর মারামারি। ক্লাসরুমে বসা এক ছাত্রীর কাছে আসেন অন্যজন। তর্কাতর্কির মধ্যে সিটে বসা পড়ুয়া আরেক তরুণীর গালে চড় মারেন। চড় খাওয়া পড়ুয়া পালটা চুলের মুঠি ধরে অন্যকে দুমদাম কিল, ঘুসি মারতে থাকেন। রণক্ষেত্র ক্লাসরুম।

আজ

২০২৪

রামকৃষ্ণ মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৮৯৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সোজা-সাপটা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালি মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান।

রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চায় অনুরাগ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

জীবনের পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেও কবি ভোলেননি সতেরো বছর বয়সে বিলেতে তাঁর নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দু'খানি বাংলা অভিধানের কথা। সেইসঙ্গে বাংলা ভাষা পরিচয়ে আগ্রহী সেই ইংরেজ বালিকাটির কথা।

'পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের বাংলা অক্ষর উচ্চারণে কোনও গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমহাশয় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'দেখো বাপু, সুশীতল সমীরণ লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিও ঠান্ডা হাওয়া।' এছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনও কাজে লাগে না। ঋ ৯ ঙ ঞ-গুলো কেবল সং সাজিয়ে আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘ-হ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনও অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংল্যান্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানা প্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের এ-কার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দের প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দে শ্ব-এর উচ্চারণ শ্শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি—ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্দোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি সোজঝো। এমন কত লিখিব...

বাংলাভাষার এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা! আমার কাছে তখন খান দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চার শুরু এই সময় থেকেই—ইংল্যান্ড। ধন্যবাদ সেই ইংরেজকন্যাটিকে, যার জন্য এই কাজে মন দিতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন। হতে পারে আমরা এখন ব্যাকরণ অভিধান নিয়ে গুরুগম্ভীর ভাবনাচিন্তা করছি, কিন্তু তা বলে কি আমাদের জানতে কৌতূহল হবে না কে সেই তরুণী বঙ্গভাষানুরাগিণী বিদেশিনী বন্ধু যিনি কবির কাছে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন। কবি এই তরুণীটির পরিচয় 'বালক' পত্রিকায় দেননি, 'শব্দতত্ত্ব' বই হয়ে বেরোল যখন তখনও জানাননি। পাঠকদের শুধু, তাঁর 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার' কথাটুকু উল্লেখ করেছিলেন। এই 'বন্ধু' যে একজন ইংরেজ ললনা তা রবীন্দ্রনাথ জানালেন আরও পরে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'লোকেন পালিত' অধ্যায়ে।

'আমাদের (লোকেন-রবি) অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লংঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না, তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইউনিভার্সিটির কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।'

ডাক্তার স্কটের তিন কন্যার মধ্যে ছোট দুজনই ভারতবর্ষীয় এই তরুণ অতিথির প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। এই দুয়েরই একজন বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করে কবির কাছে সেই বিদেশি ভাষা শিখতে যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রীকে ভাষা শিক্ষাদানে কবি যে কিছুমাত্র ফাঁকি দেননি তা তাঁর সেই সময়কার পরিশ্রমসাধ্য হোমওয়ার্ক থেকেই সুস্পষ্ট ঠাহর হয়। বিলেতে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুদিন থাকতেন তো লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে বসে ওই তরুণ বয়সেই তিনি একখানা বড়সড়ো বাংলা উচ্চারণকোষ প্রস্তুত করে ফেলতে পারতেন। তাহলে বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসেও তাঁর নামটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকত।

পরবর্তীকালে এক আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, 'আমি বিলেতে প্রথমে যে ডাক্তার পরিবারে অতিথি হয়ে ছিলাম, তাঁর দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।'

যাইহোক, পিতার নির্দেশে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁর বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী গবেষণাও। অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করে খাতার পাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বাংলা উচ্চারণের অনিয়মের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। 'এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল।'

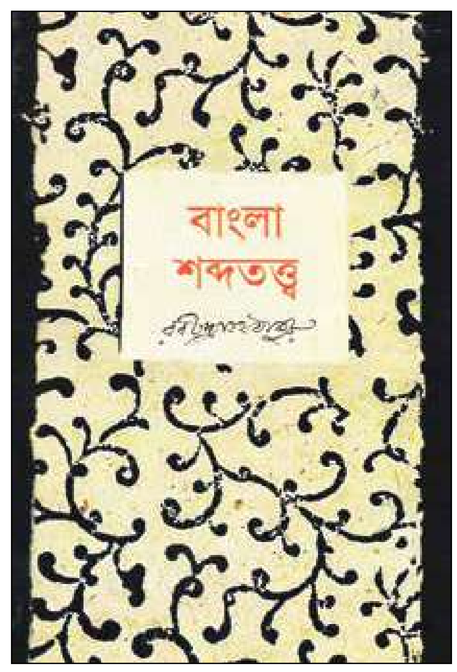

কিন্তু কাজ শেষ করার অবসর না পেয়েই ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসতে হল। সঙ্গে নিয়ে এলেন 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপি।

বিলেতে যে কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হয়েছিল, দেশে ফিরে সেই কাজে ক্রমে ক্রমে আবার হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বালক'-এ যার সূচনা, বার্ধক্যেও তা থেকে তিনি সরে আসেননি।

বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথকে সুনীতিকুমার 'একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ' বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। এবং শব্দতত্ত্বচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার অসামান্যতা সুনীতিকুমার তাঁর ওডিবিএল গ্রন্থের ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন।

'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালি মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ। ভাষাতত্ত্বের অনুরাগীদের কাছে শ্লাঘার বিষয় এই যে, ইনি একদিকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা। অন্যদিকে, একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদগণের বিচারপদ্ধতি ও আবিষ্কারসমূহের গুণগ্রাহী। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা বিশেষ্য পদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের গবেষণা কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে বাহির হয়।'

সুনীতিবাবুর এই বই প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল বারো বছর। অর্থাৎ ১৯১৪ সাল নাগাদ কাজ শুরু করেন। এরই পাঁচ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বই প্রকাশিত হয়েছে, যার রচনাগুলি তার পূর্বেই 'বালক' 'সাধনা' 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। শুধু সুনীতিবাবুই নন, রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তিন বাংলা অভিধান প্রস্তুতকারক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু। বাংলা অভিধান শাখাটি আজ যে সমৃদ্ধ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

কেবল শব্দাবলির সংকলন ও তার অর্থনিরূপণ অভিধানকর্তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণে অপণ্ডিত কোনও ব্যক্তির পক্ষে বাংলা অভিধান প্রস্তুত করা অসম্ভব। ১৮৮৫ সালেই বাঙালি বিদ্বৎসমাজকে সতর্ক ও সচেতন করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।' আর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ হিসাবে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার কোনও তুলনা হয় না। কোনও একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য 'দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়ার্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ' তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে লেখা প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা বহুবচন'।

সংস্কৃত ব্যাকরণবিধির শাসন থেকে বাংলা ব্যাকরণকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সন্ধানে কবির তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু বাংলা বহুবচন নয়, সম্বন্ধ পদ, উপসর্গ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কৃৎ এবং তদ্ধিত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী গবেষণা ও তার তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা এই বিষয়ে আমাদের চিন্তার সরণিতে মৌলিক আলোকসম্পাত করেছে।

প্রতিশব্দ নির্মাণ ও সংকলনের কাজটিও রবীন্দ্রনাথের আরেক মস্ত আভিধানিক কীর্তি। ইদানীং সব বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দাবলি সংযোজিত হতে দেখি। ইংরেজি শব্দের বঙ্গানুবাদের এই কাজে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তিনি ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার বাইরেও সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যজুড়ে বহু সংখ্যক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব প্রতিশব্দের অনেকগুলিই কবির নিজের সৃষ্টি। বানান নিয়েও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল নিজে ভেবেছেন, অন্যকেও ভাবিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় কবি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ করেছেন।

সে যাইহোক, কবির বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রীতির মূলে কিন্তু বসে আছেন সেই ইংরেজকন্যা।

জনমন
জনমত

চৈত্র সেল যেন আবেগের নাম

'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'- কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এই কথাগুলো বলেছিলেন বসন্তকে নিয়ে। সত্যিই বসন্ত শুধু প্রকৃতির শেষ ঋতু নয়, এই বসন্তেই একদিকে দোল উৎসব, অন্যদিকে চৈত্র সংক্রান্তি যেন এক অন্য মাত্রা বহন করে।

চৈত্র মাস এলেই দোকানে দোকানে শুরু হয় চৈত্র সেলের হিড়িক। কোনও দোকানে শতকরা পনেরো বা কোনও দোকানে দশ শতাংশ ছাড় দেয়। ফলে দোকানে দোকানে শুরু হয় সেলের জিনিস কেনার ভিড়। কত মানুষের কয়েক মাসের রুটিরুজির সংস্থান হয়ে যায় এই চৈত্র সেলের বাজারে। চৈত্র সেলের দিনগুলোতে দোকানে বেচাকেনাতে যেন জনজোয়ার দেখা যায়। চৈত্র মাস এলেই চৈত্র সেল কথাটি বড় বেশি মনে পড়ে। সময় যতই বদলাক, শপিং মল ও অনলাইন শপিংয়ের ভিড়ে আজও অনেক মানুষকে দেখা যায় রাস্তার পাশে চৈত্র সেল থেকে জিনিস কিনতে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সাহিত্যচর্চায় অশনিসংকেত

অতি সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল শিবমন্দিরের অতি পরিচিত স্টল থেকে ম্যাগাজিন (পত্রিকা) বিক্রয়। সাহিত্য পত্রিকার প্রতি আগ্রহ ও পাঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছিল। পত্রিকা ব্যবসা কোনওমতেই লাভজনক ছিল না। সুতরাং ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অথচ শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে আঠারোখাই অঞ্চলের আনুমানিক জনসংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই অবস্থিত। অনতিদূরে রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। রয়েছে একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। একটি আঞ্চলিক ভাষা আকাদেমিও স্থাপিত হয়েছে। রয়েছে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার যা দীর্ঘদিন বন্ধ। অতএব বহুসংখ্যক শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যানুরাগীদের বাসস্থান শিবমন্দির। সঙ্গে অগণিত সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। অনুতাপের বিষয়, বিদ্যাচর্চার এই গৌরবময় কেন্দ্রে এখন অগ্রিম অর্ডার ব্যতীত 'দেশ' পত্রিকা পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেধন নীলমণির মতো মাত্র দুজন নিয়মিত এটি কেনেন এবং আরও একটি 'দেশ' রাখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিস্ময়কর পরিসংখ্যান সন্দেহ নেই।

বলা হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতির মেরুদণ্ড। আশ্চর্যজনকভাবে সাহিত্য পত্রিকার পাঠক কমে যাওয়া একটি বিতর্কিত প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়- সাহিত্যের গুণগত মানের অবনতি নাকি শিক্ষক ও বিদ্যানুরাগীদের সাহিত্যচর্চার প্রতি উদাসীনতা ও অনীহা- কোনটি? উত্তর খোঁজার দায়িত্ব শিক্ষক সহ সকল শিক্ষিত দায়িত্বশীল মানুষের। অবহেলিত সাহিত্য কোনও সুস্থ সমাজের মানদণ্ড হতে পারে না।

অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের বিষয়, সাহিত্যের এমন সংকটকালে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্য মেধার অন্বেষণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। নিশীথের অন্ধকার সরিয়ে সাহিত্য আবার স্বমহিমায় আবির্ভূত হবে এই আশা রাখি।

স্মরজিৎ ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

হিন্দু হস্টেল : সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা

হিন্দু হস্টেল শুধু একটি আবাসন নয়, এটি একটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, যেখানে সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আদর্শ যুগ যুগ ধরে লালিত হয়ে আসছে। এখানে ধর্ম কখনও বিভেদের কারণ হয়নি, বরং ভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে গড়ে তুলেছে এক অনন্য বন্ধন।

হিন্দু হস্টেলের এই মেলবন্ধন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উৎসবের সময়। যেমন সরস্বতীপুজোর সময় রাজিবুল, সহিদুল, সুফি, ইলিয়াসরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিমা আনা থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সাজানো, প্রসাদ বিতরণ এবং আরতিতে অংশগ্রহণ পর্যন্ত সবকিছুই করে। একইভাবে ইফতারের সময় অভিজিৎ, সুমন, চয়ন, রাহুলরা সমান উৎসাহে পর্দার পেছনে কাজ করে, ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত করে এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ইফতার করে। এরই নিদর্শন হিসেবে

১৯ মার্চ ইফতারের আয়োজন করা হয়েছিল হিন্দু হস্টেলে। এখানে ধর্মীয় উৎসব শুধু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়- এটি সবার, যারা একসঙ্গে বাস করে, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে হাসে এবং একসঙ্গে পথ চলা শিখেছে।

কেউ কেউ ধর্মকে ব্যবহার করে বিভেদের দেওয়াল তুলতে চায়, সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াতে চায়। কিন্তু হিন্দু হস্টেল তাদের সেই সুযোগ কখনোই দেয়নি, আর ভবিষ্যতেও দেবে না। কারণ এখানে সম্প্রীতি শুধুমাত্র একটি আদর্শ নয়, এটি বাস্তব জীবনের প্রতিচিত্র।

হিন্দু হস্টেল শুধুই একটি আবাসন নয়, এটি এক ঐতিহ্য, যেখানে ধর্ম নয়, মানুষের বন্ধনই প্রধান। এটি একতার প্রতীক, সহাবস্থানের নিদর্শন, আর সৌহার্দ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতেও একইভাবে আলো ছড়িয়ে যাবে।

মহঃ আহাসান হাবিব
নজরপুর, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ধোঁকাবাজি, ধোঁকাবাজির সমার্থক ৫। যা গতিশীল, ৬। বাহিরসমুদ্র ৮। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ৯। তান্ত্রিক, মারণমন্ত্রবিশেষ, শর, তির ১১। কচি ডালিম, ডালিমের কুঁড়ি ১৩। শিশু, ছানা, বাচ্চা ১৪। ঝকমকে অবস্থা, দীপ্তি।

উপর-নীচ : ১। বিষধর সাপ, শঙ্খচূড় ২। তীর্থস্থান, গৃহ, আধার ৩। মন ভোলানো সৌন্দর্য, সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৪। নির্লজ্জ ৬। জল, হাতি বাঁধবার দড়ি কিংবা জায়গা ৭। চারটি দিকের অন্যতম ৮। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ৯। বালুকার-এর ভিন্নরূপ ১০। সবুজ রঙের মণি ১১। আদিপুরুষ ১২। পুরাণ-পাঠক, বক্তাও ১৩। ক্ষত্রিয় বংশবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৯৭

পাশাপাশি : ১। হাতটান ৩। রবাব ৫। পালটাপালটি ৬। বাইতি ৭। দাম্ভিক ৯। সংবৎসর ১২। ঘণ্টিকা ১৩। নিপাতন।

উপর-নীচ : ১। হাবাগোবা ২। নওল ৩। রণপা ৪। বধূটি ৫। পাতি ৭। দার ৮। কবিগান ৯। সংঘ ১০। বর্তিকা ১১। সজনি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাষ্ট্রসংঘে ফের পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আবারও কাশ্মীর ইস্যু তুলেছিল পাকিস্তান। এর জবাবে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তানকে অবশ্যই তার দখল করা অংশ ছেড়ে দিতে হবে।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পার্বতনেনি হরিশ বলেন, পাকিস্তানের এই বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার কোনও ভিত্তি নেই। এর মাধ্যমে তাদের অবৈধ দাবি বা সীমান্ত পার থেকে চালানো সন্ত্রাসবাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতেরই ছিল, আছে এবং থাকবে। পাকিস্তান যে অবৈধভাবে কাশ্মীরের একটি অংশ দখল করে রেখেছে, তা ছেড়ে দিতে হবে। তারা যেন রাষ্ট্রসংঘের এই মঞ্চকে নিজেদের সংকীর্ণ ও বিভেদমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে।'

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বিশেষ সহকারী সৈয়দ তারিক ফাতেমি রাষ্ট্রসংঘের আলোচনায় কাশ্মীর ইস্যু তোলেন।

ভারত-চিনের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কানাডার

অটোয়া ও নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : কানাডার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ভারত এবং চিন নাক গলাতে পারে বলে সোমবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিএসআইএস। ২৮ এপ্রিল কানাডায় সাধারণ নির্বাচন। তা নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে সিএসআইএসের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অপারেশন ভ্যানেসা লয়েড জানান, কিছু শত্রুমনোভাবাপন্ন স্টেট অ্যাক্টর নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ঘোলা জলে মাছ ধরতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করছে। তাঁর সাফ কথা, নিজেদের ভূরাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য কানাডার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার মতো ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য দুটোই রয়েছে ভারত সরকারের। অপরদিকে নির্বাচনের সময় কানাডার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাক গলানোর জন্য চিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন লয়েড। ভারত অবশ্য কানাডার আশঙ্কা পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের দাবির কোনও ভিত্তি নেই। কানাডা বরং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকুক।

টেক্সাসে মৃত অন্ধ্রের তরুণ

ওয়াশিংটন, ২৫ মার্চ : টানা একটা দিন নিখোঁজ থাকার পর কোল্লি অভিষেকের দেহ মিলল টেক্সাসে। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার বাসিন্দা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী। রবিবার তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, অভিষেক আত্মহত্যা করেছেন। অভিষেককে শনিবার প্রিন্সটনে শেষ দেখা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বিবাহিত। গত ছ'মাস তার চাকরি নেই। তাঁর ভাই অরবিন্দ জানিয়েছেন, দাদা আর্থিক কষ্টে ছিলেন। তাঁর দেহ ভারতে নিয়ে এসে শেষকৃত্যের জন্য তহবিল গড়তে লেগে পড়েছেন ভাই অরবিন্দ। ১৮ হাজার মার্কিন ডলার উঠেছে। আমেরিকার তেলুগু সম্প্রদায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বঞ্চনা-উত্তাপে সরগরম সংসদ

তৃণমূলের সুরে সুর কংগ্রেস, ডিএমকের

সংসদের বাইরে বিক্ষোভে একজোট রাহুল গান্ধি-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে মঙ্গলবার লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে তামিলনাড়ু ও কেরলের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে নিশানা করল ডিএমকে এবং কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাবের প্রতিবাদে লোকসভার ওয়েলে নেমে বিরোধী সাংসদরাও বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াকআউটও করেন। তার জেরে মুলতুবিও হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। শুধু লোকসভার অন্দরেই নয়, সংসদের বাইরেও একসুরে কেন্দ্রবিরোধী স্লোগান দিয়েছে ইন্ডিয়া জোটের তিন প্রধান শরিক। ফলে যে বিরোধী ঐক্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বারবার প্রশ্ন উঠছিল, মনরেগায় বঞ্চনার প্রতিবাদে সেই ঐক্য ফের চলে আসে সামনের সারিতে। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে মনরেগার অর্থ থেকে বঞ্চিত করছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল সহ একাধিক রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার মনরেগা খাতে রাজ্যভিত্তিক বকেয়ার তালিকা এবং গত তিন বছরে কোন রাজ্যকে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান জানতে চান। জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। এই মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল। তারা অভিযোগ তোলে, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ৫.৩৭ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মধ্যে ২.৩৯ কোটি টাকার হদিস মিলেছে। বাপি হালদার বলেন, 'যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি কেন আটকে রাখা হবে?'

কেরলের কংগ্রেস সাংসদ আদুর প্রকাশ বলেন, 'কেরলের মনরেগা শ্রমিকরা গত তিন মাস ধরে টাকা পাচ্ছেন না। মনরেগায় কেরলের ৮১১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।' ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি তামিলনাড়ুর মনরেগা বঞ্চনায় সরব হন। তিনি জানান, গত পাঁচ মাস ধরে তামিলনাড়ুর ৪০৩৪ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেন, তামিলনাড়ু থেকে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যকে বঞ্চিত হচ্ছে না। শর্ত পূরণ করলেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। পরে মকরদ্বারের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে থার্ডক্লাস লোক বলে নিশানা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই বিজেপি বিরোধী সরকার রয়েছে সেখানে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে।'

অন্য গাজা...ইজরায়েলি হামলায় গাজায় মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। এদিকে, সেখানকার পোলিও সেন্টারে চলছে অন্য এক লড়াই। পোলিও আক্রান্ত ইয়ামেন আসফাউর পেয়েছে কৃত্রিম পা। সেই পায়ে ভর করে হাঁটার চেষ্টা ১৩ বছরের কিশোরের। মঙ্গলবার।

প্রয়াত সনজীদা খাতুন

ঢাকা, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ তথা ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সনজীদা খাতুন। এদিন বেলা ৩টে১০ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

তাঁর প্রয়াণে বাংলাদেশের শিল্পী, সংস্কৃতিমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, 'শিরদাঁড়া উঁচু করে চলা তাঁর কাছেই শিখেছি। সনজীদা আপার কাছে আমার প্রথম গানে হাতে খরি। আমাদের প্রজন্মের কমবেশি সবাই তাঁর কাছে শিখেছি। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সর্বজনীন একটা স্বীকৃতি ছিল।'

দীর্ঘদিন ধরেই সনজীদা ডায়াবিটিস, নিউমোনিয়া এবং কিডনির রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণের খবর সংবাদমাধ্যমের কাছে নিশ্চিত করেছেন পুত্রবধূ গায়িকা লাইসা আহমদ লিসা।

১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল সনজীদার জন্ম হয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক। মা সাজেদা খাতুন গৃহবধূ। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক হন সনজীদা। ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৮ সালে পিএইচডি পান তিনি। শিক্ষকতা দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। সনজীদা ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সোহরাব হোসেনের কাছে তিনি শিখেছিলেন নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান এবং পল্লিগীতি।

হুসনে বানু খানমের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। পরে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, আবদুল আহাদ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন সহ আরও অনেকের কাছে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। সাহিত্য ও সংগীতশিল্পে সনজীদা খাতুনের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পথ চলার সঙ্গীও ছিলেন। কবিগুরুর জন্মের সার্ধশতবর্ষে দেশিকোত্তম পুরস্কার পেয়েছিলেন সনজীদা। রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য সনজীদার প্রেরণার সার্থক প্রকাশ ছিল ছায়ানট-মহীরুহ। গত শতকের যাটের দশকে ছায়ানট হয়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক যাত্রার দিশারি সংগঠন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যাঘাতের সময় ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও ছায়ানট ছিল অবিচল।

উত্তরপ্রদেশে বুলডোজারে সুপ্রিম ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে আইনজীবী, অধ্যাপক সহ অন্তত পাঁচজনের বাড়ি নোটিশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আদালত বলেছে, 'এই ধরনের কার্যকলাপ ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে শুধু তা-ই নয়, চরম আহত করে আদালতের বিবেককেও।'

২০২১ সালে প্রয়াগরাজে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'যদি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া না মানা হয়, তাহলে আমরা তা মেনে নেব না।' শীর্ষ আদালতের ইঙ্গিত, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যদি আবেদনকারীরা হলফনামা দিয়ে নিশ্চিত করেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপিল করবেন এবং জমির মালিকানা অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করবেন না, তাহলে তাঁদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে যদি তাঁদের আপিল খারিজ হয়, তাহলে বাড়িগুলি ফের তাঁদেরই খরচে ভেঙে ফেলা হবে।

আগের শুনানিতেও আদালত বলেছিল, 'এই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং ভুল বার্তা দেয়।' সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, যা এই ধরনের নির্বিচার উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে।

বিজাপুরে সংঘর্ষে মৃত্যু তিন মাওবাদীর

রায়পুর, ২৫ মার্চ : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে ফের সাফল্য মিলল নিরাপত্তাবাহিনীর। মঙ্গলবার সকালে দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর জেলার সীমানায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন মাওবাদী নিহত হয়। গত পাঁচদিনে এই নিয়ে তৃতীয় অভিযানে সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী।

ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে আগে থেকেই খবর ছিল, দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর সীমানার জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে মাওবাদীরা। খবরের ভিত্তিতে এলাকায় চিরুনিতল্লাশি শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। সকাল ৮টা নাগাদ শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করলে পালটা গুলি চালায় তারাও। গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় অন্তত তিন মাওবাদীর। এখনও পর্যন্ত নিহত তিন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি বন্দুক এবং বিস্ফোরকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে দ্বিতীয় দেহ উদ্ধার

হায়দরাবাদ, ২৫ মার্চ : দু'সপ্তাহ আগে আটকে থাকা এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দেহ মিলল তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গ থেকে! খননকারী যন্ত্র দিয়ে ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে খোঁড়ার সময় কনভেয়র বেল্ট থেকে ৫০ মিটার দূরে একটি দেহ দেখতে পান উদ্ধারকারীরা। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে খোঁড়াখুঁড়ির সময় এক শ্রমিকের দেহ দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাঁর পরিচয় এখনও নিশ্চিত নয়। দুই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হলেও এখনও ছ'জন নিখোঁজ।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বলেও 'সংযত' শিন্ডে

মুম্বই, ২৫ মার্চ : আরও ঘোঁট পাকাল 'গদ্দার' বিতর্ক। একদিকে ক্ষমা না চাওয়ার তত্ত্বে অনড় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান কুণাল কামরা, অন্যদিকে শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডেকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য তাঁকে একযোগে নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির। শিবসেনার সঙ্গে তাল রেখে কুণালের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতারা। বর্তমানে তামিলনাড়ুবাসী কুণালকে হাজিরার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ। সব মিলিয়ে কৌতুক বনাম রাজনীতির সংঘাত বেনজির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দু'দিন চুপ থাকার পর কুণাল কামরার 'গদ্দার' মন্তব্য নিয়ে মুখ খুলেছেন খোদ একনাথ শিন্ডে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিবসেনা ও বিজেপির অন্য নেতাদের চেয়ে 'সংযত' প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কৌতুক নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই। তবে সবের একটা সীমা থাকে। সেই সীমা লঙ্ঘন করেছেন কুণাল কামরা। তাঁর কথায়, 'সবকিছুর একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। নয়তো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবেই। বাকস্বাধীনতা রয়েছে। আমরা ব্যঙ্গ বুঝি। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকে। এটা যেন কারও বিরুদ্ধে বলার জন্য সুপারি নেওয়ার মতো ব্যাপার।'

শিন্ডের প্রতিক্রিয়া কিছুটা নীচু তারে বাঁধা হলেও তাঁর দলের নেতাদের সুর ক্রমশ চড়ছে। শিবসেনা নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী রঘুনাথ পাতিল বলেন, '(কুণাল কামরা) ক্ষমা না চাইলে আমরা আমাদের মতো করে ওঁকে বোঝাব। শিবসেনা ওঁকে ছাড়বে না। আমরা এই অপমান ভুলব না। যখনই গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবেন, বুঝতে পারবেন শিবসেনার ক্ষমতা কতটা।'

কুণাল কাণ্ড

কুণালকে নিশানা করেছেন বিজেপির অভিনেত্রী সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতও। তাঁর কথায়, 'কুণাল কামরার মতো লোকের কী যোগ্যতা রয়েছে? তিনি কীভাবে একনাথ শিন্ডের মতো একজন নেতার সমালোচনা করতে পারেন? কৌতুকের আড়ালে একজনকে হেয় করেছেন। অটোচালক থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শিন্ডে। তাঁর কৃতিত্বকে অবজ্ঞা করা যায় না।'

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু মানুষ বাকস্বাধীনতাকে জন্মগত অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যাতে দেশকে আরও বিভক্ত করা যায়।' কুণালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। শাসক শিবির আক্রমণ শানালেও নিজের অবস্থানে অনড় কুণাল। বারবার বিতর্কে জড়ানো কৌতুক অভিনেতা জানিয়েছেন, তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই।

কারণ, শিন্ডে সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, সেইসব কথা একসময় এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারও বলেছিলেন। বিজেপি ও শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধে এখন মহারাষ্ট্রে সরকারে রয়েছে অজিত পাওয়ারের দল। সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না। আমি যা বলেছি, সেকথা অজিত পাওয়ারও (প্রথম উপমুখ্যমন্ত্রী) একনাথ শিন্ডে (দ্বিতীয় উপমুখ্যমন্ত্রী) সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি ভিড়কে ভয় পাই না এবং খাটের নীচে লুকোব না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকব না।'

ভার্মার বদলির প্রতিবাদে কর্মবিরতি

প্রয়াগরাজ, ২৫ মার্চ : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে। সেই বদলি ঠেকাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। এক বিচারপতির বদলির বিরোধিতায় আইনজীবী সংগঠনের এই নজিরবিহীন পদক্ষেপে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে নিজেদের অবস্থানে অনড় আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য, নগদ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে বিচারপতি ভার্মার। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এমন একজন বিচারপতির এজলাসে সওয়াল করবেন না আইনজীবীরা।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল তিওয়ারি জানান, আইনজীবীদের পাশাপাশি এলাহাবাদ হাইকোর্টের কর্মীরাও বিচারপতি ভার্মার নিয়োগের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। আইনজীবী ও কর্মীদের ২২টি সংগঠন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শুরু থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ গোটা ভারতে আইনজীবীরা এই লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। কোনও সমাধান না মেলা পর্যন্ত আমরা কাজ করব না। ফলাফল যাই হোক না কেন।'

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই এলাহাবাদ হাইকোর্টে কাজে যোগ দেওয়ার কথা বিচারপতি ভার্মার। কিন্তু আইনজীবীদের ক্ষোভ তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মবিরতির কারণে সেই প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দিনকয়েক আগে বিচারপতি ভার্মার দিল্লির বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়। সেই টাকা কোথা থেকে এল, সেই ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেননি বিচারপতি। তাঁর দাবি, ওই টাকা তাঁর নয়। এজন্য পরোক্ষে পূর্ত দপ্তরের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। বিচারপতি ভার্মার যুক্তি, বাড়িতে আগুন লাগার সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। বাসভবনের চাবি ছিল পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশে বিচারপতিদের তদন্ত কমিটি গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। বিচারপতি ভার্মার ফোনকলের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে কমিটি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে দিল্লির এক দমকলকর্তা এবং ৫ পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকা। ওই আধিকারিকদের সঙ্গে বিচারপতি ভার্মা বা তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠের যোগাযোগ ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মদ্যপান নিয়ে স্বাস্থ্যবিমায় হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে স্বাস্থ্যবিমা সংস্থার কাছে তা গোপন করলে পরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেউ মদ্যপানজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, তাঁর বিমার টাকার আবেদন খারিজ করে দিতে পারে সংস্থা। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মামলাটি প্রথমে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এবং জাতীয় উপভোক্তা কমিশনে বিবেচনাধীন ছিল। সেখানে বিমা সংস্থার বিরুদ্ধেই রায় যায়। ওই সময়ে বিমা সংস্থাকে ৫,২১,৬৫০ টাকা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় বিমা সংস্থা। সেই মামলায় উপভোক্তা কমিশনের নির্দেশকে খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, 'মদ্যপানের কথা আড়াল করলে ওই অভ্যাস সংক্রান্ত সমস্যায় চিকিৎসার জন্য বিমার টাকার আবেদন খারিজ করতে পারে সংস্থা।'

শিশমহল খোঁচা রেখার

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর পর দিল্লির মসনদ দখল করেছে বিজেপি। প্রায় তিনদশক পর দিল্লির জন্য বাজেট পেশ করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল আপকে দুর্নীতির খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন তিনি। বিরোধী দলকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা সেগুলি পূরণ করব। আপনারা অন্য রাজ্যের সরকারকে গালিগালাজ দিয়েছিলেন। আমরা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব। আপনারা শিশমহল তৈরি করেছিলেন। আমরা গরিবদের জন্য ঘর তৈরি করব। আপনারা

দিল্লি বাজেট

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সোনার শৌচাগার তৈরি করেছিলেন। আমরা গরিব মানুষদের জন্য শৌচাগার করব।' দিল্লির জন্য এদিন বাজেটে একাধিক ঘোষণা করেন রেখা গুপ্তা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, দিল্লির পর্যটনশিল্পের প্রসারের মতো একাধিক ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে রেখার বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ বাজেট নয়। দিল্লিকে উন্নত করার প্রথম পদক্ষেপ হল এটা। গত ১০ বছর নষ্ট হয়েছে। উন্নয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে দিল্লি পিছিয়ে গিয়েছে। আগের সরকার দিল্লি শহরের আর্থিক স্বাস্থ্য উইপোকার মতো নষ্ট করেছে।'

যমুনা নদী পরিষ্কারের জন্য ১২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৫০ হাজার সিসিটিভি মোতায়েন করার পাশাপাশি সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য কমন পাসের ব্যবস্থাও করা হবে।

যুদ্ধের ছক ফাঁস, অস্বস্তিতে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৫ মার্চ : ইয়েমেনে হুথি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করেছে মার্কিন বায়ুসেনা। কিন্তু সেই অভিযান শুরু হওয়ার আগেই হামলার খুঁটিনাটি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কারণ খুঁজতে গিয়ে যা জানা গিয়েছে তাতে চরম অস্বস্তিতে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবির। এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে খোদ ট্রাম্পকে। তিনি অবশ্য 'আমি কিছু জানি না' বলে গোটা ঘটনার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষা সচিব এবং শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে ইয়েমেন অভিযান নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। ভুলবশত ওই গ্রুপে দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনের

সাংবাদিক জেফ্রি গোল্ডবার্গ

প্রধান সম্পাদককে যুক্ত করা হয়েছিল। ফলে যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য দ্য আটলান্টিকের প্রধান সম্পাদক জেফ্রি গোল্ডবার্গের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। সেই খবর পত্রিকায় প্রকাশ করেন তিনি।

জেফ্রি জানিয়েছেন, ১৫ মার্চ ইয়েমেনে হামলা চালায় মার্কিন সেনা। সেই হামলার দু'ঘণ্টা আগে সামরিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল অস্ত্রের তালিকা, লক্ষ্যবস্তু ও সময় সংক্রান্ত তথ্য। জেফ্রির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৫ মার্চ দুপুর ২টোর কিছুক্ষণ আগে বিশ্ব জানতে পারে যে আমেরিকা ইয়েমেনে হুথিদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। কিন্তু প্রথম বোমা ফেলার দু'ঘণ্টা আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে আক্রমণ হতে চলেছে। এর কারণ, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে আমাকে যুদ্ধ পরিকল্পনাটি টেক্সট করেন। পরিকল্পনায় অস্ত্রের প্যাকেজ, লক্ষ্যবস্তু এবং সময় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল।'

সাংবাদিকের দাবিতে চাঞ্চল্য ছড়ায় সরকারের অন্দরে। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই তদন্তেই হোয়াটসঅ্যাপ ভ্রান্তির কথা জানা গিয়েছে। জেফ্রির দাবি ঠিক ছিল বলে মেনে নিয়েছেন ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা মুখপাত্র ব্রায়ান হিউজ। ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, সিআইএ-র ডিরেক্টর জন র‍্যাটক্লিফ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুলসী গাবার্ড, ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট, হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলস এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

স্বাস্থ্য-শিক্ষায় জুটি শচীন-গেটসের

মুম্বই, ২৫ মার্চ : জুটি বেঁধে সমাজসেবায় নামলেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার এবং মাইক্রোসফটের প্রাক্তন সিইও বিল গেটস। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে যাচ্ছেন তাঁরা। সোমবার সন্ধ্যায় শচীন নিজেই সমাজমাধ্যমে এই কথা জানান।

এই নিয়ে সোমবার একটি ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন শচীন। সেখানে স্ত্রী অঞ্জলি ও বিল গেটসকে সঙ্গে নিয়ে দুটি টি-শার্টে স্বাক্ষর করতে দেখা যায় তাঁকে। টি-শার্টের একটি ছিল গেটস ফাউন্ডেশনের, অন্যটি তেন্ডুলকার ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে শচীন ও অঞ্জলি বানিয়েছিলেন এই ফাউন্ডেশন।

শেয়ার করা ভিডিওটির ক্যাপশনে শচীন লেখেন, 'খেলা আমাদের টিমওয়ার্ক শেখায়, জীবনেও

সেটা অত্যন্ত জরুরি।' ভিডিওটি প্রকাশের পর তাতে 'লাইক' দেন মাইক্রোসফটের বর্তমান সিইও সত্য নাদেলাও। অনেকেই ভেবেছিলেন এটি কোনও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্পের অংশ। কিন্তু পরে জানা যায় শচীনদের উদ্যোগ নিছক মানবকল্যাণমূলক।

ভিডিওতে শচীন ও গেটস মজার ছলে একটি নতুন খেলার কথা জানান, যার নাম 'ক্রেনিস'। এই খেলাটি ক্রিকেট ও টেনিসের সংমিশ্রণ। গেটস টেনিস খেলার ভঙ্গিতে ব্যাট ধরার সময় শচীন হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বিল, আমি বলেছিলাম ক্রেনিস—একটু ক্রিকেট, একটু টেনিস!'

অন্যদিকে গেটসও অন্য একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে মুম্বইয়ের রাস্তায় বেঞ্চে বসে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শচীনের সঙ্গে 'বড়া পাও' খেতে। ভিডিওর শেষে লেখা ছিল, 'সার্ভিং সুন।'

বহির্জাত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূমিরূপ

এপ্রিলের শুরুতেই এই বছরের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আরম্ভ হতে চলেছে। এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল।

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

১) পর্যায়ন কাকে বলে?
উত্তর : ক্ষয়, পরিবহণ এবং সঞ্চয় কাজের মাধ্যমে অসমতল ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতি সমতলভাগে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পর্যায়ন বলে। এক কথায় বলা যায়, অবরোহণ এবং আরোহণের সম্মিলিত ফল হল পর্যায়ন।

২) ড্রামলিন কাকে বলে?
উত্তর : হিমবাহ অধ্যুষিত বোল্ডার ক্লে অঞ্চলে হিমবাহ বাহিত সঞ্চয়ের দ্বারা সৃষ্ট উলটানো নৌকা বা চামচের মতো যেসব ঢিবি পাদদেশে তৈরি হয় তাদের এক কথায় ড্রামলিন বলে।

৩) নদীর ষষ্ঠঘাতের সূত্র কী?
উত্তর : নদীবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের পরিমাণ নদীর গতিবেগের ষষ্ঠঘাতের সমানুপাতিক। নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হয়ে গেলে তার বহন ক্ষমতা ৬৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। গতিবেগের সঙ্গে নদীর বহন ক্ষমতার এই অনুপাতকে ষষ্ঠঘাতের সূত্র বলে।

৪) লোয়েস সমভূমি কী?
উত্তর : বায়ুর পরিবহণ ও অবক্ষেপণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল লোয়েস সমভূমি। লোয়েস কথাটির অর্থ স্থানচ্যুত বস্তু। ০.০৫ মিমির কম ব্যাসযুক্ত অতি সূক্ষ্ম বালুকণা বা মাটির কণা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী কোনও নীচু স্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠন করে তাকে লোয়েস সমভূমি বলে।

৫) গ্রাব রেখা কাকে বলে?
উত্তর : পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় ক্ষয় পাওয়া শিলাখণ্ড, নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি হিমবাহের সঙ্গে বাহিত হয়ে উপত্যকার বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত এসব শিলাস্তূপকে গ্রাব রেখা বলে।

৬) পুঞ্জিত ক্ষয় বলতে কী বোঝো?
উত্তর : পার্বত্য ঢাল বরাবর অঞ্চলে শিলার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হলে মৃত্তিকা ও অন্যান্য শিলাজাত পদার্থ আলগা বা শিথিল হয়ে পড়ে। তখন ওই শিথিল বা আলগা মৃত্তিকা ও শিলাজাত পদার্থ পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পাহাড়-পর্বতের ঢাল বরাবর সমষ্টিগতভাবে নিম্নে পতিত হলে বা ভেঙে পড়লে তাকে পুঞ্জিত ক্ষয় বলে।

৭) অবরোহণ প্রক্রিয়া কাকে বলে?
উত্তর : যেসব প্রক্রিয়া দ্বারা ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় ও ক্ষয়জাত পদার্থের অপসারণ দ্বারা ভূমিরূপের উচ্চতার হ্রাস ঘটে সেসব প্রক্রিয়াকে একত্রে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে।

৮) নদী গ্রাস কাকে বলে?
উত্তর : কোনও জলবিভাজিকা থেকে নির্গত পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত দুটি নদী ক্রমশ উৎসমুখী ক্ষয় বা মস্তক ক্ষয় করতে থাকে। কালক্রমে যে নদীটি বেশি শক্তিশালী সেই নদীটি অন্য নদীটির মস্তক দেশের অংশবিশেষ গ্রাস করে। এই ঘটনাকে বলা হয় নদী গ্রাস।

৯) জলবিভাজিকা কী?
উত্তর : যে উচ্চভূমি পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা ততোধিক নদী অববাহিকাকে বা নদী গোষ্ঠীকে পৃথক করে, তাকে জলবিভাজিকা বলে।

১০) হিমরেখা কী?
উত্তর : অত্যধিক শীতলতার জন্য যে সীমারেখার উপরে সারাবছর বরফ থাকে এবং যে রেখার নীচে বরফ গলে জলে পরিণত হয়, সেই রেখাকে হিমরেখা বলে।

১১) র‍্যান্ড ক্লাফট কী?
উত্তর : মেরু অঞ্চলে সার্কের পিছনের মস্তক প্রাচীর দিনেরবেলা সূর্যের তাপে উষ্ণ হয়ে তাপ বিকিরণ করে এবং সার্কের হিমবাহ বেশ কিছুটা গলে যায়। ফলে হিমবাহ ও প্রাচীর পৃষ্ঠের মধ্যে একটি ফাঁকের সৃষ্টি হয়। এই ফাঁকা অংশটিকে বলে র‍্যান্ড ক্লাফট।

১২) বার্গস্রুন্ড কী?
উত্তর : পর্বতের খাড়া ঢাল বরাবর হিমবাহ নামার সময় অনেক হিমরাশির টানে পর্বতগাত্র ও হিমবাহের মধ্যে গভীর ও সংকীর্ণ ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই ফাটলকে বলে বার্গস্রুন্ড।

১৩) লেভি কী?
উত্তর : নদীতে প্লাবন হওয়ার সময় নদীখাতের ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবাধিক পরিমাণে পলি জমা হয়। এভাবে একাধিকবার পলি সঞ্চিত হতে হতে নদী এবং প্লাবনভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটু বেশি উচ্চতা সম্পন্ন ভূমির সৃষ্টি হয়। একে বলে স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি।

১৪) বাজাদা কাকে বলে?
উত্তর : অবনত ভূমির চারদিকে পর্বতের পাদদেশে সৃষ্ট পলল শঙ্কু বা পলল পাখাগুলি ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে করতে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উচ্চভূমি ও প্লায়া হ্রদের মাঝে যে মৃদু ঢালবিশিষ্ট ভূমি গঠন করে, তাকে বাজাদা বলে।

১৫) নিক পয়েন্ট কী?
উত্তর : ভূমির পুনর্যৌবন লাভের ফলে নদী উপত্যকার নতুন ঢাল ও পুরোনো ঢালের সংযোগস্থলে যে খাঁজ তৈরি হয়, তাকে নিক পয়েন্ট বলে।

১৬) আইস সেলফ বলতে কী বোঝো?
উত্তর : যে পুরু বরফের চাদর বা আস্তরণের একদিক ভূমিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বাকি অংশ সমুদ্রে ভাসমান থাকে, সেই বরফের আস্তরণকে আইস সেলফ বলে।

১৭) আর্গ কী?
উত্তর : বিশালাকার অঞ্চলজুড়ে কেবলমাত্র বালি দ্বারা গঠিত অঞ্চলকে সাহারা মরুভূমিতে 'আর্গ' বলে। তুর্কিস্তানে একেই 'কুম' বলে।

১৮) ধ্রিয়ান কাকে বলে?
উত্তর : মরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তনের ফলে বালি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যায়। এই ধরনের বালিয়াড়িকে বলে অস্থায়ী বা চলমান বালিয়াড়ি। রাজস্থানের থর মরুভূমি অঞ্চলে এই চলমান বালিয়াড়িকেই ধ্রিয়ান বলে।

১৯) কিউসেক ও কিউমেক কী?
উত্তর : নদীর জলপ্রবাহ পরিমাপ করার একক হল কিউসেক ও কিউমেক। নদীর নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘন ফুট জল পরিবাহিত হয়, তাকে কিউসেক এবং যত ঘন মিটার জল পরিবাহিত হয় তাকে কিউমেক বলে।

২০) ঝুলন্ত উপত্যকা কাকে বলে?
উত্তর : পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান হিমবাহ উপত্যকার ওপর দুই পাশ থেকে এসে পড়া উপহিমবাহের উপত্যকাগুলিকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে।

উদাহরণ : বদ্রীনাথ-এর কাছে ঋষিগঙ্গা উপত্যকা, এরকম একটি ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।

জানার বিষয়

- নদী সংক্রান্ত আলোচনাকে নদীবিদ্যা বা 'পোটামোলজি' বলে।
- ভূমিরূপ বিদ্যায় 'গ্রেড' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ভূ-বিজ্ঞানী গিলবার্ট।
- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতটির নাম ভেনেজুয়েলার অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত।
- শিলাময় মরুভূমির নাম হামাদা।
- গ্রেট গ্রিন ওয়ালের সঙ্গে আফ্রিকার ১১টি দেশ জড়িত।
- ভারতের মরুভূমি গবেষণাকেন্দ্র রাজস্থানের যোধপুর শহরে রয়েছে।
- ভারতের একটি শীতল মরুভূমির নাম হল লাদাখ।
- তীক্ষ্ণ আকারের ইয়ারদাংকে নিডিল বলে।
- পেডিপ্লেন ভূমির নামকরণ করেন এল. শি. কিং
- পৃথিবীর বৃহত্তম ফিওডের নাম গ্রিনল্যান্ডের স্কোরশবি সাউন্ড ফিওর্ড।
- দুটি কেটলের মধ্যবর্তী অংশ হল নব।
- ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত একটি নিমজ্জিত দ্বীপের নাম হল নিউমুর।
- মুর্শিদাবাদের মতিঝিল বিখ্যাত অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ।
- ষষ্ঠঘাত সূত্রের প্রবক্তা W. Hopkins
- ছত্তিশগড়ের ইন্দ্রাবতী নদীর চিত্রকূট জলপ্রপাতকে ভারতের নায়াগ্রা বলে।

বিষয় পরিচিতি
জিআইএস

উচ্চমাধ্যমিকের পরেই শুরু হয় বিষয় নির্বাচনের পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনার ওপরেই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের সোপান। গতানুগতিক বিষয় তো রয়েছেই, তার সঙ্গে নতুন বিষয় সম্পর্কেও জেনে রাখা প্রয়োজন। আজকে আলোচনার বিষয় জিআইএস।

ডঃ তুহিন দে রায়
শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ
শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়

জিআইএস বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক একটি বিষয়। এটি আসলে ভূগোল, মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা, রিমোট সেন্সিং, ভূগণিত, জরিপকার্য, কম্পিউটার বিজ্ঞান, স্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞানের শাখার বা পাঠ্য বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রযুক্তি।

ক্রমবর্ধমান বিশ্বে এর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষার পাঠক্রম ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জিআইএস যুক্ত হয়েছে।

নিম্নলিখিত লেখা স্কুল এবং কলেজ উভয় শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে -

জিআইএস কী ?

সবার প্রথমেই আমাদের জানতে হবে 'জিআইএস'-এর সংজ্ঞা। 'জিআইএস' হল তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। 'জি', 'আই', 'এস'।

আমরা পর্যায়ক্রমে এই তিনটি অক্ষরের অর্থ বোঝার চেষ্টা করব।

'জি'-এর অর্থ কী?

জিআইএস-এর জি হল 'জিওগ্রাফিক'। আমরা যদি একটু ভেঙে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব 'জিও' মানে হল 'ভূ' আর 'জিওগ্রাফিক' কথার অর্থ হল 'ভৌগোলিক'।

এখানে উল্লেখ্য একটা বিষয় রয়েছে 'জিওগ্রাফিক' বলতে অনেকে 'জিও স্পেস' বলেও উল্লেখ করেছেন।

কী এই 'জিও স্পেস'?

'জিও স্পেস' বললে শুধুমাত্র পৃথিবীকে বোঝায় অর্থাৎ 'জিওগ্রাফিক' বা 'জিও স্পেস'-এর আওতায় পড়ে শুধুমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ, এবং বায়ুমণ্ডল।

'Space' বললে 'পৃথিবী' আসতে পারে আবার 'মঙ্গল' গ্রহও আসতে পারে। কিন্তু 'Geo-Space' বললে শুধুমাত্র 'পৃথিবী' বোঝায়।

এক কথায় বলা যায় জিআইএস শুধুমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

'আই'-এর অর্থ কী?

জিআইএস বিষয় এর 'I' হল 'Information'. 'Information'-এর বাংলা হল 'তথ্য'।

কিছু বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেমন আমাদেরকে বুঝতে হবে 'Data' এবং 'Information'-এর মধ্যকার পার্থক্য।

'Data' মানে হল 'উপাত্ত'। শুধুমাত্র 'উপাত্ত' (Data) নিজে থেকে কোনও অর্থ বহন করে না। উপাত্তকে কোনও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি অর্থবহভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তবেই তা তথ্যে পরিণত হয়। বিভিন্ন উপাত্ত বা ডেটা থেকে পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ (Statistical Analysis) করে নিম্নলিখিতি 'তথ্য' (Information) বের করতে পারি।

সহজ কথায়, 'উপাত্ত' (Data) থেকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'তথ্য' (Information) আহরণ করা হয়ে থাকে।

'S'-এর অর্থ কী?

জিআইএস ক্ষেত্রে 'এস' জটিল একটি বিষয় খুবই ঝামেলাদায়ক একটি ব্যাপার। বিভিন্ন গবেষক এবং প্রতিষ্ঠান এই 'S'-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বর্তমানে

'S'-এর চারটি অর্থ প্রচলিত আছে।

'S' হতে পারে Science/ System/Service/ Studies।

অর্থাৎ 'GIS' হতে পারেঃ

Geographic Information Service (GiService)

'Service' হল সেবা। আর 'সেবা' হল অন্যের জন্য সম্পাদিত কোনও কর্ম বা দায়িত্ব। যেমনঃ চিকিৎসা সেবা বা সরকারি চাকরি। এইটা আবার বাণিজ্যিক সেবাও হতে পারে। যেমনঃ কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি বা ব্যবসা করা।

আজকাল অনেকেই বিভিন্ন সফটওয়্যার বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'GIS' নিয়ে কর্মরত আছেন। আবার সাম্প্রতিক সময়ে নতুন এক ধারণার জন্ম হয়েছে, যাকে বলা হয়ে থাকে-'Crowd-Sourcing' বা 'Volunteered Geographic Information (VGI)'। এইগুলো হল স্বেচ্ছাসেবামূলক 'জিআইএস'। এর উদাহরণ হলঃ 'Wikimapia' বা 'OpenStreetMap'

এই ধরনের নানাবিধ 'GIS' ভিত্তিক সেবা-সমূহকেই বিভিন্ন গবেষকরা 'GIService' হিসাবে অভিহিত করে আসছেন।

Geographic Information Studies (GIStudies)

'Study' হল পাঠ বা অধ্যয়ন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'GIS'-কে ঘিরে অসংখ্য শিক্ষক, ছাত্র এবং গবেষকরা কর্মরত আছেন।

সচরাচর 'GIStudies' বলতে বোঝানো হয়ে থাকে, সমাজের ভৌগোলিক তথ্যের নিয়মাবদ্ধ (Systematic) ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একটি এলাকার কোন কোন ভবনগুলো ভূমিকম্পে অরক্ষিত, তা নানাবিধ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে বের করা।

এই ধরনের বাস্তবধর্মী গবেষণা বা কর্মকাণ্ডকে অনেকেই 'GIStudies' বলতে চাচ্ছেন।

Geographic Information Science (GIScience)

ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান(Science)।

Geographic Information System (GISystem)

'System' হল 'ব্যবস্থা' বা 'পদ্ধতি'। 'GISystem' হল হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, উপাত্ত, জনসাধারণ (People), সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সংবলিত এমন একটি সুবিন্যস্ত-ব্যবস্থা যা পৃথিবীর এলাকা/অঞ্চল-সমূহের তথা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রচার করে থাকে।

এই GISystem-এর চারটি উপাদান বা অংশ রয়েছে -

তথ্য আহরণ (Input): উপাত্ত সংগ্রহ করা। যেমনঃ মানচিত্র, পরিক্রমিত মানচিত্র (Scanned Map), আকাশস্থ ছবি (Aerial Photos), উপগ্রহ চিত্র (Satellite Images), জরিপ (Survey) ইত্যাদি।

সংরক্ষণ (Storage): উপাত্ত-ভাণ্ডারে (Database) উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখে। দরকার হলে ইহা হালনাগাদ (Update), সম্পাদন (Edit), অনুসন্ধান (Query) এবং পুনরুদ্ধার (Retrieval) করা হয়।

বিশ্লেষণ (Analysis):

বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত থেকে তথ্য বের করা। যেমনঃ রূপান্তর (Transformation), প্রতিমালেপ (Modelling), Spatial Statistics ইত্যাদি। *(চলবে)*

প্রশ্নোত্তরে ক্রোমোজোম ও জিনের খুঁটিনাটি

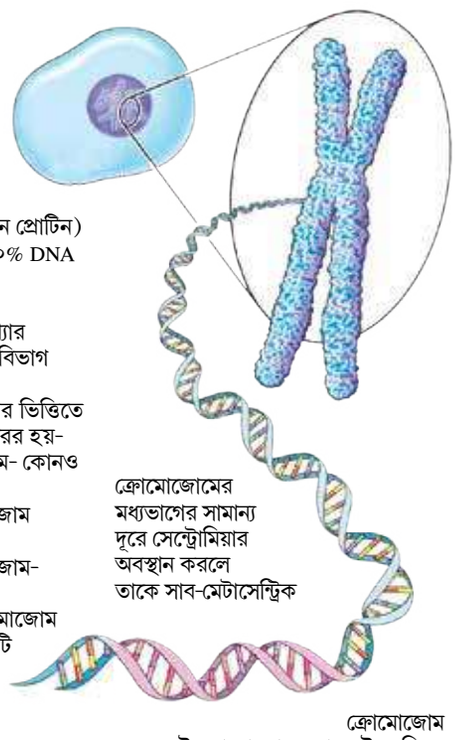

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

১) ক্রোমোজোম কাকে বলে?
উ:- কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত জিন বহনকারী, স্বপ্রজননশীল সূত্রাকার অংশ যা গঠনগতভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন এবং কার্যগতভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও নিয়ামক এবং যা মাতৃকোষে থেকে অপত্যকোষে জননের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় তাকে ক্রোমোজোম বলে।

২) জিন কী?
উ:- জিন হল একটি ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত, নির্দিষ্ট নিউক্লিয়টাইড-এর সজ্জারীতি সম্পন্ন, DNA-র কার্যক্ষম অংশ যা নির্দিষ্ট পলিপেপটাইড সংশ্লেষের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৩) ইউক্রোমাটিন কাকে বলে?
উ:- কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় অপেক্ষাকৃত প্রসারিত, হালকা বর্ণে রঞ্জিত সক্রিয় জিন সমন্বিত ও ক্রসিং ওভারে অংশগ্রহণকারী ক্রোমাটিনকে ইউক্রোমাটিন বলে।

৪) হেটারোক্রোমাটিন কাকে বলে?
উ:-কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় বর্তমান, গাঢ় বর্ণ গ্রহণকারী নিষ্ক্রিয় ক্রোমাটিনকে হেটেরোক্রোমাটিন বলে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার, টেলোমিয়ার, নিউক্লিওলার অর্গানাইজার অংশে হেটারোক্রোমাটিন দেখা যায়।

৫) অটোজোম কাকে বলে?
উ:- যে সমস্ত ক্রোমোজোম জীবের দেহজ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের অটোজোম বলে। মানুষের দেহকোষে 22 জোড়া বা 44টি অটোজোম থাকে।

৬) অ্যালোজোম বলতে কী বোঝো?
উ:- অটোজোম ব্যতীত যে সমস্ত ক্রোমোজোম উন্নত জীবের লিঙ্গ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে তাদের অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে।

মানুষের অ্যালোজোম দুই প্রকারের হয় যথা Xএবং Y, পুরুষের একজোড়া অ্যালোজোম হল XY এবং মহিলার একজোড়া অ্যালোজোম হল XX।

৭) হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম কাকে বলে?
উ:- এক বা একাধিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ক্রোমোজোমের সেটকে হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলে।

এটিকে n দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম যুক্ত কোষকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন মানুষের জনন কোষ হল হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির কোষ, এর ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩টি

৮) ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলতে কী বোঝো?
উ:-দুটি হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমকে একত্রে ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলে। যেখানে প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্রোমোজোম জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এটিকে 2n দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমযুক্ত কোষকে ডিপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন মানুষের দেহকোষ হল ডিপ্লয়েড কোষ, এর ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬টি।

৯) জিনোম কী?
উ:- কোন জীবের হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের সমষ্টিকে ওই জীবের জিনোম বলে।

১০) ক্রোমোজোম কীভাবে সৃষ্টি হয়?
উ:-কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস থেকে জল বিয়োজিত হওয়ার ফলে নিউক্লিয়প্লাজমের মধ্যে থাকা নিউক্লিয় জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকাগুলি কুণ্ডলীকৃত ও ঘনীভূত হয়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে স্থূল হয়ে ক্রোমোজোম গঠন করে।

১১) ক্রোমাটিড কী?
উ:-প্রতিটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি সূক্ষ্ম সুতোর মতো অংশ নিয়ে গঠিত, তাদের ক্রোমাটিড বলে। ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে।

১২) ক্রোমনিমাটা কী?
উ:- প্রতিটি ক্রোমাটিড আবার দুটি করে সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা গঠিত এদের ক্রোমনিমাটা বলে (এক বচনে ক্রোমনিমা)

১৩) প্যারানেমিক কুণ্ডলী কাকে বলে?
উ:-ক্রোমাটিডে অবস্থিত ক্রোমনিমা তন্তুদ্বয় যদি পাশাপাশি থেকে কুণ্ডলীকৃত হয় ও তাদের সহজে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়, তখন তাদের প্যারানেমিক কুণ্ডলী বলে।

১৪) প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলতে কী বোঝো?
উ:- ক্রোমাটিডে অবস্থিত ক্রোমাটিন তন্তু দুটি যদি এমনভাবে পেঁচিয়ে থাকে যার ফলে তাদের সহজে পৃথক করা যায় না, তখন ওই কুণ্ডলীকে প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলে।

১৫) মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক খাঁজ বলতে কী বোঝো?
উ:- সাধারণত ক্রোমোজোমের মাঝবরাবর স্থানে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত, হেটারোক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত অরঞ্জিত স্থানকে মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক খাঁজ বলে।

১৬) গৌণ খাঁজ বলতে কী বোঝো?
উ:-ক্রোমোজোমে মুখ্য খাঁজ ব্যতীত অপর কোনও খাঁজ থাকলে তাকে গৌণ খাঁজ বলে।

১৭) নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বা NOR কাকে বলে?
উ,:- কোষ বিভাজনের টেলোফেজ দশায় গৌণ খাঁজ অঞ্চলের DNA নিউক্লিওলাস পুনর্গঠনে সাহায্য করে তাই একে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বা NOR বলে।

১৮) স্যাট ক্রোমোজোম কী?
উ:- কোন কোন ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ার অঞ্চলে গৌণ খাঁজের পরবর্তী অংশ বালবের ন্যায় স্ফীত হয় একে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট ক্রোমোজোম বলে।

১৯) টেলোমিয়ার কাকে বলে?
উ:- ক্রোমোজোমের দুই প্রান্তদেশকে টেলোমিয়ার বলে। এর কাজ দুটি ক্রোমোজোমকে প্রান্ত বরাবর জুড়ে যেতে বাধা দেওয়া।

২০) ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদানগুলি কী কী?
উ:- ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদানগুলি হল-
i) প্রোটিন (ক্ষারীয় হিস্টোন ও আম্লিক নন হিস্টোন প্রোটিন)
ii) নিউক্লিক অ্যাসিড (৯০% DNA ও ১০% RNA,) এবং
iii) কিছু ধাতব আয়ন

২১) সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিভাগ করো?
উ:-ক্রোমোজোমের সংখ্যার ভিত্তিতে সেন্ট্রোমিয়ার নিম্নলিখিত প্রকারের হয়-
i) আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- কোনও সেন্ট্রোমিয়ার নেই।
ii) মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম -সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা একটি
iii) ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা দুটি
iv) ওলিগোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম -সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা ৩-১০টি
v) পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা দশের অধিক

২২) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ কতরকম হয়?
উ:-সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোম নিম্নলিখিত চার প্রকারের হয়-
i) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান যখন ক্রোমোজোমের মাঝবরাবর হয় তখন তাকে মেটাসেন্টিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো হয়।
ii) সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- ক্রোমোজোমের মধ্যভাগের সামান্য দূরে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করলে তাকে সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'L' অক্ষরের মতো হয়।
iii) আক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- যখন সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশের কাছাকাছি অবস্থান করে তাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'J' অক্ষরের মতো হয়।
iv) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- যখন ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের এক প্রান্তে অবস্থান করে তখন তাকে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'I' অক্ষরের মতো হয়।

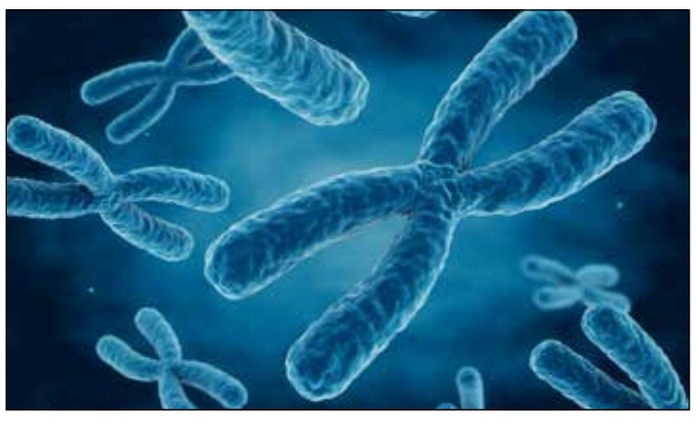

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ির মর্নিং স্টার স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী জান্নাতুন নুর ২০২৪ সালের মিশন ওয়ান ওয়ার্ল্ড মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে।

রেলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনকে অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার দাবি সহ একগুচ্ছ রেল পরিষেবার দাবিতে রেলের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিল ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা। এ নিয়ে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি পুরোনো বাজারে নাগরিক চেতনার তরফে জরুরি বৈঠক করা হয়। ঠিক হয়েছে একাধিক রেল পরিষেবার দাবিতে ৯ এপ্রিল ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে পথসভা করা হবে। এছাড়া ময়নাগুড়ি দোমোহনিতে রেলের পতিত জমিতে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল তৈরি কিংবা রেলের বড় ওয়ার্কশপ গড়ার কথা জানিয়ে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হবে। নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের বক্তব্য, 'বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আমাদের আন্দোলন আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৈঠক

মালবাজার, ২৫ মার্চ : রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মালবাজার শহরে তিনদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সেই নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করল মালবাজার সাংস্কৃতিক সংস্থা। ১০, ১১, ১২ মে মালবাজার কলোনি ময়দানে হবে সেই অনুষ্ঠান। পাশাপাশি সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন, যেমন খুশি সাজো সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। থাকছে পুরস্কার ও শংসাপত্র।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির কোষাধ্যক্ষ শম্ভুনাথ দত্তর কথায়, 'পুর ও ব্লক স্তরে সরকারি ছাত্র-যুব উৎসব বন্ধ হওয়ার পর নিজের প্রতিভা প্রদর্শন করার মঞ্চ ছিল না মালবাজারে। সেজন্যই আমরা এই আয়োজন করছি। এটা আমাদের ৩৯তম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।'

মালবাজারের দুই স্কুলে লাগামছাড়া ফি

প্রাথমিকে ভর্তি করতে মাথায় হাত

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৫ মার্চ : অন্যান্য সরকারি প্রাথমিক স্কুলে বিনামূল্যে পড়াশোনা হলেও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী মাল শহরের দুই সরকারি প্রাথমিক স্কুল। সেখানে সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেওয়া হচ্ছে বার্ষিক ফি। সেটাও আবার মাত্রাছাড়া। হিন্দিমাধ্যমের এই সরকারি প্রাথমিক স্কুলের ওপর নির্ভরশীল মাল শহর তথা পার্শ্ববর্তী চা বাগানের ছেলেমেয়েরা। যদিও জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক শ্যামল রায় বলেন, 'এমন কোনও অভিযোগ এখনও আসেনি। তবুও সংশ্লিষ্ট ব্লকের এসআইকে বলব বিষয়টি খতিয়ে দেখতে।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকার অনুমোদিত কোনও প্রাথমিক স্কুল খরচ বাবদ পড়ুয়াদের থেকে কোনও ফি নিতে পারে না। এমনকি নতুন ভর্তির সময়েও সেই ফি নেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। তবে সরকারি নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে ছাত্রদের থেকে বার্ষিক ফি বাবদ নেওয়া হচ্ছে ১৩০০ টাকা। সেই নির্দেশ স্কুলের নোটিশ বোর্ডে লাগিয়েছে বিএল মিশন প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেই নির্দেশিকায় আছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোক লাকড়ার স্বাক্ষরও। তাঁর কথায়, 'স্কুলে কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। ঊর্ধ্বতন মহলে অনেকবার বলা হলেও কোনও শিক্ষক পাঠায়নি। সেজন্যই স্কুল সচল রাখতে কিছু ফি নিতে হয়।'

ওই স্কুলে ১৪০ জন ছাত্র পড়াশোনা করছে। মধ্যাহ্নভোজন, ইউনিফর্ম সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিনামূল্যে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। তবে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি সব প্রকল্পে ছাত্ররা লাভবান হলেও স্কুলে নেই কোনও স্থায়ী শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকও অস্থায়ী। স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির তরফে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এমনই অবস্থা স্কুলটির। এ ব্যাপারে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ফাদার অসওয়াল্ড খালকো বলেন, 'আমি নতুন এসেছি। শিক্ষক সংকটের বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানাব।'

শিক্ষায় সংকট

- সরকারি নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে ১৩০০ টাকা বার্ষিক ফি নিচ্ছে বিএল মিশন প্রাথমিক স্কুল
- পুষ্পিকা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ফি বাবদ নিচ্ছে ২৩০০ টাকা
- দুই স্কুলেই সরকারের তরফে সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়
- তা সত্ত্বেও এমন মাত্রাছাড়া ফি-তে চিন্তিত অভিভাবকরা

অন্যদিকে, পুষ্পিকা বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক অভিভাবক গিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়ে কথাবার্তা বলতে। স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে গিয়ে তিনি ভর্তির প্রক্রিয়া জানতে চান। সে সময়ে স্কুলের এক শিক্ষিকা জানান, অন্য স্কুল থেকে এসে ভর্তি হলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য নথিপত্র প্রয়োজন। সেইসঙ্গে বার্ষিক ফি ও ভর্তির ফি'র কথা জানতে পেরে মাথায় হাত সেই অভিভাবকের। ভর্তি ও বার্ষিক ফি বাবদ মোট ২৩০০ টাকা দাবি করা হয়েছে।

ওই স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর অভিভাবকের কথায়, সরকারের নির্দেশমতো বিনামূল্যে পড়াশোনা হয় না এখানে। ক্লাস বিশেষে বার্ষিক ফি বাবদ ১০০০-১৩০০ টাকা নেওয়া হয়। নতুন ভর্তির সময় সেটাই হয় ২৩০০ টাকার কাছাকাছি। যদিও এই বিষয়ে লিখিত কোনও নির্দেশিকা স্কুলে দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে জানতে ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জুলিয়ানা টোপ্পোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

যদিও সূত্রের খবর, পুষ্পিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা নেই। নেই কোনও স্থায়ী সহকারী শিক্ষিকা। এই স্কুলেও সরকারের তরফে সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। তবে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে স্থানীয় মহলে। এ ব্যাপারে এবিটিএ'র তরফে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। সেক্ষেত্রে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এই ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না।'

বিজেপির মাল টাউন সভাপতি তথা প্রাথমিক শিক্ষক নবীন সাহার বক্তব্য, 'গ্রামের স্কুলে যদি বিনামূল্যে সব পড়াশোনা হতে পারে তাহলে এই দুই স্কুলে কেন হবে না? কেন প্রশাসন সব দেখেও পদক্ষেপ করছে না?

পাড়ায় পাড়ায়

বেহাল রাস্তা, নেই পথবাতি

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : রাস্তায় সহজে টোটো আসতে চায় না। আসলেও দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হয় বাসিন্দাদের। এমনই বেহাল অবস্থা রাস্তার। কথা হচ্ছে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের জলপাইগুড়ি শহরে জীবন বিমা নিগমের উলটোদিকে আটার মিল যাওয়ার রাস্তাটির। কয়েক বছর ধরে রাস্তা মেরামত না হওয়ায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে নীচের পাথর বেরিয়ে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুমন বসু বলেন, 'পথবাতি থাকলেও সেটির আলো এতটাই কম যে, রাতে হেঁটে ওই রাস্তায় চলাচল করা খুব মুশকিল।' অপর এক বাসিন্দা শ্যামল সাহা জানালেন, বৃষ্টি হলে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে অসুবিধা হয়। কাউন্সিলার পৌষালি দাসের বক্তব্য, 'রাস্তা সংস্কারের ডিপিআর শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে।'

তথ্য : পূর্ণেন্দু সরকার

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার রাত ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজেটিভ	-	১
বি পজেটিভ	-	১
ও পজেটিভ	-	১
এবি পজেটিভ	-	০

সাদা পোশাকে পুরোনো মাছ বাজারে টহলদারি পুলিশের। মঙ্গলবার দুপুরে।

বাজার থেকে চুরি বাক্সবন্দি মাছ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : অবিক্রীত মাছ বাজারে বাক্সবন্দি করে রেখে দেন ব্যবসায়ীরা। দৈনন্দিন বাজারে এটাই সাধারণত রীতি। বাজার থেকে সেই বাক্সবন্দি মাছ চুরি যাওয়ার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ি পুরোনো বাজারে। এই ঘটনাকে ঘিরে ওই বাজার সহ শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নজরে আসতেই এদিন দুপুরেই ওই বাজারের মাছ ব্যবসায়ীরা ময়নাগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান।

ময়নাগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, রোজই মাছ বিক্রির শেষে অবিক্রীত মাছ ব্যবসায়ীরা বাজারেই বাক্সবন্দি করে রেখে যান। ওই বাক্সবন্দি মাছের সঙ্গে মাছ কাটার বঁটি সহ আনুষঙ্গিক উপকরণও রেখে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে মাছ ব্যবসায়ীরা যথারীতি সেই বাক্স খুলে মাছ বের করে ফের বাজারে পসরা সাজিয়ে বসেন। আগাগোড়া এটাই রীতি। এই বাজারে কোনও নৈশপ্রহরী নেই বলে বাজার সূত্রে খবর। ময়নাগুড়ি পুরোনো বাজারের মাছ বিক্রেতা উবল দাসের কথায়, 'মঙ্গলবার সকালে বাজারে দোকান খুলতে এসে দেখি মাছের বাক্স খোলা। শিঙি, কই, শোল, মাগুর এবং রুই মাছ মিলিয়ে মোট ১৫ কিলোগ্রাম মাছ উধাও।' আরেক মাছ বিক্রেতা নিতাই দাসেরও একইভাবে বাক্স ভেঙে পাঁচ কিলোগ্রাম পাবদা মাছ চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ। আরেক মাছ বিক্রেতা মোহিত দাসের মাছ কাটার বড় বঁটিও চুরি যায়।

এর মধ্যেই দুপুর নাগাদ ময়নাগুড়ি পুরোনো বাজারে মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে খবর আসে পাশের নতুন বাজারে খুব কম দামে কয়েকজন মাছ বিক্রি করছেন। মাছ ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগুড়ি থানায় বিষয়টি জানান। এরপর ময়নাগুড়ি পুলিশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওই বাজারে হানা দেয়। কিন্তু সেখানে ওই সময় গিয়ে কাউকেই পাওয়া যায়নি। চুরি যাওয়া মাছ বা বঁটিরও কোনও হদিস মেলেনি।

পুরোনো বাজার ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশীল দাস বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই এভাবে বাজার থেকে অল্পবিস্তর মাছ চুরির ঘটনা ঘটছিল। সোমবার রাতে বেশি পরিমাণ মাছ চুরি যাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। আশা করছি, পুলিশ দ্রুত এ ব্যাপারে সুরাহা করবে।'

পড়ুয়াদের নিয়ে ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রে

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : আচমকাই স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রে হাজির হলেন শিক্ষানবিশ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রথমে একটু চমকে গেলেও পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে প্রশিক্ষণের কথা শুনে স্বস্তি মেলে দমকলকর্মীদের। নিমেষে নেতাজিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য সব আয়োজন করে ফেলেন তাঁরা।

আগুন জ্বালিয়ে কীভাবে নেভাতে হবে, কোন সিলিন্ডারে কোন গ্যাস থাকে, চৈত্র মাসের শুখা মরশুমে আগুন নিয়ে কতটা সতর্ক থাকতে হবে- সবটাই তাদের শেখানো হয়। লোহার ট্রের ওপর জ্বালানি তেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে কীভাবে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার দিয়ে আগুন নেভাতে হয় তাও হাতেকলমে শেখানো হয়। জনা তিরিশেক পড়ুয়া এই প্রশিক্ষণে শামিল হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষের ভিড়ও কম ছিল না।

ধূপগুড়ির একটি ডিএলএড কলেজের শিক্ষানবিশদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলে জানান দমকলকর্মীরা। এক ডিএলএড শিক্ষানবিশের কথায়, ওই স্কুলে প্র্যাকটিকালের কাজ চলছে। সেই হিসেবেই পড়ুয়াদের নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য দমকলকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দমকলবাহিনীর থেকেও যথেষ্ট সহায়তা মিলেছে।

২০৩টি ফোন ফেরাল পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফেরত পেলেন অনেকে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ২০৩টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের দেওয়া হল। এদিন জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত নিজের হাতে মোবাইলগুলি ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, এদিন ২০৩টি হারানো ফোন ফেরত দেওয়া হয়েছে।'

চা বাগানে ৩ জনের রক্ত বোম্বে গ্রুপের

জনবিন্যাসে চিন্তা স্বাস্থ্য মহলে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ মার্চ : বিরল থেকে অতি বিরল। সেই বোম্বে গ্রুপের রক্ত রয়েছে এমন তিনজন একসঙ্গে শনাক্ত হলেন জলপাইগুড়ি জেলায়। কাকতালীয়ভাবে প্রত্যেকেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের বা সরাসরি বাগানে কাজ করেন। বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে স্বাস্থ্যকর্তা এবং চিকিৎসকদেরও। তবে কি চা বাগানে খোঁজ করলে ওই গ্রুপের রক্ত রয়েছে এমন আরও বাসিন্দার খোঁজ মিলবে, উঠছে এমন প্রশ্নও। যে কারণে সমীক্ষার দাবিও জোরালো হচ্ছে। চা বাগানে আলাদা করে ওই ধরনের সমীক্ষা আজ পর্যন্ত হয়নি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টারের নির্দেশক ডাঃ মৃদুময় দাস বলেন, 'এর সঙ্গে জিনগত কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তবে সবটাই গবেষণার বিষয়। আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে এর আগে সাকুল্যে তিনটি বোম্বে গ্রুপ দেখেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে গ্রুপটি অত্যন্ত বিরল। ১০ লক্ষে হয়তো একজনকে পাওয়া যায়।'

হঠাৎ করে একসঙ্গে চা বাগানের তিনজনকে শনাক্ত করা গেল কীভাবে? নেপথ্যে রয়েছে অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁদের রক্ত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায়। তাঁরা প্রত্যেকেই বর্তমানে শিলিগুড়ির তিনটি বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। তাঁদের বাড়ি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের লঙ্কাপাড়া চা বাগান, মালবাজার ব্লকের ডামডিম চা বাগান ও রাজগঞ্জ ব্লকের রামনাবান্ধা গ্রামে। শেষের জন ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিক। লঙ্কাপাড়ার মহিলা জরায়ুর ক্যানসারে আক্রান্ত। বয়স ৫২। ডামডিমের ৬৩ বছরের ব্যক্তি কিডনির রোগে আক্রান্ত।

> আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে এর আগে সাকুল্যে তিনটি বোম্বে গ্রুপ দেখেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে গ্রুপটি অত্যন্ত বিরল। ১০ লক্ষে হয়তো একজনকে পাওয়া যায়।
>
> **মৃদুময় দাস** *চিকিৎসক, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ*

তাঁর ডায়ালিসিস চলছে। অন্যদিকে রামনাবান্ধার বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তি সম্প্রতি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। প্রত্যেককেই রক্ত দিতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানান। রক্ত পরীক্ষার পর বোম্বে গ্রুপের বিষয়টি উঠে আসে।

চিকিৎসক মহলের একাংশ জানাচ্ছেন, রক্তের গ্রুপে নৃতাত্ত্বিক বিষয় নেই, এমনটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। যেমন মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অনেকেরই রক্তের গ্রুপ 'এ' পজিটিভ। জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ ঘোষ বলেন, 'বোম্বে গ্রুপের রক্তে অ্যান্টিজেন থাকে না। মুম্বই বা অধুনা বোম্বে ও লাগোয়া এলাকায় ওই গ্রুপের রক্ত রয়েছে, এমন মানুষের সন্ধান মেলে।' জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলছেন, 'চা বাগান এলাকা থেকে ওই গ্রুপের রক্ত রয়েছে পরপর এমন ৩ জনের দেখা মেলার বিষয়টি নজিরবিহীন তো বটেই।'

শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে যাঁরা চিকিৎসাধীন তাঁদের জন্য রক্ত আসছে মুম্বই থেকে। নর্থবেঙ্গল নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ নামে একটি সংস্থা গড়ে রক্তদান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া জলপাইগুড়ির পম্পা সূত্রধরের উদ্যোগে ওই রক্ত মিলেছে। মুম্বইয়ের আরেক সমাজকর্মী বিনয় শেঠির সঙ্গে যোগাযোগ করে মঙ্গলবার সেখান থেকে তিনজনের জন্য ৩ ইউনিট রক্ত আনা হচ্ছে। বুধবার বিমানে করে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসবে। এরপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ক্রস চেক করার পর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তা রোগীদের দেওয়া হবে।

সাংগঠনিক সভা

চালসা, ২৫ মার্চ : ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে বাতাবাড়ি ফার্মবাজারে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিয়ে একটি সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। এলাকায় তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়ে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে ওই সভা করা হয়। সভায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয়েছে। এছাড়া এদিন সর্বসম্মতিতে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত ইলেক্টোরাল রুরাল সুপারভাইজার হিসেবে বাবলা রায়কে মনোনীত করা হয়।

তৃণমূলের মাটিয়ালি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি এবিষয়ে বলেন, 'সভায় ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। কর্মীরা যাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা মেলানোর কাজ করেন সেই বিষয়ে সকলকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই সভার কাজ হয়েছে।'

তালিকা যাচাই

নাগরাকাটা, ২৫ মার্চ : তৃণমূল ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৬টির মধ্যে দলের ১৪টি সাংগঠনিক ব্লকে ভোটার তালিকা যাচাই শুরু করেছে। মঙ্গলবার নাগরাকাটা ব্লকে কাজটি শেষ হয়েছে। ব্লকে তৃণমূলের ব্লক ইলেক্টোরাল রুরাল সুপারভাইজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অসিতাভ বসুকে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে বাকি দুটি ব্লকে কমিটি গঠন হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, '১৬ এপ্রিল থেকে কমিটিগুলি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা যাচাই করবে। কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখা গেলে কমিটি জেলা নেতৃত্বকে জানাবে।'

বৈঠক মন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : পাহাড়ের পানীয় জলসমস্যা এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সঙ্গে বৈঠক করলেন পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। মঙ্গলবার জিটিএ-র সদর দপ্তর লালকুঠিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অনীত থাপা সহ জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তা, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর অনীত জানিয়েছেন, পাহাড়ে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীনে সর্বত্র পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। সেই কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

লন্ডনে বাণিজ্য সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সম্মেলনের অন্যতম বড় ঘটনা হল, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক তৈরি হওয়া। সিটি কলকাতায় ফুটবল স্কুল খুলছে। সিটির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হল সত্যম রায়চৌধুরীর টেকনো ইন্ডিয়ার। মঞ্চেই ম্যান সিটির তরফে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ক্লাবের বিখ্যাত নীল জার্সি তুলে দেওয়া হল। বাঙালির ফুটবল প্রেমের কথা বলে মমতা ধন্যবাদ জানান সিটি কর্তাদের।

বেকারত্ব কমেছে, দাবি মমতার

রাজ্যে স্কুল খুলছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

লন্ডন, ২৫ মার্চ : যখন সারা দেশে বেকারত্ব বাড়ছে, ঠিক সেই সময়ে বাংলায় বেকারত্বের হার ৪৬ শতাংশ কমে গিয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটেনে বণিক মহলে যোগ দিয়ে মমতা বলেন, '২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে আমরা বাংলার বেকারত্ব ৪৬ শতাংশে কমিয়ে এনেছি। এটা কি বড় সাফল্য নয়?' এদিকে, বাংলায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি স্কুল খুলছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ব্রিটিশ বণিকসভার সামনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবান্ধব পরিবেশকে তুলে ধরতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বেশকিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের সকলকে আমরা খাবার তুলে দিয়েছি। ২০১১ সালে বাংলায় দারিদ্র্যসীমার নীচে ৫৭.৬০ শতাংশ মানুষ বসবাস করতেন। এখন

> ২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে আমরা বাংলার বেকারত্ব ৪৬ শতাংশে কমিয়ে এনেছি। এটা কি বড় সাফল্য নয়?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমাদের রাজ্যে এই শতাংশ হল ৮.৬০ শতাংশ।'

এই পরিসংখ্যান দেখিয়ে মমতা বলেন, 'আপনারা বাংলায় বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। ক্ষতির মুখ দেখতে হবে না। বাংলায় টেনশন নেই, স্ট্রেস নেই। ভারতে যেখানে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩৭ শতাংশ, বাংলায় তা ৬.৮০ শতাংশ। সর্বত্র যখন বেকারত্ব বাড়ছে, তখন বাংলায় তা ৪৬ শতাংশ কমাতে পেরেছি।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সামাজিক প্রকল্প নিয়ে বলেন, 'আমরা এগিয়ে রয়েছি সামাজিক প্রকল্পে। আমাদের ৯৪টা সামাজিক প্রকল্প আছে বাংলায়। আমরা পড়ুয়া থেকে কৃষক, মহিলা সকলকেই সাহায্য করি। এটা মোটেই সহজ নয় করোনার পর। আমাদের এই প্রকল্প বাড়ছে ক্রমাগত।'

বাংলায় শিল্পপতিদের আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, 'আমরা ৬টি ইকনমিক করিডর তৈরি করছি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর হচ্ছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা উত্তোলন শিল্প তৈরি হচ্ছে বীরভূমে। জায়গার নাম দেউচা পাচামি। এখানেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।'

ফুটবল প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান সব ক্লাব ফুটবল খেলে। আমি গর্বিত তাদের জন্য।' ব্রিটেনের বণিকসভার সামনে তিনি বলেন, 'আমাদের ছাত্ররা এখানে এসে পড়াশোনা করতে ভালোবাসে। আমাদের বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। উনি ক্যাপ্টেন থাকার সময় আমরা অনেক কাপ জিতেছি। বাংলার সকলেই ফুটবল-ক্রিকেট ভালোবাসে। বাংলায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি স্কুল খুলছে। সত্যম, ঋষি এবং অন্যান্য সংস্থায় সঙ্গে মিলে কলকাতায় স্পোর্টস স্কুল খুলছে।'

স্বাস্থ্যসাথীর কারচুপি

প্রথম পাতার পর

সেটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পোর্টালে আপলোড করবে। এক্ষেত্রে যদি কোনও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে পড়ে রোগী বা তাঁর পরিবারকে ভিডিওবার্তায় কিছু বলতে হয় সেটিও এআই ধরে ফেলবে বলে এদিন নার্সিংহোমগুলোকে জানিয়ে দেন সচিব।

স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। সব থেকে বেশি অভিযোগ যেটা শোনা যায়, তা হল বেড ফাঁকা নেই। প্রতিটি নার্সিংহোমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কিছু সংখ্যক বেড চিহ্নিত করা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগ আসে, রোগীরা নাকি ভর্তির সময় সেই বেড ফাঁকা পান না। নিয়মে রয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বেড কী অবস্থায় রয়েছে তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, নার্সিংহোমগুলোর একাংশ সেই কাজটি যথাসময়ে করছে না। এই প্রসঙ্গটি বৈঠকে উঠে আসে। সেখানে সচিবকে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বলতে শোনা গিয়েছে, কোথায় খামতি রয়েছে।

শুধু তাই নয়, কিছু নার্সিংহোম ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রে নিয়ম মানছে না। চিকিৎসার নিয়ম অনুযায়ী একজন রোগীকে অন্তত্পক্ষে সাড়ে তিন ঘণ্টা ডায়ালিসিস করা বাধ্যতামূলক। কিছু নার্সিংহোম তিন ঘণ্টারও কম সময় ডায়ালিসিস করিয়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে বিল নিয়ে নিচ্ছে। তিন ঘণ্টার কম যদি ডায়ালিসিস দিতে হয় সেক্ষেত্রে নেফ্রোলজিস্টের অনুমতি বাধ্যতামূলক। এদিনের বৈঠকে সচিব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অ্যাপে ডায়ালিসিসের রিয়েল টাইম উল্লেখ করতে হবে।

একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও। কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সকালে কোনও রোগীর অস্ত্রোপচার হলে সেটি বিকেলে দেখানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসাথীর দুটি পৃথক নার্সিংহোমে একই সময়ে হওয়া দুটি অস্ত্রোপচারে একই চিকিৎসকের নাম রয়েছে। কীভাবে এটা সম্ভব তার তদন্ত করতে গিয়ে সরকারের নজরে আসে একটি নার্সিংহোমে ওই চিকিৎসক সকালে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। কিন্তু বিলে উল্লেখ করা হয়েছে বিকেলে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এদিন সচিব কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, রোগীর অস্ত্রোপচার শুরু হলেই তার রিয়েল টাইম স্বাস্থ্যসাথীর নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করতে হবে।

লোডশেডিং নিয়ে চিন্তা

চালসা, ২৫ মার্চ : ঝড়-বৃষ্টির মরশুমের আগে দুশ্চিন্তা বাড়ছে ডুয়ার্সের পর্যটন আবাসের মালিকদের। তাঁরা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার আর্জি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যে মালবাজারে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছে। ডিভিশনাল ম্যানেজার নবীন কুমার মঙ্গলবার জানান, মেটেলির আইভিল মোড়ে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন তৈরি হচ্ছে। সেটি চালু হলে সমস্যা অনেকটা মিটবে।

রিসর্ট মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক সোনা সরকার বলেন, চালসা, মঙ্গলবাড়ি, মূর্তি, ধূপঝোরা, বিধাননগর এলাকায় যে শতাধিক বেসরকারি রিসর্ট রয়েছে, সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলে সেখানে লোডশেডিং হয়ে যায়। ফলে পর্যটকদের পরিষেবা দিতে সমস্যা হয়। বহু টাকার বিল দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া যায় না বলে তাঁদের অভিযোগ। সংগঠনের সভাপতি তজমল হক বলেন, পর্যটকরা বেড়াতে এসে বিদ্যুতের অভাবে সমস্যায় যাতে না পড়েন, তাই এই দাবি।

মেডিকেলে

প্রথম পাতার পর

যদিও এই নিয়ে কমলির মন্তব্য, 'জীবনভর গরিব-দুঃখীদের সেবা করেছি, বিনিময়ে কিছুই চাইনি। আজ আমি নিজে অসুস্থ। একটু ভালোভাবে থাকার সুযোগও মিলছে না। সেবিকাদের বললেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।'

অভিযোগ প্রসঙ্গে মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ বরের বক্তব্য, 'বিষয়টি মৌখিকভাবে শুনেছি। তবে কেউ কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি। তাই কোনওকিছু বলা সম্ভব নয়।' মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়ের সাফাই, 'হাসপাতালের ওয়ার্ড ও কেবিন সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে কমলি সোরেনের মতো একজন বিশিষ্ট মহিলার চিকিৎসায় যেন কোনওরকম গাফিলতি না হয়, তা আমরা নিশ্চিত করব। চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'তৃণমূলের চুনোপুঁটি নেতারা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য গেলেও স্যর স্যর করা হয়। আর রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন মহিলা চিকিৎসা করাতে গিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়ছেন। আমার প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী তো রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বড় বড় কথা বলেন। তাহলে কেন এক বেডে তিনজন রোগীকে শুয়ে থাকতে হবে?'

প্রথাগত কৃষকের মর্যাদা চান ক্ষুদ্র চা চাষিরা

নাগরাকাটা, ২৫ মার্চ : ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রথাগত কৃষকের মর্যাদা প্রদান করা হোক এমনটা চাইছে বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি। চেয়ারম্যান দোলা সেনের নেতৃত্বে স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের ১৮৮ নম্বর রিপোর্টে ওই সুপারিশ করেছে। রিপোর্টটি রাজ্যসভায় পেশ হয় গত ২০ মার্চ। এতে স্ট্যান্ডিং কমিটি বাণিজ্যমন্ত্রককে বলেছে, কৃষিক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনার মতো যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে তা ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করা হোক। বাণিজ্যমন্ত্রক সুপারিশ কার্যকরী করার ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রককে সঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে স্ট্যান্ডিং কমিটির পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে দুই মন্ত্রকের মধ্যে তালমিলে যে ঘাটতি রয়েছে তা দ্রুত পূরণ করে নেওয়া প্রয়োজন।

পাশাপাশি কৃষক কল্যাণকর প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রাপ্তির যে মানদণ্ড রয়েছে, ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বার্থে তাতে কিছু সংশোধন প্রয়োজন বলেও স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'আশা করছি স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশে বঞ্চনার এই ছবি দ্রুত বদলে দিতে সাহায্য করবে।'

সিস্টা জানাচ্ছে, গোটা দেশে এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র চা চাষের সঙ্গে জড়িত এমন চাষির সংখ্যা আড়াই লক্ষ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৪০ হাজার। বর্তমানে প্রথাগত চাষিদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা ও কিষান ক্রেডিট কার্ডের পাশাপাশি কিষান সম্মান নিধি যোজনা, সয়েল হেলথ কার্ডের মতো আরও একগুচ্ছ প্রকল্প রয়েছে। সেগুলির আওতায় ক্ষুদ্র চাষিরা এলে দেশের ক্ষুদ্র চা চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে মত।

আহত চালক

ধূপগুড়ি, ২৫ মার্চ : এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ধূপগুড়ি বামনি ব্রিজ এলাকায় মঙ্গলবার একসঙ্গে দুর্ঘটনায় পড়ে তিনটি পণ্যবাহী যান। প্রথমে একটি পণ্যবোঝাই লরি ও পার্সেল ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কিছুক্ষণ পর পার্সেল ভ্যানের পেছনে ধাক্কা মারে পাথরবোঝাই একটি লরি। কোনও ঘটনাতেই প্রাণহানি হয়নি। তবে পার্সেল ভ্যানের চালক প্রায় এক ঘণ্টা স্টিয়ারিংয়ে আটকে থাকেন। স্থানীয় মানুষ ও দমকলকর্মীরা উদ্ধার করার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ শিবির

ময়নাগুড়ি, ২৫ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৮ মার্চ থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। সেখানে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামীণ, প্রান্তিক চাষিদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৩০ জনকে নিয়ে কৃষি, প্রাণী ও মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিপ্লব দাস।

ইঙ্গিত ইউনূসের

প্রথম পাতার পর

জুলাই গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।' গত কয়েকদিন ধরে জুলাই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ওয়াকার স্পষ্ট করে বলেন, 'অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমরা দেশমাতৃকার কল্যাণে সবসময় পাশে থাকব।' জুলাই যোদ্ধাদের মঙ্গলবার সংবর্ধনা জানানো হয়েছে সেনার তরফে। ওই অনুষ্ঠানেই ওয়াকার জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের 'জাতির গর্ব' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, 'এই আন্দোলনে তরুণসমাজ শুধু অংশগ্রহণই করেনি, বরং সত্য ও সঠিক পথে দাবি আদায়ের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' সেনাবাহিনীর ওই কর্মসূচি ছিল দিনে। আর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে কার্যত সেনা শাসনের জল্পনা খারিজ করে দেন প্রধান উপদেষ্টা।

ইউনূস বলেন, 'গুজব হল জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তির সবথেকে বড় হাতিয়ার। গুজব দেখলেই তার সূত্রের সন্ধান করবেন। গুজবকে অবহেলা করবেন না। বহু অভিজ্ঞ সমর বিশারদ এই গুজবের নেপথ্যে দিনরাত কাজ করছেন। এর পিছনে রয়েছে সীমাহীন অর্থ। এর মূল লক্ষ্য হল, জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা। আমরা এটা কিছুতেই হতে দেব না।' ইউনূস মনে করিয়ে দিয়েছেন, জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব সফল হয়েছে। তার সমাপ্তির মধ্যে দিয়ে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বাধীনতা দিবসের আগে জামায়াতে ইসলামিকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে তকমা দিয়েছে বিএনপি। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির মঙ্গলবার বলেন, 'একাত্তরে পাকিস্তানিদের সহযোগীরা এখন গলা ফুলিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে। অনেকে মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।'

সেতুর আশ্বাস মন্ত্রী বুলুর

ক্রান্তি, ২৫ মার্চ : বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগে জোর দিলেন মালের বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। মঙ্গলবার তিনি ক্রান্তি ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যান। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বৈদ্যডাঙ্গি নদীর ওপর পাকা সেতুর দাবি জানান গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ সরকার বলেন, প্রতিবার বর্ষায় বৈদ্যডাঙ্গি নদীতে সাঁকো ভেসে যায়। ফলে সমস্যায় পড়েন কয়েক হাজার গ্রামবাসী। মন্ত্রী অবশ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

তিস্তার ভাঙন আটকাতে উদ্যোগী সেচ দপ্তর

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : তিস্তা ব্যারেজ ও বীরেন বস্তিতে তিস্তার ভাঙন আটকাতে উদ্যোগী হয়েছে সেচ দপ্তর। আগামী বর্ষার আগেই ভাঙন ঠেকাতে ও গাইড বাঁধ মেরামতিতে টেন্ডার ডাকা হল। ২০২৩ সালে সিকিমের লোনাক বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গে তিস্তা নদী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জলের তোড়ে প্রভাব পড়েছিল তিস্তার ডানদিকের গাইড বাঁধে।

গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ থেকে নদীর জল সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাস তৈরি করেছিল। সেই জল ব্যারেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মিলনপল্লির কাছে বীরেন বস্তিতে তিস্তা বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। বাঁধের দুই জায়গায় মোট ১ কিমি ৮৫০ মিটার এলাকাজুড়ে মারাত্মক নদীভাঙন তৈরি হয়। ফলে ক্রমশ তিস্তার জলরাশি বীরেন বস্তির দিকে এগিয়ে বাঁধে ভাঙন সৃষ্টি করতে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল রায়ের আশঙ্কা, এবারের বর্ষার আগে বীরেন বস্তির অনেক বসতভিটে ও আবাদি জমি তিস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছিল এলাকাবাসী দাবি করেছেন।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, রাজ্য সেচ দপ্তর থেকে বীরেন বস্তি এলাকায় তিস্তা বাঁধের দু'জায়গায় ৯০০ মিটার ও ৯৫০ মিটার করে নদীভাঙন প্রতিরোধে সাড়ে ৪ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, 'দপ্তর থেকে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বর্ষার আগেই কাজ করা হবে।'

সেচ দপ্তর তিস্তার মূল ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতির কাজ আগেই করেছে। এবার তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনকে তিস্তার ডানদিকের গাইড বাঁধের দুই জায়গায় ৫১৫ মিটার ও ৪১০ মিটার জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজের অনুমোদন দিয়েছে।

আগামী এক মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে বলে তিস্তা ব্যারেজের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার সুনীলকুমার ঠাকুর জানিয়েছেন।

পড়ায় অনীহা

প্রথম পাতার পর

সে কারণেই অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের এই পাঁচটি স্কুলে পড়াতে পাঠাতে চাইছেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

মোহন্তপাড়া বিবেকানন্দ ইংলিশ অ্যাকাডেমিতে আগে প্রায় ১৫০ জন পড়ুয়া ছিল। যা বর্তমানে ৫৮ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবছর এখনও পর্যন্ত মাত্র ৫ জন ভর্তি হয়েছে। সতীশ লাহিড়ি জুনিয়ার বেসিকে (ইংলিশ অ্যাকাডেমি) এ বছর ২৭ জন ভর্তি হয়েছে। মোট পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১৫০। সওদাগরপট্টি আরআর প্রাইমারি (ইংলিশ মিডিয়াম) - এ বছর ১৫ জন ভর্তি হয়েছে। মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৪৫। সেবাগ্রাম আরআর প্রাইমারি (ইংরেজিমাধ্যম)-এ বছর ১১ জন ভর্তি হয়েছে। এখানে মোট ৭১ জন পড়ুয়া। মেহেরুন্নেসা হাইস্কুল প্রাইমারি সেকশনে (ইংলিশ মিডিয়াম) এ বছর ১৪ জন ভর্তি হয়েছে। এখানে মোট ৩০ জন পড়ুয়া রয়েছে। মোহন্তপাড়া বিবেকানন্দ ইংলিশ অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক প্রণয়কুমার মিত্র বললেন, '২০১৫ সালে আমাদের ও সতীশ লাহিড়ি জুনিয়ার বেসিকে (ইংলিশ অ্যাকাডেমি) প্রথম ইংরেজিমাধ্যম চালু হয়েছিল। পড়ুয়ার সংখ্যাও অনেক ছিল। ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। মূলত এখান থেকে পড়ে হাইস্কুলে ইংরেজিমাধ্যম না মেলায় পড়ুয়াদের সমস্যা বাড়ছে।' এবছর মেহেরুন্নেসা হাইস্কুলে ইংরেজিমাধ্যম চালু হয়েছে। তবে তা শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য। সমস্যার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

কুমন্তব্যে শাস্তি

প্রথম পাতার পর

তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক অভিবাসন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'পুলিশ ওই বাংলাদেশি নাগরিককে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে নিয়ে আসার পর কলকাতা এফআরআরও'র সঙ্গে কথা বলে তাঁর ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।'

এদিকে, এদিনের ঘটনার বিষয়ে অনেকেই আজাদুরের নিন্দায় সরব হন। গাড়িচালক বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি এদিন আমাদের দেশে পা রেখে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রের কর্মীদের পাশাপাশি গাড়িচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। আজেবাজে কথা বলছিলেন। আমাদের দেশের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় খুবই খারাপ লাগছিল।' গাড়িচালক মাহাদুল ইসলাম বললেন, 'ওই ব্যক্তি একটি গাড়িতে উঠে ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করেন। শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য তিনি আমার গাড়িতে উঠেছিলেন। কিন্তু ওঁর কীর্তির জন্য আমি ওই ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিই।' স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের কর্মী মুন্না দাস বললেন, 'ওই বাংলাদেশি নাগরিক আমাদের এখানে এসে যে ঘটনা ঘটালেন তার বিহিত চাই।' ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তিকে আর কোনওদিন ভারতে ঢোকার অনুমতি না দেওয়া হয় তা নিয়ে জোরালো দাবি ওঠে।

স্বামীর 'দখল' নিয়ে রাস্তায় ধস্তাধস্তি

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : স্বামী তুমি কার? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রাতের শহরে রাজপথে রীতিমতো হাত ধরে টানাটানি। সোমবার রাতে এমন ঘটনাই ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথি সংলগ্ন এলাকায়। পথচলতি অনেকেই দেখেছেন এক পুরুষের হাত ধরে টানাটানি করছেন এক মহিলা। তবে ওই দেখাটুকুই। বিবাদের সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেননি। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামলায়। তবে এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিবাদটা কী নিয়ে? অভিযোগ, প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানকে রেখেই দ্বিতীয় বিয়ে করে দিব্যি সংসার করছিলেন এক তরুণ। তবে 'ধরা' পড়ে গেলেন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে। স্বামী ফেসবুকে অন্য এক মহিলার সঙ্গে ছবি পোস্ট করতেই প্রথম স্ত্রীর সন্দেহ হয়। স্ত্রী, সন্তান থাকা সত্ত্বেও অন্য স্ত্রীর সঙ্গে ছবি কেন? এই প্রশ্ন করতেই অশান্তির সূত্রপাত। তারপরেই মোবাইল ফোন নম্বর বন্ধ করে দিয়েছিলেন স্বামী। তবে ওই বধূও হাল ছাড়েননি। খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছেন আলিপুরদুয়ারে। সোমবার রাতে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন সেই তরুণকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি কোচবিহার এলাকায়। আর প্রথম স্ত্রীর বাপের বাড়ি পররপারে। প্রেম করে বিয়ে। তারপরেই দুজন শিলিগুড়ি এলাকায় থাকতে শুরু করেন। সন্তান গর্ভে আসতেই সমস্যার সূত্রপাত বলে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অভিযোগ। স্বামীর বিরুদ্ধে

কী ঘটেছে
- ওই তরুণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে
- বর্তমানে ওই তরুণ আলিপুরদুয়ারে নতুন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন
- সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামীর সঙ্গে অন্য মহিলাকে দেখে সন্দেহ হয়
- খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ারে হাজির প্রথম স্ত্রী

নির্যাতনের অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। সেই মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। তারপর থেকে স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সেই তরুণের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

নানা সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার চার মাসের সন্তানকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরে স্বামীর খোঁজে আসেন প্রথম স্ত্রী। শহরের একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন সেই স্বামী। দুপুরে সেই দোকানে পৌঁছে যান সেই বধূ। দ্বিতীয় স্ত্রী সহ স্বামীর ছবি দেখালে দোকানের লোকজন চিনতে পারেন। সেখান থেকেই তরুণের ভাড়া বাড়ির খোঁজ পান স্ত্রী।

তারপর অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেন। তবে তা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত সটান স্বামীর নতুন সংসারে গিয়ে হাজির হন। আলিপুরদুয়ার চৌপথি সংলগ্ন একটি ভাড়াবাড়িতে প্রায় তিন মাস ধরে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকছিলেন ওই তরুণ। চৌপথি এলাকার ভাড়াবাড়িতে মা ও কোলের সন্তানকে নিয়ে হাজির হন প্রথম স্ত্রী। দুই পক্ষ বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। বিবাদ থেকে ধস্তাধস্তি। স্বামী যাতে পালাতে না পারে তার জন্য তার পোশাক ধরে রেখেছিলেন প্রথম স্ত্রী। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর টানাহ্যাঁচড়াতে তাদের চার মাসের সন্তান আহত হয়েছে বলে দাবি সেই বধূর। পুলিশ সোমবার রাতেই অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে এবং প্রথম স্ত্রী ও শিশুটিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।

দ্বিতীয় স্ত্রী আলিপুরদুয়ার শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে কর্মরত। তবে মঙ্গলবার তিনি কাজে যাননি। আর গোটা ঘটনা নিয়ে অভিযুক্ত তরুণ ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কোনও মন্তব্য করেননি।

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : বিশাল প্রত্যাশা। খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। আর প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়া!

দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে লজ্জার হার দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের সব বিভাগেই উড়ে গিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা।

বুধবার আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে নাইটদের ছন্দে ফেরার যুদ্ধ। 'আমরাও পারি' প্রমাণ করার লড়াই। এভাবেও ফিরে আসা যায়, প্রমাণের মঞ্চ। আর সেই মঞ্চে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে নাইটদের সামনে রাজস্থান। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রাজস্থানও হেরে গিয়েছে। কিন্তু রিয়ান পরাগ, সঞ্জু স্যামসনদের হারের মধ্যে ছিল পালটা লড়াই। জেতার মরিয়া চেষ্টা। বিপক্ষের ২৮৭ রানের চ্যালেঞ্জ পার করতে না পারলেও ধ্রুব জুরেলরা প্রমাণ করেছেন, তাঁরা ব্যাটিংটা করতে জানেন। লক্ষ্য যত বড়ই হোক না কেন।

শুরুর ম্যাচে দুই হেরো দলের যুদ্ধ নিয়ে তেতে রয়েছে গুয়াহাটি। বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে কেকেআর বনাম রাজস্থান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। যার মূল কারণ, রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। অসমের ছেলে পরাগ প্রথমবার আগামীকাল তাঁর ঘরের মাঠে আইপিএলে অধিনায়কত্ব করতে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে বড় রানের হাতছানিও। গুয়াহাটিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে বড় রানের হাতছানি রয়েছে। অসম ক্রিকেট সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, অন্তত ২০০ রানের উইকেট তৈরি হয়েছে কেকেআর বনাম রাজস্থান ম্যাচের জন্য। প্রশ্ন হল, শাহরুখ খানের দলের হয়ে বড় রান করবেন কে? ইডেনে আরসিবি ম্যাচের মঞ্চে দেখা গিয়েছিল, কুইন্টন ডি কক রান না পেলেও দলকে ব্যাট হাতে ভরসা দিয়েছিলেন অধিনায়ক রাহানে ও সুনীল নারায়ণ। কিন্তু তাঁরা প্যাভিলিয়ানে ফেরার পরই কেকেআর ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। নিশ্চিত ২০০ বা তার বেশি রানের পরিস্থিতি থেমে যায় ১৭৪ রানে।

ব্যাটিংয়ের মতোই তথৈবচ অবস্থা দলের নাইট বোলিংয়েও। বরুণ চক্রবর্তী ও নারায়ণ, দলের দুই রহস্য স্পিনারের উপর বড্ড বেশি নির্ভরশীল কেকেআর। প্রথম ম্যাচে বরুণরা চেষ্টা করলেও সেরাটা দিতে পারেননি। বাকিরা হতাশ করেছিলেন। তাই নাইটদের বোলিং দৈন্যতাও সামনে এসেছিল দুনিয়ার। প্রশ্ন হল, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে কী হবে? আজ বিকেলে নাইটদের অনুশীলন শুরুর আগে দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দাবি করেছেন, একটা ম্যাচ দিয়ে দলকে বিচার না করতে। শুধু তাই নয়, ইডেনে আরসিবি ম্যাচে এক ওভারও বোলিং না করা আন্দ্রে রাসেল আগামীকাল বল করতে পারেন। কিন্তু রাসেল বল করলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? আপাতত এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। তাছাড়া রাজস্থান ব্যাটিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু, শিমরন হেটমায়ারদের মতো বড় শট খেলতে পারা ব্যাটারের ছড়াছড়ি। উপরি হিসেবে রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও কালকের ম্যাচের 'এক্স' ফ্যাক্টর। হুইলচেয়ারে চড়ে দলকে কোচিং করাচ্ছেন তিনি। দিয়ে চলেছেন সাফল্যের মন্ত্র। প্রাক্তন নাইট নীতীশ রানাও বুধবার রাহানের দলের 'কাঁটা' হিসেবে উদয় হতেই পারেন।

দ্রাবিড়ের সাফল্যের মন্ত্র নাইটদের এগিয়ে চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেবে কিনা, কালই স্পষ্ট হবে। তার আগে আজ সন্ধ্যায় দীর্ঘসময় অনুশীলন করল কেকেআর। সেই অনুশীলনে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত যেমন দলের ব্যাটিংকে মজবুত করার জন্য বারবার অধিনায়ক রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তেমনই বোলিং কোচ ভরত স্পেনসার জনসন, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরাদের নিয়ে স্পট বোলিংয়ের ক্লাস করলেন। রাতের দিকের খবর, দলের কর্ণধার শাহরুখ খানও রাহানেদের বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতা ভুলে রাজস্থানের বিরুদ্ধে নয়া শুরুর ডাক দিয়েছেন।

নাইটদের জয়ে ফেরার যুদ্ধে বাজিগরের বার্তা কতটা কাজে দেয়, সেটাই দেখার।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের ব্যর্থতা ঝেড়ে নেটে বিধ্বংসী মেজাজে আন্দ্রে রাসেল। মঙ্গলবার।

কেকেআর বনাম রাজস্থান

মোট ম্যাচ ৩০ কেকেআর জয়ী ১৪ রাজস্থান জয়ী ১৪

দুইটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। গুয়াহাটিতে কেকেআর বনাম রাজস্থানের শেষ ম্যাচও বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল।

রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিঙ্কু সিং।

দিল্লি ক্যাপিটালসকে জেতানোর পর আশুতোষ শর্মা। তাঁর এই সেলিব্রেশন সামাজিক মাধ্যমে আপাতত চর্চায়।

মেন্টর শিখরকে সাফল্য উৎসর্গ আশুতোষের

ভাইজাগ, ২৫ মার্চ : ক্রিজে যখন নেমেছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালস ৬৫/৫ স্কোরে ধুঁকছে।

২১০-এর জয়-লক্ষ্য তখন বহুদূর। জয়ের গন্ধে ঋষভ পন্থের লখনউ সুপার জায়েন্টস ফুরফুরে মেজাজে। মাঠে হাজির ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ। উলটো ছবি দিল্লি শিবিরে। যদিও অন্যরকম স্ক্রিপ্ট ভেবে রেখেছিলেন আশুতোষ শর্মা। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে নেমে প্রায় হারা ম্যাচে দিল্লিকে জিতিয়ে ফিরলেন!

৩১ বলে অপরাজিত ৬৬-র লড়াকু ইনিংসে লখনউয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন। ম্যাচের শেষ ওভারের তৃতীয় বল সোজা গ্যালারিতে ফেলে জয় নিশ্চিত করে নেন আশুতোষ। ৫টি ছক্কা, সমসংখ্যক বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা, যা নিজের মেন্টর শিখর ধাওয়ানকে উৎসর্গ করলেন। জানান, তাঁর ব্যাটিংয়ে বরাবর বিশ্বাস দেখিয়েছেন শিখরপাজি। যাঁর উৎসাহ তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

> আমি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। শুধু মনকে বলছিলাম, মোহিত এক রান নিক। স্ট্রাইক পেলে ছক্কা মেরে ম্যাচে ইতি টেনে দেব। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ইনিংসটা উপভোগ করেছি। ভালো লাগছে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে। -আশুতোষ শর্মা

গতবার পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। যার সুবাদে ৩.৮ কোটিতে দিল্লি এবার নিলামে তুলে নেয় আশুতোষকে। প্রথম ম্যাচেই যার মর্যাদা রাখলেন। সাজঘরে ফিরে প্রথম ফোনটাই করেন ধাওয়ানকে। ভিডিও কল। শিখরের চোখেমুখে ছাত্রের সাফল্যের খুশি। গুরুদক্ষিণা দিতে পেরে খুশি আশুতোষও কথা হারালেন। বার পাঁচেক শুধু 'স্যর থ্যাংক ইউ'-তেই আটকে থাকলেন। ছাত্র-মেন্টরের যে আবেগঘন ভিডিও কলের ছবি পোস্ট করে দিল্লি ক্যাপিটালস।

ভিডিওতে ম্যাচের নায়ক আরও বলেছেন, 'শিখরপাজি খুব খুশি। লাভ ইউ পাজি। ম্যাচের সেরা পুরস্কার আমার মেন্টর শিখরপাজিকে উৎসর্গ করতে চাই।' হিসেব কষা ইনিংস। ১৫ ওভারে আশুতোষের স্কোর ছিল ২০ বলে ২০। পরের ১১ বলে ৪৬ রান যোগ করে ম্যাচের রং বদলে দেন প্রবল চাপের মুখে।

ক্রিজে শেষ ব্যাটার মোহিত শর্মা। নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আশুতোষের শুধু একটাই প্রার্থনা, স্ট্রাইক যেন পান। বলেছেন, 'আমি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। শুধু মনকে বলছিলাম, মোহিত এক রান নিক। স্ট্রাইক পেলে ছক্কা মেরে ম্যাচে ইতি টেনে দেব। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ইনিংসটা উপভোগ করেছি। ভালো লাগছে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে।'

প্রাথমিক টার্গেট ছিল দলকে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরানো। ম্যাচ শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। ম্যাচ

উচ্ছ্বসিত গাভাসকার-সূর্যরাও

জেতানো ইনিংসের রহস্যভেদ করে বলেছেন, 'ক্রিকেট-বেসিকে জোর দিয়েছিলাম। চাইছিলাম, শেষপর্যন্ত ম্যাচটা নিয়ে যেতে। ২০ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থেকে স্লগ ওভারে রানের গতি বাড়াব।'

আশুতোষের যে হিসেব কষা ইনিংসে মজে মাইকেল ক্লার্ক বলেছেন, 'চলতি আইপিএলে অবিশ্বাস্য বেশকিছু ইনিংস দেখতে পাব আমরা। তবে এটুকু বলতে পারি, টুর্নামেন্ট শেষে সেরা পাঁচে থাকবে এই ইনিংসটা।' আম্বাতি রায়াডুর মতে, গতবার পাঞ্জাবের হয়েও ঠান্ডা মাথায় চাপ সামলেছিল। এবার প্রথম ম্যাচেই কাজ শুরু।

কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের কথায়, গত আইপিএলের ইনিংসগুলি ওঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ইনিংসের প্রথম বল থেকে যা দেখা যাচ্ছিল। একেবারে ক্লিন হিটিং। প্রবল চাপের মুখে দুরন্ত ইনিংস, যা দীর্ঘদিন ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে রাখবেন। সূর্যকুমার যাদবও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, 'দৃঢ়তা, সংকল্প এবং চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস। একেবারে সংহারক ইনিংস।'

ম্যাচের পর ঋষভ-গোয়েঙ্কা বৈঠক ঘিরে নয়া জল্পনা

পন্থের উলটো সুর লখনউ কোচ ক্লুজনারের

ভাইজাগ, ২৫ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের গাঁটে ফের আটকে যাওয়া।

টানা তৃতীয়বার। যদিও আগের দুই ম্যাচের তুলনায় গতকালের ছবিটা একেবারে আলাদা। জেতা ম্যাচ কার্যত প্রতিপক্ষকে উপহার দেওয়া। হতাশা স্বাভাবিক। ম্যাচ শেষ হতে না হতে দলের ডাগআউটে চলে আসেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনা করতে দেখা যায়। পাশে হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার।

> টপ অর্ডার খুব ভালো ব্যাট করেছে। ইনিংসের মাঝপথে তাল কাটে। তারপরও স্কোর ঠিকঠাক ছিল। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেটও পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেখান থেকে রাশ আলগা হয়ে যায়।
>
> **ঋষভ পন্থ**

> যেভাবে শুরু হয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে ঠিকঠাক ফিনিশ হলে স্কোর আরও বেশি হত। অন্তত ২০-৩০ রান কম হয়েছে। নাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত।
>
> **ল্যান্স ক্লুজনার**

ক্যামেরা সেদিকে ফোকাস করতেই উসকে দেয় ২০২৪-এর বিতর্কিত ঘটনা। মাঠের মধ্যেই সেদিন প্রকাশ্যে তৎকালীন অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন লখনউ কর্ণধার। এবার কি তাহলে ঋষভ পন্থের পালা? লখনউয়ের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে সুপার ফ্লপ ঋষভ। ৬ বলে শূন্য। ম্যাচের শেষ ওভারে শাহবাজ আহমেদের বলে সহজ স্টাম্পিং মিস করেন মোহিত শর্মার। নাহলে ওখানেই ম্যাচ শেষ। হেরে নয়, জিতেই ফিরত লখনউ।

জোড়া ক্ষোভটাই কি ঋষভের ওপর ঝরে পড়ল? তবে সূত্রের খবর তেমন কিছু ঘটেনি। মূলত ম্যাচের ভুলত্রুটি নিয়েই আলোচনা হয়। পরে সাজঘরে গিয়ে হতাশ দলকে উৎসাহ দেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। বোঝান, সবে শুরু। হতাশার কিছু নেই। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি।

ব্যর্থতার কারণ বাছতে গিয়ে অবশ্য লখনউ সাজঘরেই ভিন্ন ভিন্ন সুর। ঋষভের মতে, স্কোর ঠিকঠাকই ছিল। শেষদিকে বল ঠিক জায়গায় রাখতে না পারাটা বিপক্ষে গিয়েছে। যদিও সহকারী কোচ ল্যান্স ক্লুজনারের মতে যেভাবে শুরু হয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে ঠিকঠাক ফিনিশ হলে স্কোর আরও বেশি হত। অন্তত ২০-৩০ রান কম হয়েছে। নাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত।

ক্লুজনারের যুক্তি ফেলে দেওয়ার নয়। নিকোলাস পুরান (৭৫), মিচেল মার্শের (৭২) বিস্ফোরক ইনিংসে ২২৫-২৩০ স্কোরের ইঙ্গিত থাকলেও ঋষভ (০), আয়ুষ বাদোনি (৪), শার্দূল ঠাকুররা (০) যার ফায়দা তুলতে পারেননি। যদিও ঋষভ বলেছেন, 'টপ অর্ডার খুব ভালো ব্যাট করেছে। ইনিংসের মাঝপথে তাল কাটে। তারপরও স্কোর ঠিকঠাক ছিল। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেটও পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেখান থেকে রাশ আলগা হয়ে যায়।'

গুরুত্বপূর্ণ স্টাম্পিং মিসকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ঋষভের কথায়, হারা ম্যাচেও দলের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছু রয়েছে। ভাগ্যও সঙ্গে ছিল না। তবে মোহিত শর্মার দেওয়া সুযোগ হাতছাড়া ক্রিকেটের অঙ্গ। নেতিবাচক বিষয় মাথায় না রেখে পরের ম্যাচগুলিতে আরও ভালো ক্রিকেট খেলাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে দল হারলেও অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে হালকা মেজাজে কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

ফিট আবেশ

লখনউ, ২৫ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারের মাঝে সুখবর লখনউ সুপার জায়েন্টসের জন্য। মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত আবেশ খান। হাঁটুর চোটে জানুয়ারির পর মাঠের বাইরে। রিহ্যাব করছিলেন বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। খবর, বোর্ডের মেডিকেল টিমের থেকে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন লখনউয়ের তারকা পেসার। শীঘ্রই লখনউ শিবিরে যোগ দেবেন। আশা করা হচ্ছে, ২৭ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে আবেশকে। দলের অপর দুই পেসার মায়াঙ্ক যাদব, আকাশ দীপও চোটের তালিকায়।

নির্বাচন হাতে নেই : সিরাজ

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ : আইপিএল মঞ্চ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু। জাতীয় দলের নির্বাচকদের গুডবুকে ফের ঢুকে পড়ার তাগিদ। তবে দল নির্বাচন নিয়ে ভেবে মাথা খারাপে নারাজ মহম্মদ সিরাজ। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে মঙ্গলবার মাঠে নামার প্রাক্কালে সিরাজের যুক্তি, জাতীয় দলের নির্বাচন তাঁর হাতে নেই। আর যা তাঁর হাতে নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন।

ফোকাস আপাতত প্র্যাকটিস, পরিশ্রম আর সাফল্যে। আর তা যদি পারেন ভারতীয় দলের দরজা ঠিক খুলে যাবে। বিশ্বাস নিজের একশো শতাংশ দিতে পারলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। সিরাজ আরও বলেছেন, 'ছন্দটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকঠাক ছন্দ পেয়ে গেলে তার প্রভাব পড়বে বোলিংয়েও। মানসিক প্রস্তুতিতেও জোর দিচ্ছেন। মাঝে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম পেয়েছেন। শারীরিক ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে যা সাহায্য করেছে। এই মুহূর্তে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভালো জায়গায় আছি।'

হাঁটা শুরু করেছেন

ভালো আছি, আশ্বস্ত করলেন তামিম

ঢাকা, ২৫ মার্চ : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর। অস্ত্রোপচারের পর তামিম ইকবালের অবস্থা স্থিতিশীল। স্বয়ং তামিমই এই খবর দিয়েছেন। সোমবার মহমেডানের হয়ে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় গাজিপুরের কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখন ভালো আছেন। অস্ত্রোপচারের পর চলাফেরাও শুরু করেছেন তামিম ইকবাল। তবে আরও ২-৩ দিন নজরে রাখা হবে। এই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের জন্য। তামিম নিজেও সমাজমাধ্যমে স্বস্তির খবর দিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

> সোমবার দিন শুরুর সময় জানতাম না, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আল্লাহর কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি।
>
> **তামিম ইকবাল**

পাশাপাশি তাঁর জন্য প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছেন তামিম।

তামিম লিখেছেন, 'সোমবার দিন শুরুর সময় জানতাম না, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আল্লাহর কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। বিপদের সময় অনেক মানুষকে পাশে পেয়েছি। যাঁদের চেষ্টায় সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলাম। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মানুষের ভালোবাসা ছাড়া তামিম কিছু নয়।'

অনুশীলনে নুনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে যোগ দিলেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস। অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য দীর্ঘদিন বিশ্রামে ছিলেন। মঙ্গলবার তিনি অনুশীলনে আসেন। তবে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। মনবীরের সঙ্গে সাইড লাইনে রিহ্যাব করলেন নুনো। এছাড়া জ্বর হওয়ায় এদিন অনুশীলন করেননি আলবার্তো রডরিগেজ।

আইপিএল আজ

রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গুয়াহাটি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ক্রিকেটে ওঠাপড়া থাকবেই : ভরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : খেলার মাঠে ওঠাপড়া থাকবেই। কোনও ক্রিকেটার বা কোনও দলের প্রতিটা দিনই ভালো যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, একটা ম্যাচে কোনও দলের ব্যর্থতা দিয়ে কিছুই বিচার করা যায় না বাস্তবে।

> রাসেলের মতো চ্যাম্পিয়নের প্রথম ম্যাচটা একেবারেই ভালো যায়নি। কিন্তু তারপরও সবসময়ই ও নিজেকে প্রমাণের জন্য মুখিয়ে থাকে।
>
> **ভরত অরুণ**

বক্তার নাম ভরত অরুণ। পরিচয়, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। ঘরের মাঠে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে জঘন্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছিল কেকেআর। আগামীকাল রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচে ছবিটা কি বদলাবে? জবাব সময় দেবে। তার আগে নাইটদের বোলিং কোচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে বোলার আন্দ্রে রাসেলকে দেখা যেতে পারে। ভরতের কথায়, 'খেলার মাঠে ওঠাপড়া থাকবেই। যতই আপনি ব্যর্থ হবেন, ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাবেন।' কেকেআরের বোলিং কোচ ভরতের দার্শনিক কথার মাঝেই এসেছে দ্রে রাস প্রসঙ্গ। ইডেনে আরসিবির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাসেল। বল করেননি এক ওভারও। সেই প্রসঙ্গ টেনে ভরত বলছেন, 'রাসেলের মতো চ্যাম্পিয়নের প্রথম ম্যাচটা একেবারেই ভালো যায়নি। কিন্তু তারপরও সবসময়ই ও নিজেকে প্রমাণের জন্য মুখিয়ে থাকে। আমি নিশ্চিত, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকবে রাসেল।'

রাজস্থানও হার দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করেছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হেরেছেন রিয়ান পরাগরা। এমন দলের বিরুদ্ধে বুধবার প্রথম জয়ের লক্ষ্যে থাকা কেকেআর বোলিং কোচ সতর্ক। বলছেন, 'আইপিএল এমন একটা প্রতিযোগিতা, যেখানে দলগুলির মধ্যে বিশাল ফারাক থাকে না। সব দলেই প্রচুর ম্যাচ উইনারও রয়েছে। তাই প্রতিপক্ষ যে দলই হোক না কেন, আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে।'

'অর্জুনকে বিশ্বসেরা ব্যাটার বানিয়ে দেব'

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : 'আমাকে মাস ছয়েক দিন। অর্জুন তেন্ডুলকারকে বিশ্বসেরা ব্যাটার বানিয়ে দেব।' এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজের। অতীতে সপ্তাহ দুয়েক মতো অর্জুনকে নিয়ে কাজ করেছেন। যোগরাজের দাবি, ওই কয়েকদিনে অনেকটাই বদলে দিয়েছিলেন। শচীন-পুত্রের মধ্যে আবিষ্কার করেন সেরা ব্যাটার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তার সঙ্গে কাজ করার কয়েকদিনের মধ্যেই গোয়ার হয়ে রনজি ট্রফিতে সেঞ্চুরিও করেন।

কয়েকদিনেই যদি এতটা উন্নতি হয়। মাস ছয়েক পেলে বিশ্বসেরা ব্যাটারদের স্তরে পৌঁছে দেবেন অর্জুনকে। যোগরাজ দাবি করেছেন, 'এখন যদি অর্জুন তেন্ডুলকার আমার কাছে আসে, ৬ মাসের মধ্যে ওকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে তৈরি করে দেব। ওর ব্যাটিং ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ ওয়াকিবহাল নয়। আমার কাছে মাত্র ১২ দিন অনুশীলন করেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই রনজিতে সেঞ্চুরি করে।'

অবাক দাবি যোগরাজের

> শচীন ও যুবরাজ, দুইজনে মিলে আমাকে অর্জুনকে দেখার কথা বলেছিল। ১০-১২ দিন ছিল আমার সঙ্গে। যতটুকু দেখেছি, তাতে ও দুর্দান্ত ব্যাটার। বোলিংয়ের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছে।
>
> **যোগরাজ সিং**

এক ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরও দাবি করেন, 'শচীন ও যুবরাজ, দুইজনে মিলে আমাকে অর্জুনকে দেখার কথা বলেছিল। ১০-১২ দিন ছিল আমার সঙ্গে। যতটুকু দেখেছি, তাতে ও দুর্দান্ত ব্যাটার। বোলিংয়ের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছে। আমার মতে বোলার অলরাউন্ডার নয়, ব্যাটিং-অলরাউন্ডার ওর জন্য ঠিকঠাক।'

সাদামাটা পারফরমেন্সে মানোলোর দল বাছাইয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশকে হারাতে ব্যর্থ সুনীলরা

ভারত-০ বাংলাদেশ-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : জঙ্গলের প্রবাদ হল, একই এলাকায় দুইটি বাঘ থাকতে পারে না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় টানা একাধিপত্য রাখা ব্লু টাইগার্সদের মহড়া নিতে যে বেঙ্গল টাইগার্সরা তৈরি হয়ে গিয়েছে তা যেন এদিন স্পষ্ট হয়ে গেল। নিজেদের ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে হারাতে না পারা ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান দৈন্য দশা যেমন প্রকাশ করেছে তেমনি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রেও চিন্তায় রাখল গোটা দেশকে। শুরু থেকেই এদিন নড়বড়ে লেগেছে ফুটবলারদের তেমনি কোচের দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

ভারতের আক্রমণে প্রধান সমস্যা সুনীল ছেত্রীকে সাহায্য করার মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার না থাকা। সঙ্গে ফারুখ চৌধুরীকে খেলানো হল অনভ্যস্ত নম্বর ১০ পজিশনে। তাঁর জায়গায় কেন নাওরেম মহেশ সিংকে নামাতে ৬৬ মিনিট লাগল, সেই প্রশ্ন উঠবেই। তিনি নামার পরই সুনীল সেরা সুযোগ পান গোল করার। মহেশের দুরন্ত ক্রসে নেওয়া হেড অবশ্য বাইরে যায়। আক্রমণে এদিন বাড়তি সংযোজন করছিলেন লিস্টন কোলাসো। ৩১ মিনিটে তাঁর আর শুভাশিস বসুর বোঝাপড়ায় প্রথমবার সঠিক অর্থে বাংলাদেশের গোলমুখ প্রায় খুলে গিয়েছিল। লিস্টনের ক্রস থেকে উদান্তা সিংয়ের উড়ে এসে করা হেড গোললাইন থেকে ফেরালে, ফিরতি বলে ফারুখের শটে জোর ছিল না। তবু ধরতে গিয়ে ফসকান মিতুল মার্মা। যা অনুসরণ করার জন্য ভারতের কেউ ছিলেন না। মাঝমাঠে সাহাল আবদুল সামাদ এবং লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে-মনবীর সিংদের একসঙ্গে না থাকা ভারতের আক্রমণকে দুর্বল করেছে। তেমনি মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়া ফুটবলাদের প্রতি বাড়তি ভরসা রাখার প্রবণতা ভারতীয় দলকে আরও দুর্বল করে দেয়। শুভাশিসের একটা শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচের পর কোচ মানোলো দলের পারফরমেন্স প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও অখুশি দলের সবার পারফরমেন্সে। ওদের আক্রমণ থেকে যে গোল খেয়ে যাইনি, এটাই এই ম্যাচের পজেটিভ পয়েন্ট আমার কাছে।'

শূন্যে লাফিয়েও গোল করতে ব্যর্থ সুনীল ছেত্রী। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

বিশাল কেইথের এটাই প্রথম সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এদিন স্নায়ুর চাপে ভুগে বারবারই ভুল করলেন। প্রথম মিনিটেই তাঁর মিস ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যান মুজিবুর জনি। সৌভাগ্য তাঁর শট গোলে যায়নি। ১২ মিনিটে হামজা চৌধুরীর কর্নার ধরে দ্রুত আক্রমণ শানানোর জন্য শট নিতে গিয়ে বাংলাদেশ ফুটবলারের পায়ে লেগে গোলে চলে যাচ্ছিল বল। যা গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন শুভাশিস। বিরতিরও পরও একই ভুল করেন তিনি। বলের দখল বেশিরভাগ সময়ে নীল জার্সিধারীদের পায়ে থাকলেও গোলরক্ষক এবং এদিন অধিনায়কের আর্মব্যান্ড হাতে থাকা সন্দেশ ঝিংগানের নেতৃত্বে ডিফেন্সে এত ফাঁকফোকর হচ্ছিল যে কাউন্টার অ্যাটাকে বাংলাদেশিরা দ্রুত গোলমুখ খুলে ফেলছিলেন। প্রথমদিকের সেইসব সুযোগ শাহরিয়ার ইমন-জনিরা কাজে লাগাতে পারেননি। হামজাও সেট পিস জায়গায় রাখতে পারছিলেন না সেই সময়। সদ্য দলে যোগ দেওয়া বাংলাদেশি তারকা বিরতির পর কিন্তু দুর্দান্ত খেললেন নিজের চেনা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে। ৮৯ মিনিটে ফাহিমের শট সম্ভবত হৃদস্পন্দন স্তব্ধ করে দেয় গোটা স্টেডিয়ামের। সৌভাগ্য শরীর জমিতে ফেলে গোল আটকান বিশাল।

এদিকে, এদিন গ্রুপ 'সি'-তে সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হলেও ভারতের পারফরমেন্সে স্বস্তি এল না।

ভারত ঃ বিশাল, বরিস, ভেকে, সন্দেশ, শুভাশিস (আশিক), উদান্তা (সুরেশ), আপুইয়া, ফারুখ (ব্রাইসন), লিস্টন, আয়ুষ (মহেশ) ও সুনীল (ইরফান)।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। মঙ্গলবার আহমেদাবাদে।

পাঞ্জাব কিংস- ২৪৩/৫ গুজরাট টাইটান্স- ২৩২/৫

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ : নতুন মরশুমে নতুন রূপে পাঞ্জাব কিংস। গুজরাট টাইটান্স যদিও আটকে ব্যর্থতার চেনা গলিতে। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে শ্রেয়স আইয়ার পাঞ্জাবের নেতৃত্বে পথ চলা শুরু করলেন ১১ রানের জয় দিয়ে। তাঁর দলের কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয় গতবছর থেকে গুজরাট ব্যাটিংয়ের চেনা রোগ পাওয়ার প্লে-তে ওপেনারদের মন্থর ব্যাটিং। এদিন অধিনায়ক শুভমান গিলের (১৪ বলে ৩৩) আগ্রাসনে পাঞ্জাব প্রথম ৬ ওভারে ৬১ রান তুললেও উলটোদিকে অন্য ওপেনার বি সাই সুদর্শন এই সময়টায় ২১ বলে করলেন ২৫ রান। যা ২৪৪ রান তাড়া করতে নামা গুজরাটের আক্সিং রেট শুরুতেই অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। পরে সুদর্শন (৪১ বলে ৭৪) ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করলেও কাজে আসেনি। মিডল ওভারে জস বাটলার (৩৩ বলে ৫৪) ও শেরফানে রাদারফোর্ডের (২৮ বলে ৪৬) মধ্যে চেষ্টা জারি থাকলেও গুজরাট আটকে যায় ৫ উইকেটে ২৩২ রানে।

উলটোদিকে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিলেন শ্রেয়স (৪২ বলে অপরাজিত ৯৭)। শুরুর দায়িত্বে সফল পাঞ্জাবের ২৪ বছরের ওপেনার প্রিয়াংশ আর্যও (২৩ বলে ৪৭)। তিনি খাতাই খুললেন মহম্মদ সিরাজের বলে ওয়ান বাউন্স বাউন্ডারিতে। দ্বিতীয় উইকেটে শ্রেয়স-প্রিয়াংশ স্কোরবোর্ডে ২১ বলে ৫১ রান জুড়েছেন। রশিদ খানের (৪৮/১) গুগলিতে সুদর্শনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন প্রিয়াংশ। এরপর রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (৩০/৩) পরপর দুই বলে ফেরান আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (১৬) এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে। খাতা খোলার আগেই আউট হয়ে ম্যাক্সওয়েল গড়লেন লজ্জার রেকর্ড। তাঁর দখলে এখন আইপিএলে সবাধিক ১৯টি 'ডাক'। পরে অবশ্য টিভি রিপ্লে-তে হকআই দেখায় বল উইকেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেত। ছয় নম্বরে নেমে মার্কাস স্টোয়িনিস ২০ রানের ক্যামিওতে সঙ্গ দেন শ্রেয়সকে। তবে শেষদিকে শশাঙ্ক সিংয়ের (১৬ বলে অপরাজিত ৪৪) দাপটেই পাঞ্জাব ২৪৩/৫ স্কোরে পৌঁছায়। যার খেসারতে নন স্ট্রাইকারে থেকে শতরান হাতছাড়া করেন শ্রেয়স। যদিও তাঁর আক্ষেপ ঢেকে গিয়েছে দলের জয়ে।

জয় দিয়ে পাঞ্জাবে শ্রেয়স জমানা শুরু

লজ্জার রেকর্ড ম্যাক্সওয়েলের

তিন উইকেট নেওয়ার পর অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র কেকেআরের মণীশ পান্ডে, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিংরা।

কলকাতায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২৭ মার্চ

৭ এপ্রিল মালদায় শুরু রাজ্য গেমস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : ২৭ মার্চ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নবম রাজ্য গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। মালদায় গেমস শুরু ৭ এপ্রিল।

এবার স্টেট গেমসের আসর বসছে মালদায়। চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। রোয়িং, রাইফেল শুটিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, গলফ সহ মোট সাতটি ইভেন্টের পরিকাঠামো না থাকায় সেগুলি কলকাতা, দুর্গাপুর সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি অ্যাথলিট প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। এর আগেও কলকাতার বাইরে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনায় রাজ্য গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখে খেলাধুলোকে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়াই বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য। পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে গেমসের সম্প্রচার হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এদিকে দুই বছর আগেই শতবর্ষ পার করেছে বিওএ। ২৭ মার্চ গেমসের উদ্বোধনের সঙ্গেই ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা। এছাড়া জাতীয় গেমসে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে ওই মঞ্চ থেকে। দেওয়া হবে আর্থিক পুরস্কারও।

কেরালার দায়িত্বে ডেভিড কাটালা

কলকাতা, ২৫ মার্চ : কেরালা ব্লাস্টার্সের নতুন কোচ হলেন স্পেনের ডেভিড কাটালা। এর আগে সের্জিও লোবেরা, আন্তোনিও লোপেজ হাবাস সহ একাধিক নাম শোনা গেলেও এই স্প্যানিশ কোচকে দায়িত্ব দিয়েছে দক্ষিণী দলটি। সুপার কাপ থেকেই কেরালার ডাগআউটে দেখা যাবে ডেভিডকে।

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ

-খবর এগারোর পাতায়

বাসেল আদালতের রায়ে দুর্নীতিমুক্ত প্লাতিনি-ব্লাটার

স্বস্তি নিয়ে আদালত থেকে বের হচ্ছেন মিশেল প্লাতিনি ও শেপ ব্লাটার। বাসেলে।

বাসেল, ২৫ মার্চ : সমস্ত রকম আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত করা হল ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটার ও ফ্রান্সের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার মিশেল প্লাতিনিকে। দীর্ঘদিনের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার বাসেলের আদালত ব্লাটার ও প্লাতিনির পক্ষে রায় দিয়েছে। আদালত থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রসঙ্গে ব্লাটার বলেছেন, 'অবশেষে আদালত ন্যায় ঘোষণা করল। যা আমার এবং আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি।' একই প্রতিধ্বনি প্লাতিনির গলায়ও শোনা গিয়েছে। বলেছেন, 'আজকে আমি আমার হারানো সম্মান ফিরে পেলাম। আজ আমি খুব খুশি।'

২০১১ সালে ব্লাটার ফিফার তহবিল থেকে ২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ ঘুষ দিয়েছিলেন উয়েফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্লাতিনিকে- এই অভিযোগে ২০১৫ সালে প্রথম মামলা শুরু হয়। যার জেরে ফিফা প্রেসিডেন্টের পদ থেকেও ইস্তফা দিতে হয় ব্লাটারকে। প্লাতিনির ফিফা প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নেও ইতি পড়ে যায়। ২০২২ সালে একবার সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল দুজনকেই। কিন্তু সেই রায়কে সুইস ফেডেরাল আদালতের তরফে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। তবে মঙ্গলবারের পর সব অভিযোগ থেকেই মুক্ত হলেন ব্লাটার ও প্লাতিনি।

ভেঙে ফেলা হবে গাব্বা স্টেডিয়াম

ব্রিসবেন, ২৫ মার্চ : ২০৩২ সালে অলিম্পিকের আসর বসবে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে। তারপরই ভেঙে ফেলা হবে ঐতিহাসিক গাব্বা স্টেডিয়াম।

অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে প্রথমে গাব্বা স্টেডিয়ামকেই নতুন করে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে সংস্কারে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে তার থেকে নতুন স্টেডিয়াম তৈরি লাভজনক। পাশাপাশি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভিক্টোরিয়া পার্কে ষাট হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট নতুন একটি স্টেডিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসন। স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজে ৩.৮ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে অলিম্পিকের পরই গাব্বা স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলা হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেট, এএফএল, ব্রিসবেন লায়ন্সের সহযোগিতায় ও বোর্ডের উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া পার্কে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। গাব্বার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। অলিম্পিকের জন্য ব্রিসবেনের একটি নতুন স্টেডিয়াম প্রয়োজন।'

গোলের জন্য হ্যারি কেনকে অভিনন্দন ডেকলান রাইসের।

> লাটভিয়া ম্যাচটা মোটেও সহজ ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছি। আমি ছেলেদের মানসিকতায় মুগ্ধ।
> -টমাস টুচেল (ইংল্যান্ডের কোচ)

লাটভিয়ার বিরুদ্ধে জয় ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ২৫ মার্চ : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল ইংল্যান্ড। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে লাটভিয়াকে। থ্রি লায়ন্সের হয়ে গোল করেন রিসি জেমস, হ্যারি কেন ও এবেরেচি এজে। টমাস টুচেল জমানায় এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচে জয় পেলেন কেনরা।

ধারেভারে অনেক পিছিয়ে থাকা লাটভিয়ার বিরুদ্ধে ৩৮ মিনিট পর্যন্ত কোনও গোল করতে পারেনি ইংল্যান্ড। অবশেষে ডেডলক ভাঙেন ডিফেন্ডার জেমস। দর্শনীয় ফ্রি কিক থেকে গোল করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন তিনি। ৬৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন। এটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর ৭১তম গোল। ৭৬ মিনিটে লাটভিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন এজে।

ম্যাচের পর কোচ টমাস টুচেল বলেছেন, 'লাটভিয়া ম্যাচটা মোটেও সহজ ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছি। আমি ছেলেদের মানসিকতায় মুগ্ধ।' কোচ হিসেবে টুচেল ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন। এবার বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন তিনি। যদিও আপাতত তাঁর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ফুটবল কোচিংয়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। এই নিয়ে টুচেল বলেছেন, 'আমি আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। ১০-১২টা ক্লাব থেকে ২০ জন খেলোয়াড়কে ডেকে মাত্র তিনদিনের মধ্যে ম্যাচের জন্য তৈরি করা বড় চ্যালেঞ্জ।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা অমর ভট্টাচার্য - কে 23.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72G 99244 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখন আমার জীবনে নিজেকে অনেক সফল মনে করছি। আমি যে পরিমাণ অর্থ ডিয়ার লটারির টিকিট কেটে জিতেছি তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করব। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার এবং আরও অনেক মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল বিবেক সংঘ

ম্যাচের সেরা সুরজিৎ দাস। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বিবেক সংঘ ১ উইকেটে দিশা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে দিশা ৩১.১ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। নবজিৎ দত্ত করেন ২১ রান। সৌমজিৎ মুখোপাধ্যায় ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিবেক ৩৯.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। ৩১ রান করেন ম্যাচের সেরা সুরজিৎ দাস। অভিষেক রায় ১০ রানে নেন ২ উইকেট। বুধবার খেলবে হাজরাপাড়া তরুণ দল ও ভারতমাতা ক্লাব।

মহিলা ভলিবল শুরু আজ

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭ দলীয় মহালচাঁদ বৈদ ট্রফি মহিলাদের ভলিবল বুধবার শুরু হবে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে খেলবে পার মেখলিগঞ্জ কামাতবৃন্দ যুব সংঘ, দেওয়ানগঞ্জ মিলন সংঘ, শীতলকুচি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, নাট্য সংঘ, জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাব ও কোচবিহার পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

রাজ্য ব্যাডমিন্টনে নামবে রোশনিরা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : রাজ্য সাব-জুনিয়ার (অনূর্ধ্ব-১৩ ও ১৫) র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টন রায়গঞ্জে শুরু হবে বৃহস্পতিবার। সেখানে আলিপুরদুয়ারের শুভমিতা কর্মকার দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৩ সিঙ্গলসে নামবে। শুভমিতা ডাবলসে নামবে কলকাতার সারন্যা গুপ্তর সঙ্গে। পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গলসে আলিপুরদুয়ারের রোশনি দাস খেলবে পশ্চিম কলকাতার হয়ে। জলপাইগুড়ির প্রিয়াংশি বন্দ্যোপাধ্যায়-রোশনি ডাবলসে অংশ নেবে।

৩ উইকেট সৌরভের

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুপার সিক্সে মঙ্গলবার আরএসএ ৪৪ রানে আরসিসিসি-কে হারিয়েছে। আরএসএ প্রথমে ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৪ রান তোলে। রজত নাগ ৩২ রান করেন। শিবমকুমার শা ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আরসিসি ৩১ ওভারে ১৫০ রানে সব উইকেট হারায়। রাজিজুল ইসলাম ৫৫ রান করেন। সৌরভ রায় ৩৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

উত্তরের খেলা

শেষ চার আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও আলিপুরদুয়ার জংশনের উদ্যোগে রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডুয়ার্স কাপ ক্রিকেটে বুধবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে নামবে টিআরডি ও অ্যাকাউন্টস। ডিআরএসসি মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে মেডিকেল ও মেকানিকাল।

স্ট্রং ওমেন শুভার্থী

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : শিলিগুড়িতে পাওয়ার লিফটিংয়ে পুরুষদের বেঞ্চ প্রেস ও মহিলাদের ডেডলিফটে ১০টি পদক জিতলেন জলপাইগুড়ির প্রতিযোগীরা। শুভার্থী মাহাতো ৬৯ কেজি ক্যাটেগোরিতে নর্থবেঙ্গল স্ট্রং ওমেনের খেতাব জেতেন। তিনি এই নিয়ে তিনবার স্ট্রং ওমেনের তকমা পেলেন। প্রতিযোগিতায় প্রায় ১০০ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির শুভার্থী, রেখা সরকার, অদিতি শর্মা, সৈকত রায় ও দীপঙ্কর রায় প্রথম হয়েছেন। দ্বিতীয় হয়েছেন নিবেদিতা কার্জি, পৌলোমী সিংহ, সোমশুভ্র মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ কর্মকার ও রাজদীপ দাস।

ফাইনালে গ্রিন ভিউ

ম্যাচের সেরা আশুতোষ।

বালুরঘাট, ২৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল দ্য গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট। বৃহস্পতিবার ফাইনাল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গ্রিন ভিউ ৩ উইকেটে অভিযাত্রী ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অভিযাত্রী টসে জিতে ৩২.৩ ওভারে ১৪৭ রানে অল আউট হয়। তোতন শীল ৫১ রান করেন। ম্যাচের সেরা আশুতোষ আগরওয়াল ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে গ্রিন ভিউ ৩৮.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৮ রান তুলে নেয়।